ADMINISTRATIVE REFORM

বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবির

প্রতিবেদন

২৯-৩০শে ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র ১৩৯৫
১৩-১৫ মার্চ ১৯৮৯

গণশিক্ষা কার্যক্রম
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

৩৭১.০১৩৭২
বাংবে

ADMINISTRATIVE REFORM

Donated to BPATC Library

ডঃ ফজলুর রহমান
উপ-প্র.চ (প্রশাঃ)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

1 NOV 1992

গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত

বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবির

২৯-৩০শে ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র ১৩৯৫

১৩-১৫ই মার্চ ১৯৮৯

প্রতিবেদন

Bangladesh Public Administration Training Centre Library
Savar
Dhaka
Esed. 1984

গণশিক্ষা কার্যক্রম
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গনভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

1 NOV 1992

মুখবন্ধ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইউসিসেফের যৌথ উদ্যোগে গত ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ, ১৯৮৯ কুমিল্লাস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবিরের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহন করেছে প্রাথমিক পর্যায়ে তার মূল্যায়ণ হয়েছে এই কর্মশিবিরে। এখানে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলিতে গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে এবং তার উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহনকারীগণ যে আলাপ আলোচনা করেছেন তা থেকে ভবিষ্যত সম্প্রসারণের পথ সহজ হবে বলে আমার ধারণা।

দেশের ভয়াবহ সমস্যা নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে যেসব সংস্থা গণশিক্ষা কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি এই কর্মশিবিরে অংশগ্রহন করেছেন। তাঁরা এখানে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনদিন ধরে বিস্তারিত ভাবে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং পরস্পর মতবিনিময়ের মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য সুচিন্তিত সুপারিশমালা রেখেছেন। এসব সুপারিশ অবশ্যই জাতির বৃহত্তর কল্যানে কাজে আসবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এইসব সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয়তা কর্মপন্থা অবলম্বন করবে বলে আমি মনে করি।

ইউনিসেফ এই কর্মশিবির আয়োজন করার ব্যাপারে যে উদার সহযোগিতা প্রদর্শন করেছে তারজন্য ঢাকাস্থ ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

যেসব বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগন ও বিভিন্ন কর্মকর্তাগন এই কর্মশিবিরে অংশ নিয়েছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের কর্মকর্তাগন নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁদেরও ধন্যবাদ।

হেদায়েত আহমেদ
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

LIBRARY
Bangladesh public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka.

ভূমিকা

বর্তমান প্রতিবেদনটি গত ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবিরে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, আলোচনা ও সুপারিশমালা অবলম্বনে সংকলিত ও প্রকাশিত হলো। দেশে নিরক্ষরতার সমস্যাটি সর্বাধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে এই সমস্যাটি সম্পর্কিত। অতীতে এই সমস্যা দূরীকরণের যেসব উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছিল তা যথাযথ ফলপ্রসু হয়নি। তাই গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করে এ থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ হবে তার আলোকে ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণীত হবে।

সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদানের সমর্থনে যেসব বেসরকারী সংস্থা কাজ করছে তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং তা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এই কর্মশিবিরের লক্ষ্য। এ ছাড়া দেশে গণশিক্ষায় কর্মরত বিশিষ্ট বেসরকারী সংস্থা থেকেও প্রতিনিধিগন অংশগ্রহন করেছেন। কর্মশিবিরে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। গণশিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাও এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধ আলোচনা ও মতবিনিময় থেকে দেশে বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা করা যাবে। সেই সাথে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের সুপারিশও এখানে লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারনের চিন্তাভাবনা করছে। বর্তমান কর্মশিবিরে মতবিনিময় ও সুপারিশ থেকে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের উপায় বের করা যাবে বলে আমাদের ধারনা।

উক্ত কর্মশিবিরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মূল্যবান আলোচনা আমাদের আগামী দিনের পথ চলার পাথেয় হয়েছে। বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন। তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যেসব সংস্থা প্রতিনিধি পাঠিয়ে এই কর্মশিবির সফল করতে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। অংশগ্রহনকারীগন যে শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র।

LIBRARY
Bangladesh public Administration
Training Centre
Savar.Dhaka.

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম বাণী পাঠিয়ে উৎসাহিত করে-ছেন - তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

মাননীয় শিক্ষা সচিব জনাব হেদায়েত আহমেদের সুচিন্তিত নির্দেশনা এই কর্ম-শিবির আয়োজন ও সফল করতে সাহায্য করেছে । তাঁকে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

ইউনিসেফকেও সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ ।

এস এম সাইফউদ্দীন
নির্বাহী পরিচালক

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	মুখবন্ধ : জনাব হেদায়েত আহমেদ	
২.	ভূমিকা : জনাব এস এম সাইফউদ্দীন	
৩.	মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর বাণী	১
৪.	কর্মশিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
৫.	সাক্ষরতার সংজ্ঞা	৪
৬.	কর্মশিবির কার্যবিবরণী	৫
৭.	কর্মপত্র	২১
	ক) সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম : পরিচিতি ও পরিসর জনাব এস এম সাইফউদ্দীন	২৩
	খ) গণশিক্ষা শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের রূপরেখা জনাব মোঃ আলী আজম	৩৫
	গ) বাংলাদেশ গণশিক্ষা কর্মসূচীতে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ আদর্শ উপকরণের রূপরেখা জনাব আবুল কাসেম সন্দীপ	৪৩
	ঘ) Planning a Mass Education programme Jhon P. Hastings	৫৭
	ঙ) গণশিক্ষা প্রসারে বেসরকারী সংস্থার অভিজ্ঞতা বেগম কানিজ ফাতেমা	৬৭
	চ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের গণশিক্ষা কার্যক্রম : অনুবীক্ষন ও মূল্যায়ণ জনাব আবু আহমেদ আরিফ	৭৯
	ছ) আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপন ডঃ আবু হামিদ লতিফ	৮৭
৮.	কর্মশিবিরের সুপারিশমালা	৯৯
৯.	Recomendations	১১১

১০.	দলগত আলোচনা : অংশগ্রহনকারী ও আলোচ্য বিষয়	১২৫
১১.	অংশগ্রহনকারীদের তালিকা	১২৮
১২.	অনুষ্ঠান সূচী	১৩২
১৩.	সার্টিফিকেট	১৩৫
১৪.	কর্মশিবির ব্যবস্থাপনা	১৩৬

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী
জনাব শেখ শহীদুল ইসলামের বাণী

বিস্‌মিল্লাহের রাহ্‌মানুর রাহিম ।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, অংশগ্রহনকারী প্রতিনিধিবর্গ ও উপস্থিত সুধীমন্ডলী ।

আসসালামু আলাইকুম ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবিরে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারলে আমি খুবই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করতাম । কিন্তু শারিরিক অসুবিধার কারনে আমি শরীরতঃ উপস্থিত থাকতে না পারায় যারপর নাই দুঃখিত ।

দেশের একটি ভয়াবহ সমস্যা নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আপনারা অপার আগ্রহ নিয়ে সমবেত হয়েছেন । আমি আপনাদের কর্মশিবিরের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করি ।

অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা আনতে পারলে দেশের জনগনের ভাগ্য উন্নয়ন করা সম্ভব হবে এবং সেজন্য গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারণের আবশ্যক । তাই ২000 সাল নাগাদ " সবার জন্য শিক্ষার " লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম সফল করা আবশ্যক ।

এজন্যই আমরা ব্যাপক গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার হার দু'হাজার সাল নাগাদ শতকরা ৬০ % ভাগে উন্নীত করেতে বদ্ধপরিকর ।

তবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের যথার্থ সমন্বয় না হলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হতে বাধ্য । বর্তমান গণশিক্ষা প্রকল্পটি পাইলট আকারের এবং এতে প্রথম পর্যায়ে ১৪টি উপজেলায় সরকারী উদ্যোগে গণশিক্ষার কাজ চলছে । সেই সাথে ১৫টি বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কর্মসূচীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুদান দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছে। ১৯৯0 সালের জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচী আরো সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে । তবে এই সময়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ৪র্থ ও ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সারা দেশ জুড়ে সম্প্রসারণের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষার যে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেছে তার সাফল্যের জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । এবারকার কর্মশিবিরটি বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে । যে

পনেরটি বেসরকারী সংস্থারসরকারী অনুদান নিয়ে গণশিক্ষার কর্মসূচী জোরদার করছে তাঁদের কর্মকর্তাগণ কর্মশিবিরে উপস্থিত আছেন । এর বাইরে গণশিক্ষার কাজে নিয়োজিত বেশ কিছু সংস্থার কর্তৃপক্ষকেও এই কর্মশিবিরে আহবান জানানো হয়েছে । সরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তাগনও এই কর্মশিবিরে অংশ নিচ্ছেন । এর ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক উদ্যোগের একটা মূল্যায়ণ এখানে সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা ।

আপনারা এই কর্মশিবিরটিকে গতানুগতিক কর্মসূচী বিবেচনা না করে জাতীয় জীবনে এর তাৎপর্য এর তাৎপর্য অনুধাবন করবেন এবং কর্মশিবিরের ফলশ্রুতি যাতে জাতির জন্য অর্থবহ ও কল্যাণকর হয় সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন + এটা আমার কামনা ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যাটি জটিল ও ব্যাপক । সরকারের উদার সদিচ্ছা থাকলেই কেবল চলবেনা, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য ।

তিন দিনের এই কর্মশিবিরের ফলশ্রুতি হিসাবে গণশিক্ষা কার্যক্রমের সারা দেশ জুড়ে. সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদানে সমর্থ হবে বলে আমি আশা করছি ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে আগ্রহী । আমি আপনাদের আশান্বিত করতে চাই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মশিবিরের মূল্যবান সুপারিশ বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্ভব সব কিছু করবে ।

আমি কর্মশিবিরের সাফল্য কামনা করি এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ।

খোদা হাফেজ । বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ।

শেখ শহীদুল ইসলাম
মন্ত্রী ১১.৩.৮৯
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ।

কর্মশিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বর্তমান চালু সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রমের পরিচিতি ও পরিসর সম্পর্কে অবহিতকরণ।

বর্তমানে বেসরকারী সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা করা এবং ভবিষ্যত বাস্তবায়ন পদ্ধতির একটি সুষ্ঠু অবকাঠামো প্রণয়ন।

বর্তমানে বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত উপকরণ সংগ্রহ, প্রদর্শণীর উপযোগিতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং সে সবের সময়োপযোগী উন্নয়ন সাধনের সুপারিশ প্রণয়ন।

বর্তমানে বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত পাঠক্রম পর্যালোচনা করা এবং সকলের ব্যবহার উপযোগী সুষ্ঠু পাঠক্রম-সিলেবাস প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করা।

বর্তমানে সাক্ষরতা কাজে বেসরকারী সংস্থার ব্যবহৃত পদ্ধতি পর্যালোচনা করা এবং একটি সর্ব সম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পদ্ধতির সমন্বয় সাধন সম্পর্কে পর্যালোচনা।

উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম এবং বেসরকারী সংস্থা সমূহের পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কৌশল, তদারকি ব্যবস্থা ও মনিটরিং ব্যবস্থার জন্য একটি কার্যকরী কর্ম পদ্ধতি তৈরী করা।

সাক্ষরতার সংজ্ঞা

১। স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন ভাষায় বাক্য পঠনের ক্ষমতা।

– আদমশুমারী ১৯৫১

২। যে বুঝে পড়তে পারে সেই সাক্ষর।

– আদমশুমারী ১৯৬১

৩। বাংলা, ইংরেজী, আরবী বা উর্দু এ চার ভাষার যে কোনোটিতে লেখা সহজ চিঠি পঠন ও লিখনে সক্ষম ব্যক্তিই সাক্ষর।

– আদমশুমারী ১৯৭৪

৪। চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতাই সাক্ষরতা।

– আদমশুমারী ১৯৮১

৫। উন্নয়ন কর্মকান্ডের অনুর্ভুক্ত, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সংগে সম্পৃক্ত শিক্ষাই সাক্ষরতা।

– শিক্ষামন্ত্রীবর্গের বিশ্বসমাবেশ, তেহরান ১৯৬৫

৬। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে যে সাক্ষরতা কার্যক্রম গৃহীত হয়, তাকেই ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলে।

– ইউনেস্কো

৭। সত্যিকারের সাক্ষর হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর সামাজিক পরিবেশে যে-সব কর্মকান্ড লিখন-পঠনের সংগে সম্পৃক্ত, সেগুলোতে কার্যকরভাবে অংশগ্রহনের দক্ষতা অর্জন করেছেন।

– আন্তর্জাতিক বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলন, প্যারিস ১৯৮৫

বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবির কার্যবিবরণী

ভূমিকা :

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৭ - ৮৮ অর্থ বছরে পাইলট আকারে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে দেশের ১৪টি উপজেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ - ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরদের সাক্ষরতার কাজ চলছে। এ ছাড়া সরকারের অর্থ অনুদানে দেশের ১৫টি বেসরকারী সংস্থা দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাক্ষরতার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সব বেসরকারী সংস্থায় গৃহীত গণশিক্ষা প্রকল্পের কর্মকান্ড অবহিত হওয়া, তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ ও ভবিষ্যত সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে মতবিনিময় করে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ বাস্তবায়নে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে ১৩ থেকে ১৫ই মার্চ, ১৯৮৯ কুমিল্লাস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে একটি কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সম্মেলন কক্ষে বেসরকারী সংস্থা গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ১৩ই মার্চ, ১৯৮৯, সকাল দশটায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিক্ষা সচিব জনাব হেদায়েত আহমেদ এবং এতে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব সাদীত হুসেইন

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমদ, উপ-পরিচালক, বার্ড।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনিবার্য কারনে নির্ধারিত প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম উপস্থিত থাকতে না পারায় মূল্যবান বাণী প্রেরণ করেন। তাঁর বাণীটি পাঠ করে শোনান গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপ-পরিচালক জনাব মাহবুবুল আলম। মাননীয় মন্ত্রীর বাণী পাঠের পর গণশিক্ষা কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম সাইফউদ্দীন সমবেত সুধীমন্ডলীকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালকের স্বাগত ভাষণ :

মাননীয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত সভাপতি, অংশগ্রহনকারী প্রতিনিধিবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে - আয়োজিত বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবিরের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেশের দূর দূরান্ত থেকে এই কর্মশিবিরে অংশগ্রহনের জন্য কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন বলে আমি গণশিক্ষা কার্যক্রমের এবং আমার নিজের তরফ থেকে আপনাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের স্বার্থে বর্তমান সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার সাথে সাক্ষরতার প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই সর্বনাশা সমস্যার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ না করলে জাতির অগ্রগতির প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্থ হবে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা সহযোগে এবং বর্তমান শিক্ষা সচিব জনাব হেদায়েত আহমেদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং নির্দেশে গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি গতিশীল ও প্রানসঞ্চয় হয়েছে।

বর্তমান গণশিক্ষা প্রকল্পটি পাইলট আকারের এবং এতে প্রথম পর্যায়ের ১৪টি উপজেলায় সরকারী উদ্যোগে গণশিক্ষার কাজ চলছে। সেই সাথে ১৫টি বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কর্মসূচীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুদান দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ করছে। ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচী আরোও সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছে।

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রমের যথার্থ সমন্বয় না হলে লক্ষ্যে পৌছানো যাবেনা। গত ডিসেম্বর মাসে আমরা সরকারী কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশিবির করে আশান্বিত হয়েছি।

আজকের কর্মশিবিরটি বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে। যে ১৫টি বেসরকারী সংস্থা সরকারী অনুদান নিয়ে গণশিক্ষার কর্মসূচী জোরদার করছে তাদের কর্মকর্তাগণ এখানে আছেন। এর বাইরে গণশিক্ষার কাজে নিয়োজিত বেশ কিছু সংস্থার কর্তৃপক্ষকেও এই কর্মশিবিরে যোগদানের আহবান জানানো হয়েছে। সরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও এই কর্মশিবিরে অংশগ্রহন করেছেন।

আজকের কর্মশিবিরে গণশিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করবেন গণশিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ । তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে যে মতবিনিময় হবে তা থেকে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি ।

আপনারা উদারভাবে আলোচনা করবেন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবেন । আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে গণশিক্ষার রূপরেখা সুনির্ধারিত হবে বলে আমরা মনে করি ।

আপনাদের সহযোগিতায় এই তিন দিনব্যাপী আমাদের কর্মশিবিরটি সফল হয়ে উঠুক এই আমাদের কাম্য ।

মাননীয় প্রধান অতিথি আপনি আপনার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ঢাকা থেকে কুমিল্লা এসে এই কর্মশিবিরটির উদ্বোধন করতে সম্মতি জ্ঞাপন করবার জন্য আপনার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ ।

সম্মানিত সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে আবার জানাই ধন্যবাদ । এই কর্মশিবিরটির জন্য সকল সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ইউনিসেফের মিঃ কুপার ডাউসন কে জানাই ধন্যবাদ । কুমিল্লা বার্ডের মহাপরিচালক ডঃ সাদাত হোসেনের সহায়তার জন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ ।

ধন্যবাদ । খোদা হাফেজ ।

স্বাগত ভাষণের পর ইউনিসেফ প্রতিনিধি মিঃ কুপার ডাউসন তাঁর বক্তব্য রাখেন ।

মিঃ কুপার ডাউসন ঃ কর্মশিবিরের অংশগ্রহনকারীদের তিনি শুভেচ্ছা জানান । বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে আগত বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময়ের শেষে একমত পোষন করে যে সুপারিশমালা প্রণীত হবে তা অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । এ কর্মশিবিরে আলাপ-আলোচনায় উদ্দীষ্ট কারা, তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি কি হবে, শিক্ষা উপকরণ কি করা উচিৎ ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান । প্রতিটি বেসরকারী সংস্থার নিজ নিজ শিক্ষাদান পদ্ধতি রয়েছে সে সকল পদ্ধতি আলোচিত হলে সঠিক পদ্ধতিকে আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করে সে অনুসরণের ব্যবস্থা করার প্রতিও দৃষ্টি রাখার আহবান জানান । পরিশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন ।

ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ডঃ রেকস মায়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন এবং গণশিক্ষা কারিকুলামের রূপরেখা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। দেশ, সময়, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী কারিকুলাম প্রণীত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং একটি মডেল কারিকুলামের ডিজাইন ব্যাখ্যা করেন।

এরপর প্রধান অতিথি জনাব হেদায়েত আহমেদ তাঁর ভাষণ প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণ : শিক্ষা সচিব প্রধান অতিথির ভাষণে সাক্ষরতার একটি সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের শিক্ষার হার খুবই কম। সুতরাং গণশিক্ষার সমস্যাবলী চিহ্নিত করা একান্ত আবশ্যক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতার আলোকে ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রমকে বেসরকারী সংস্থার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন যে, সকল উপজেলায় বেসরকারী সংস্থা সাফল্য লাভ করেছে পরিদর্শনের মাধ্যমে সে সব সংস্থার দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন। সরকারী কার্যক্রমের দ্রুত প্রসারনের কিছু অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেন সরকারের সীমিত সম্পদের ফলে সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম সীমিতভাবে

মত বিনিময়ের মাধ্যমে গণশিক্ষা ক্ষেত্রে বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য সুপারিশ-মালা পেশ করতে অনুরোধ করেন ।

এরপর সমবেত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপ-পরিচালক জনাব মাহবুবুল আলম ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ।

প্রথম অধিবেশন

সকাল ১০.৪৫ মিনিটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নুরুদ্দীন আল-মাসুদের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয় । গণশিক্ষা কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম সাইফউদ্দীন "সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম ঃ পরিচিতি ও পরিসর " শীর্ষক তথাপত্র উপস্থাপন করেন ।

তথ্যপত্র উপস্থাপনের পর আলোচনায় অংশগ্রহন করেন জনাব আবুল কাসেম সন্দীপ, উপ-পরিচালক, ডি ই আর সি, জনাব এ কে এম জহিরুল হক, সভাপতি, বাংলাদেশ গণ-শিক্ষা সংঘ, জনাব এ কিউ এম মাহফুজউল্লাহ, সাধারন সম্পাদক, শ্রমজীবী সমাজ কল্যাণ সংসদ, জনাব সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া, পরিচালক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, জনাব মাহমুদ হাসান, গণ সাহায্য সংস্থা, জনাব এহসানুর রহমান, সহকারী পরিচালক, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, জনাব এম এ মান্নান, পরিচালক, গণশিক্ষা প্রকল্প, মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ এবং জনাব ফেরদাউস খান, সাবেক জনশিক্ষা পরিচালক ।

প্রবন্ধের বক্তব্যের উপর আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীবৃন্দ যে সব বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন, সংযোজন ও আলোকপাত করেন তা হলো ঃ

- সরকারী অনুদান লাভের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে ।
- সাক্ষরতার বর্তমান হার কত সে তথ্য সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক ।
- প্রবন্ধের সুপারিশের আলোকে সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রমকে তার কর্মসূচী সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নিতে হবে ।
- গণ আন্দোলনের মাধ্যমে গণশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ ।
- গণশিক্ষা কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রাখা দরকার ।

- আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে গণশিক্ষাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- জাতীয় অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা সফল গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত।
- গণশিক্ষা অবশ্যই ন্যায় সংগত ব্যয় সম্বলিত হতে হবে।
- প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের সময় একই স্থানের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।
- সকল সংস্থার ব্যবহারের জন্য একই ধরনের মূল্যায়ণ পদ্ধতি বের করা যেতে পারে।
- জাতীয় পর্যায়ে/গণশিক্ষা কার্যাবলী পর্যালোচনার পদ্ধতির জন্য একটি স্থায়ী সেল গঠন করা উচিত। (বেসরকারী সংস্থার)
- ইউনেস্কোর "এ্যাপিল" পদ্ধতি চালুর জন্য সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে।
- সারা দেশে বিভিন্ন সংস্থা গণশিক্ষা বিস্তারে যে কাজ করছে সেসব "সাক্ষর লোকের" পরিসংখ্যান রাখা আবশ্যক। (লোকের)
- "অশিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার না করে 'নিরক্ষর' শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ।

অংশগ্রহনকারীদের আলোচনার প্রেক্ষিতে জনাব ফেরদাউস খান সরকারী ও বেসরকারী গণশিক্ষা কর্মকান্ডের মধ্যে একটা সুসংহত যোগাযোগ রাখার আবেদন জানান। তিনি গণশিক্ষার জন্য একটি ইনসটিটিউট স্থাপন করার কথা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত প্রাইমারগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটি পদক্ষেপ গ্রহন করার প্রস্তাবও তিনি রাখেন। নব্য সাক্ষরদের জন্য বই পুস্তক প্রণয়নের কথা চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানান।

অংশগ্রহনকারীদের আলোচনার প্রেক্ষিতে জনাব এস এম সাইফউদ্দীন বক্তব্য রাখেন ঃ

- গণশিক্ষা কার্যক্রম সরকারী-বেসরকারী সংস্থার যোগসূত্র হিসাবে কাজ করছে এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট রয়েছে।
- বিভিন্ন কর্মশিবিরে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার আবেদন জানান।
- গণশিক্ষা ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনিও মনে করেন।
- মেটপ্রো অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারী সংস্থা ভবিষ্যতে সরকারী অনুদান যাতে না পায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সভাপতি জনাব নুরুদ্দীন আলমাসুদ সাক্ষরতার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৫০ সনে বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে মিঃ. নিভার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পাবার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ব্যর্থতার দিকগুলি

জানা প্রয়োজন এবং তা পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতে যেন অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ঘটে তার জন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন । বেসরকারী সংস্থা গণশিক্ষা কর্মকান্ডে জড়িত থাকায় সরকারের পক্ষে এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা সহজতর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ।

দ্বিতীয় অধিবেশন

প্রাক্তন ডি পি আই জনাব ফেরদাউস খানের সভাপতিত্বে ১১.৪৫মিঃ দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ।

এই অধিবেশনের শুরুতে ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ডঃ রেক্স মায়ার প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন ।

ডঃ রেক্স মায়ার ঃ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সমূহের শিক্ষার হার, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে আলোকপাত করে তিনি "এ্যাপিল" প্রোগ্রাম এবং তার কার্যপরিধি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন । গণশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্বের উপর তিনি জোর দেন এবং প্রাইমার ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিকের প্রতি তিনি আলোকপাত করেন । সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনের মান সুশিক্ষার প্রাথমিক ধাপগুলি ছাড়াও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন ।

জনাব রেক্স মায়ার বক্তৃতার পর মসজিদ সমাজের প্রতিনিধি জনাব মান্নান, গণ সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধি জনাব মাহমুদ হাসান ও মেটপ্রো প্রতিনিধি জনাব আবুল খায়ের শিক্ষা উপকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে দু একটি প্রশ্ন রাখেন ।

সভাপতি মহোদয় ডঃ রেক্স মায়ারকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

এর পর জনাব আলী আজম, সদস্য কারিকুলাম, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড " গণশিক্ষা পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক " শীর্ষক তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন ।

জনাব আলী আজমের তথ্যপত্রের উপর বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ (ব্র্যাক, বেস, ভিইআরসি, ডানিডা, গণ সাহায্য সংস্থা) আলোচনা করেন তাদের

আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়েছে ।

- গণশিক্ষা একটি আদর্শ কারিকুলাম তৈরির রূপরেখার ব্যাপারে প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । তবে বিষয়বস্তু পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করার প্রয়োজন রয়েছে ।
- শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে প্রাইমার প্রণয়ন করা প্রয়োজন ।
- মৌলিক সাক্ষরতার সাথে সাথে ব্যবহারিক সাক্ষরতার ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
- উক্ত রূপরেখার উপর কারিকুলাম পর্যালোচনা, বই লেখা ইত্যাদি ব্যাপারে অন্তত ১ দিনের পৃথক একটি ওয়ার্কশপ করা বাঞ্ছনীয় ।
- কারিকুলামের যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যে প্রাইমার লেখা হবে তার ব্যবহার মূল্যায়ণ করার জন্য একটি সেল গঠন করা প্রয়োজন ।
- পাঠক্রম পর্যালোচনা ও সংস্কারের ধারাবাহিক পদ্ধতি রাখতে হবে ।
- একটি অভিন্ন কারিকুলামের ভিত্তিতে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার আদর্শ মনে রেখে বই প্রণয়ন করতে হবে এবং পাঠদানকালের নির্ধারিত সময়কাল থাকতে হবে ।

- কারিকুলামের ভিত্তিতে যে প্রাইমার প্রণীত হবে তার জন্য প্রযোজ্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে হবে এবং নানা সংস্থা কর্তৃক বহুল প্রচলিত শিক্ষা উপকরণগুলি সংগ্রহ ও প্রয়োজনে বিপুল পরিমানে তা সরবরাহ করতে হবে ।
- গণশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী / বেসরকারী উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । এ ব্যাপারে একটি গণশিক্ষা ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে ।

আলোচনা শেষে জনাব আলী আজম বলেন

- বেসরকারী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন আদর্শ থাকলেও গণশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও জাতীয়তাবোধকে সামনে রেখে প্রাইমার রচনা করলে তা ফলপ্রসু হবে ।
- সাক্ষরতার ন্যূনতম মান অর্জনের জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচীতে শিক্ষাদানকাল ১ বছরের কম সময় হতে পারে না । সপ্তাহে ৫ দিন এবং প্রতিদিন দু'ঘন্টা শিক্ষাদানের

ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

সভাপতি জনাব ফেরদাউস খান তাঁর ভাষণে বলেন, যুগের সাথে সাথে কারিকুলামের বা প্রাইমারের বিষয়বস্তু বদলাতে পারে । অভিন্ন একটি কারিকুলামের ভিত্তিতে অনেক উন্নতমানের প্রাইমার বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত হতে পারে । বে-সরকারী সংস্থা সমূহের বাস্তবতার আলোক ও প্রবন্ধকারের রূপরেখা আলোকে বলিষ্ঠ ও বাস্তবমুখী একটি সুপারিশমালা তৈরি করার জন্য অংশগ্রহনকারীদের প্রতি অনুরোধ রাখা যায় ।

তৃতীয় অধিবেশন

ডঃ ফজলুল করিম চৌধুরী, প্রধান, পরিকল্পনা কোষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় । এই অধিবেশনে বাংলাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচীতে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ আদর্শ উপকরণের রূপরেখা প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন জনাব আবুল কাসেম সন্দীপ, উপ-পরিচালক, পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র ।

তাঁর বক্তব্যের উপর মেটস্লো প্রতিনিধি, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের প্রতিনিধি, শ্রমজীবী সমাজ কল্যাণ সংসদের প্রতিনিধি, ব্র্যাকের প্রতিনিধি, ডানিডার প্রতিনিধি, গণ সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধি বাংলাদেশ ফ্যামিলি প্লানিং এন্ড বার্থ কন্ট্রোল সংস্থার প্রতিনিধি, স্বনির্ভর বাংলাদেশের প্রতিনিধি ও মসজিদ সমাজ বাংলাদেশের প্রতিনিধি বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন । তাঁদের আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বিধৃত হয় ঃ

- শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে জানানো হয় যে, মূল্যায়ণ তথ্য সম্পর্কিত প্রকল্পটি চমৎকার । তবে বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত সকল প্রাইমার ও শিক্ষা উপকরণ যেহেতু সংগৃহীত নেই তাই সেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে ।
- শিক্ষা উপকরণ, চার্টের প্রয়োজনীয়তার অংশটুকু তেমন ভাবে প্রবন্ধে বিধৃত হয়নি ।
- জীবন ভিত্তিক, পেশা ভিত্তিক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার ছাড়াও চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন ।

- ডানিডা, ডিইআরসি ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত, সংরক্ষিত উপকরণগুলি পর্যালোচনা করে জাতীয় প্রেক্ষাপটে উপকরণ তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার জন্য সুযোগ থাকা প্রয়োজন।
- অযথা শব্দ পরিহার করে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।
- টাইপ, রং, প্রচ্ছদ, ভিতরের লেখা কোন সাইজের, কতটুকু আকর্ষণীয় হবে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।
- বাংলাদেশের সকল বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত প্রাইমার ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করে পর্যালোচনা ও তৈরির জন্য তিন দিনের একটি ওয়ার্কশপ করা প্রয়োজন।
- বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা উপকরণ তৈরির নির্দেশনা সংযোজন করা দরকার।
- শিক্ষক হলেন একজন সক্রিয় শিক্ষা উপকরণ। তাঁর ভূমিকা, প্রশিক্ষণ, পাঠদান পদ্ধতি সংযোজন করা প্রয়োজন।
- দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বয়স্ক শিক্ষার অনেক শিক্ষা উপকরণ ডিইআরসিতে রক্ষিত আছে। গণশিক্ষা কার্যক্রমের তা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা দরকার।

সভাপতির ভাষণে ডঃ ফজলুল করিম চৌধুরী বলেন, শিক্ষা সাংবিধানিক অধিকার। আর্থ সামাজিক বিকাশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তিনি নানান মনীষীর দেয়া সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করে গণশিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা সমূহের বাস্তবতার আলোকে যে আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময় হয়েছে তা ভবিষ্যতে একটি বলিষ্ঠ সুপারিশমালা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করে প্রথম দিনের কর্মশিবিরের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

দ্বিতীয় দিন : ১৪.৩.৮৯

প্রথম অধিবেশন

১৪-৩-৮৯ তারিখে প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল আটটায়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফজলে হাসান আবেদ, নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক।

মিঃ জন পি হেষ্টিংস প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ছিল ঃ মেটপ্রো গণশিক্ষা কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ব্যবস্হাপনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি । প্রবন্ধ পাঠের পর জাগরণী চক্র, গণ উন্নয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ প্রভৃতি সংস্হার প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয় ঃ

- ইতিপূর্বে গণশিক্ষা / বয়স্ক শিক্ষার উপরে যতগুলি সেমিনার / কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সকল সুপারিশ / মন্তব্য একত্রিত করতে হবে ।
- কারিকুলাম বিষয়ে শিক্ষাবিদদের সকল মতামত / সুপারিশ / মন্তব্য সংগ্রহ করতে হবে ।
- মেটপ্রো কর্মসূচী মূল্যায়ণ করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রধান কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন ।
- যে সকল টার্গেট গ্রুপ এখনও শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে পারছে না তাদের কিভাবে কেন্দ্রে আনা যায় পরিকল্পনা পত্রে তার উল্লেখ থাকতে হবে ।
- বড়দের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । সুতরাং এ খাতে অর্থের পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন ।
- গণশিক্ষা ব্যাপারে সরাসরি উপজেলা পরিষদকে সম্পৃক্ত করার বিষয় উল্লেখ থাকা দরকার ।
- প্রাথমিক স্কুলের প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব রাখতে হবে ।
- শিক্ষকদের সম্মানী বৃদ্ধির বিষয়ে নজর দেয়া প্রয়োজন ।
- একটি নির্দিষ্ট কারিকুলাম শেষ করতে এবং শিক্ষাদান সম্পন্ন করার জন্য অবশ্যই একটা সুনির্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজনীয় ।
- পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পূর্ব প্রস্ততি হিসাবে বেসলাইন ডাটা সংগ্রহের জন্য জরিপ করা প্রয়োজন । পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় ।
- প্রকল্পে পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, মূল্যায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে একই ভাবে গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক

দ্বিতীয় অধিবেশন

সাবেক মন্ত্রী জনাব আজিজুল হকের সভাপতিত্বে ১০.৪৫ মিনিটে দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এ অধিবেশনের প্রবন্ধকার ছিলেন মিসেস কানিজ ফাতেমা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্র্যাক। তিনি "গণশিক্ষার রূপরেখা ও বেসরকারী সংস্থার অভিজ্ঞতা" প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন।

প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর অংশগ্রহনকারীবৃন্দ আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ, লিভ এন্ড লার্ন, ভিইআরসি ও শ্রমজীবী সমাজ কল্যাণ সংসদের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করেন।

প্রশ্নসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

- ব্র্যাক দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহন করার পক্ষে কতটুকু যুক্তি সম্মত মনে করেন ?
- বর্তমান অবস্থায় প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য সর্বমোট কতটাকা ব্যয় হচ্ছে ?
- ফিডার স্কুল পদ্ধতি জাতীয় পর্যায়ে গ্রহন করা যায় কিনা ?
- ফলো-আপ ব্যবস্থার উল্লেখ করে প্রবন্ধে বলা হয়েছে ব্র্যাকের শিক্ষাকেন্দ্র হতে অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তাহলে প্রতি বছর অবশিষ্ট কতজনের জন্য ফলো-আপ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং কি ভাবে ?
- ব্র্যাকের শিক্ষাদান কেন্দ্রে প্রতি বছর ড্রপ-আউটের শতকরা হার কত ?

প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধকার বলেন ঃ

- ব্র্যাকের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা "ইন্টিগ্রেটেড কোর্স" প্রবর্তন যুক্তিসংগত মনে করেন না। পৃথক পৃথক বিষয় (বাংলা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি) শিক্ষাদানে তাঁরা বেশী সুফল পেয়েছেন।
- বর্তমানে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য বছরে ৫০০/-টাকা খরচ হচ্ছে।
- ব্র্যাকের মতে ৮ - ১০ বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য তাঁরা যে শিক্ষাদান করছেন তাই ফিডার স্কুল বলে পরিচিত। জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেয়ার উপর সরকার এবং সকলের প্রচেষ্টা গ্রহন করা বাঞ্চনীয়।

ব্র্যাকে দু'বছরের শিক্ষাদানের পর তৃতীয় বছরের শেষে ব্র্যাক থেকে প্রকাশিত গণশিক্ষা কেন্দ্র পত্রিকা " প্রতি শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে ১টি করে অনুসরণী শিক্ষা উপকরণ হিসাবে দেয়া হয় ।

– ব্র্যাকের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা প্রোগ্রামে ড্রপ-আউটের সংখ্যা ৫.% – ৬ % ও শিশুদের ৩'২৪ % ।

তৃতীয় অধিবেশন

গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) সৈয়দ আহমদ, সচিব (ভারপ্রাপ্ত) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায় বিভাগের সভাপতিত্বে ১৪'০০টায় সময় তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ।

জনাব আবু আহমেদ আরিফ, যুগ্ম-প্রধান (শিক্ষা উইং) পরিকল্পনা কমিশন " মনিটরিং ও মূল্যায়ণ " প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ।

প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর অংশগ্রহনকারী বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ (মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ, গণশিক্ষা সংঘ, ডানিডা, ভিইআরসি, ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ সূর্যমুখী মহিলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, গণ উন্নয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বার্থ কন্ট্রোল এন্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন) নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেন ঃ

– শিক্ষার্থীগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞান দান করা প্রয়োজন ।

– জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিলে গণশিক্ষা কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালককে সদস্য-সচিব পদ দেয়া দরকার ।

– সরকারী ও বেসরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়ণ একই মাপকাঠিতে করা উচিত ।

– অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি কার্যক্রম শুরুর প্রথম থেকে ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন অসুবিধাজনক হবে ।

– মূল্যায়ণের একটি নির্দেশনা থাকবে যার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, মাঠ পর্যায়ে কার্যাদি বাস্তব আলোকে মূল্যায়ণ করা হবে ।

– মূল্যায়ণের একটি পৃথক সেল থাকা প্রয়োজন ।

– সকল বেসরকারী সংস্থার মনিটরিং করার উপকরণ নেই সেদিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন ।

– জাতীয় পরিকল্পনায় মনিটরিং ও মূল্যায়ণের একটি ব্যবস্থা থাকা দরকার। রূপরেখা কেমন হবে সে বিষয়ে গণশিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যরত বেসরকারী সংস্থাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহন করা যায়।

সর্বশেষে সভাপতির ভাষণে গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) সৈয়দ আহমদ বলেন ঃ

সাক্ষরতার নির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন যার মানদন্ডে অর্জিত সাক্ষরতার হার যাচাই করা যাবে। মূল্যায়ণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। গণশিক্ষার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা অতি আবশ্যক। এ ব্যাপারে প্রথমেই বেস লাইন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মূল্যায়ণ পদ্ধতি দু'ভাবে কার্যকরী হবে ঃ আভ্যন্তরীন ও বহির্গত

মনিটরিং ও মূল্যায়ণ যে কোনো কার্যক্রমের পরিণতি বিচারের মানদন্ড। তাৎক্ষনিক / মাসিক / ত্রৈমাসিক মূল্যায়ণ সফলতা লাভে সহায়ক।

নির্বাহী পরিচালক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

তৃতীয় দিন ঃ ১৫.৩.৮৯

প্রথম অধিবেশন

সকাল ৮°৩০ মিনিটে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ এ এইচ এম করিমের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়।

ডঃ এ এইচ লতিফ, পরিচালক আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ, ব্র্যাক, ডানিডা বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করলে প্রবন্ধকার চমৎকার ভাবে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রশ্নের বিষয়গুলি ছিল ঃ

– উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংজ্ঞা কি ? ৪ – ৬ বছরের শিশুকে প্রি স্কুলে পড়ানোর কি ?

– মক্তব, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ থাকা প্রয়োজন।

দলীয় আলোচনা ঃ

এই অধিবেশনের পর দলীয় আলোচনার জন্য অংশগ্রহনকারীগণ তিনটি উপ-দলে বিভক্ত হয়ে নির্ধারিত তিনটি বিষয়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তিন দল নিজ নিজ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

সমাপণী অনুষ্ঠান ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব সাদাৎ হোসেনের সভাপতিত্বে বিকাল ৫টায় সমাপণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিন দলের র‍্যাপোটিয়ারগণ তাঁদের নিজ নিজ দলের মতের ভিত্তিতে প্রণীত সুপারিশমালা পেশ করেন। এক একটি দল সুপারিশমালা পেশ করার সাথে সাথে অংশগ্রহনকারীবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। রাত ৯•৩০মিঃ দলীয় সুপারিশমালা পেশের পর কর্মশিবিরের অংশগ্রহনকারী কর্তৃক সুপারিশমালা গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণে জনাব সাদাৎ হোসেন বলেন যে, নিরক্ষরতা একটি বিরাট অভিশাপ। জীবন সচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষাই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিক্ষা গ্রহন ও তা কার্যকর করাই করাই হলো প্রকৃত শিক্ষা। সরকারের নির্দেশে জাতীয় সদিচ্ছা, গণ জাগরণ ও গণ সংযোগের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি যদি একজন করে শিক্ষাদান করে তবেই এদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অনেক সহজতর হবে। সর্বশেষ তিনি কর্মশিবিরে অংশগ্রহনকারী-দের ব্যবস্থাপক ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কর্মশিবিরের অনুপ্রেরণা মাঠ পর্যায়ে কার্যকরী করার অনুরোধ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষনা দেন।

এরপর গণশিক্ষা কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম সাইফউদ্দীন সবাইকে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং গণশিক্ষা কার্য-ক্রম বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

এরপর কর্মশিবিরের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

হাদিসের বাণী

০ লেখাপড়ার সময় হলো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ।
জীবন-ভর যে বিদ্যা শিক্ষা করে, তার মৃত্যু নেই ।

০ বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহ্‌র পথে চলে ।

০ জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও ।

০ যে মানুষ কুশিক্ষা পেয়েছে সেই মানুষ নিকৃষ্ট, যে মানুষ সুশিক্ষা পেয়েছে সে-ই শ্রেষ্ঠ ।

০ যে জ্ঞান লাভ করে ও তা প্রচার করে- সে সকলের চেয়ে বড় দাতা ।

তথ্যপত্র

সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম ঃ পরিচিতি ও পরিসর

এস এম সাইফউদ্দীন

ভূমিকা ঃ

নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যাটি আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবি-দার। কারন জাতির সমুদয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলে আছে সাক্ষরতার অপরিসীম প্রভাব। অথচ যুগ যুগ ধরে গৃহীত কর্মসূচী এই জটিল ও ভয়াবহ সমস্যার সমাধানে তেমন কোনো সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারছে না। সাম্প্রতিককালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গণশিক্ষা কার্য-ক্রম নামে বর্তমান প্রকল্পের মাধ্যমে যে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে তার ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করছে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্যের সম্ভাবনা। বৎসরকাল পূর্বে গণশিক্ষা কার্যক্রমের যে সীমিত অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তার সাফল্যের উপর নির্ভর করছে পরবর্তী কার্য-ক্রমের সুদৃঢ় পদক্ষেপ। বর্তমানে বাস্তবায়িত কর্মসূচী মূল্যায়ণের নিরীখে প্রণীত হবে আগামী দিনের কর্মসূচীর রূপরেখা।

পটভূমিকা ঃ

জাতীয় জীবনের উন্নয়ন সাধনের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অপরাপর সমস্যা সমাধানের পেছনে সাক্ষরতা মূল চাবিকাঠি হিসাবেও কাজ করে। অথচ আমাদের দেশে নিরক্ষরতা একটি মর্মান্তিক অভিশাপ হিসাবে বিরাজমান থেকে জাতির অগ্রগতির সমুদয় প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত জনগণকে সাক্ষরতা দানের যে সব উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে তার পরিণতিতে বর্তমানে বর্তমানে পাঁচ বছরের বেশি বয়সী জনগণের মধ্যে সাক্ষ-রতার হার শতকরা ছাব্বিশ ভাগ মাত্র। বিগত আদমশুমারী ও প্রাপ্ত পরিসংখ্যান তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, দেশে বর্তমানে পাঁচ বছরের বেশি বয়সী নিরক্ষর লোকের সংখ্যা সাত কোটির মত। এ প্রসংগে সমগ্র বিশ্বের সাক্ষরতা পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারনা নেয়া যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বের ১০০ কোটি লোক নিরক্ষর। প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৮০ কোটি এবং শিশু-কিশোর নিরক্ষরের সংখ্যা ২০ কোটি। বিশ্বের মোট ১০০কোটি নিরক্ষরের মধ্যে ৬৬ কোটি ৬০ লাখ নিরক্ষর বাস করে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বর্তমানে বিশ্বের ১২০টি দেশে সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ব্রিটিশ আমলে শুরু হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উডস এডুকেশন ডেচপাচে প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাথে সাথে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গণ-শিক্ষার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সাধারন মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা

গৃহীত হয়নি । তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মাধ্যমে দেশে শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করে প্রাথমিক শিক্ষার ভীত স্থাপন করা হয় । ১৯৮২ সালে লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করে । ১৯৮৪ সালে ১৯০২ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয় । লর্ড কার্জন একজন শিক্ষা সংস্কারক হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনুদান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন । ১৯১০-১৩/সালে গোখলের প্রচেষ্টায় সরকার বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি গ্রহন করেন । এর বাস্তব ফল লাভ সম্ভব না হলেও প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধিত হয় । ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটায় । এ সময়ে জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা কর প্রবর্তিত হয় । ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি কার্যকর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বৈচিত্রপূর্ণ পদক্ষেপ সুপারিশ করে । ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় । কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিনামে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমে আসে । ১৯৪৪ সালে গৃহীত সাজেন্ট প্লান প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামুলক ও অবৈতনিক করার প্রস্তাব করারহয় । । ১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন দশ বছরে সার্বজনীন ও বাধ্যতামুলক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করে । ১৯৭০ সালে মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ % থেকে ৭০ % ভাগে বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ।

বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয় । পরবর্তী পর্যায়ে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ।

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের সাথে জাতির সাক্ষরতার প্রশ্নটি জড়িত রয়েছে বলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । সাম্প্রতিক কালে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সর্বাধিক অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে । দেশের সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনয়ন করতে পারলে নিরক্ষরতার সমস্যা দূরীকরণের পথ সহজতর হত । কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সে লক্ষ্য অর্জন করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে । সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমান ৩০ % শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত থাকছে । আর এ কারনেই নিরক্ষর-

তার সমস্যাটি একটি জলন্ত সমস্যা হিসাবে আমাদের দেশে বিদ্যমান ।

প্রাথমিক শিক্ষার এই অপর্যাপ্ততার প্রেক্ষিতে সাক্ষরতা অভিযানের প্রয়োজনীয়তা এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে । ১৯০১ সালে দেশে শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ৫.৬% । এই অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠার জন্য ১৯০৯ সালে থেকে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে সাক্ষরতার উদ্যোগ নেয়া হয় । ১৯৪১ সালে এর হার ১৩.৯% ভাগে বৃদ্ধি পায় । অবশ্য ১৯৩৯-৪০ সালের দিকে এদিকে সাক্ষরতা আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে এবং প্রতিজনে একজন শিক্ষিত করার শ্লোগান প্রচলিত হয় । এ সময়ে গ্রামীণ পুনর্গঠন বিভাগের মাধ্যমে সাক্ষরতার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পরিত্যক্ত হয় । পাকিস্তান আমলে সাক্ষরতা কার্যক্রম ছিল অপর্যাপ্ত । ১৯৫০ এর দশকে মিঃ এইচ. জি. এস বিভার সাক্ষরতা অভিযানে যে বলিষ্ট উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন, ১৯৬২ সালে তার মৃত্যুর মাধ্যমে তার দুভার্গ্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটে । ১৯৫৪ সালে ভি-এইড প্রোগ্রামের মাধ্যমে গণ-শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহন করা হয় । কিন্তু তার সুফলও লাভ সম্ভব হয়নি । কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কেন্দ্রিক উদ্যোগ পাইলট আকারে সীমাবদ্ধ এলাকায় কিছু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে । তৎকালীন জনশিক্ষা পরিদপ্তরের মাধ্যমে এই বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি ।

বিগত দশকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও দেশে এখনও দশটি শিশুর মধ্যে ৮টিই প্রাথমিক শিক্ষা স্তর সম্পন্ন করতে পারেনা । ১০টি শিশুর মধ্যে ৪টি বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে । ১০ জনের মধ্যে যে ৬ জন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাদের ৪ জনই পঞ্চম শ্রেণীর আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে । এই অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান ও আগামী দিনের শিশুদের শিক্ষাদান অসম্ভব বলে মনে হয় । তাই নিরক্ষর জনসংখ্যার অব্যাহত গতি এ দেশে সমস্যা হয়েই থাকবে ।

১৯৭১ সালে বহু মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার সূর্যালোক আমাদের জীবনকে স্নাত করলেও নিরক্ষরতার অন্ধকার জীবনকে গ্রাস করে রেখেছিল । ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুসারে ৫ বছরের উর্দ্ধ বয়সী জনসংখ্যার শতকরা ২৪.২৭ ভাগ সাক্ষর বলে হিসাব করা হয় ।

বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার : ১৯৭৪ সালের হিসাব

	বয়ঃক্রম		
	৫ – ১৪	১৫ – ২৪	২৫ – তদূর্ধ
মোট	১৯.৯	৩১.৯	২০.২
পুরুষ	২৩.৪	৪০.৩	১০.৪
মহিলা	১৬.১	২০.৬	৮.৭
শহরাঞ্চল			
মোট	৩৩.০০	৫১.৯০	৩৯.৯৫
পুরুষ	৩৪.৮৭	৫৮.২৩	৫০.০৩
মহিলা	৩১.০৩	৪৩.২৫	২৩.৫২
গ্রামাঞ্চল			
মোট	১৮.৭৪	২৯.৩৩	১৮.২৫
পুরুষ	২২.৪১	৩৭.৮৬	২৮.০৯
মহিলা	১৪.৭৬	১৮.২০	৭.৫৬

সূত্র : আদমশুমারী' ১৯৭৪

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরিকল্পিত সরকারী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় ১৯৮০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে ঘোষিত গণশিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে। পাঁচ বছরে ১০ থেকে ৪৫ বছর বয়সী চার কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দানের বিরাট পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৯৮০ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে এক কোটি লোককে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। দু'বছর পর ১৯৮২ সালে সাক্ষরতা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ণের পর এই কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। তবে মূল্যায়ণ রিপোর্টে সাক্ষরতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল এবং তার জন্য কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণেরও সুপারিশ করা হয়েছিল।

গণশিক্ষা মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্যাবলী

সময়কাল : ফেব্রুয়ারী' ৮০ – জুন' ৮২

	সরকারী হিসাব	মূল্যায়ণ জরীপ
ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৬৯.৭ লক্ষ	২৫.৪
সাক্ষরতা লাভ	৩৭ লক্ষ	৬.৭

মোট গণশিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	৬২,৮৬৯
মোট শিক্ষকের সংখ্যা	১,৩৪,৯৫০
ব্যবহৃত প্রাইমারের সংখ্যা	৩৪,৭১,৯৫৬

সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা সাক্ষরতার কাজে আত্ম-নিয়োগ করে দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছে । কিন্তু এসব বেসরকারী সংস্থার কর্মসূচীর মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকায় দেশের জন্য তা তেমন কোনো সুদূরপ্রসারী কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি ।

আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই সব প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে তেমন কোনো সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেনি । অথচ জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল জনগণকে সাক্ষরতা দান । তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫ – ৯০) সালে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং সরকার একটি পরিকল্পিত পদ্ধতির মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয় । ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে সরকার কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় । উপজেলা পর্যায়ে এই কর্মসূচী প্রবর্তন করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক ভাবে কার্যক্রমের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে । এই সময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশে সাক্ষরতার হার ৬০ % ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ।

এই প্রকল্প অনুসারে প্রতিটি উপজেলায় ৬০টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে প্রতিটি কেন্দ্রে ৪০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন পূর্বক সাক্ষরতা দান কাজ চলছে । উপজেলা পর্যায়ে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে একটি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ইউনিট গঠন করা হয়েছে । এই ইউনিট সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব বহন করছে । বর্তমানে যে ১৪টি উপজেলায় গণশিক্ষার কাজ চলছে সেগুলি হল ঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১।	পলাশ	নরসিংদী
২।	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
৩।	মুন্সিগঞ্জসদর	মুন্সিগঞ্জ
৪।	কিশোরগঞ্জসদর	কিশোরগঞ্জ
৫।	আড়াইহাজার	নারায়নগঞ্জ
৬।	দাগনভূইয়া	ফেণী
৭।	সুধারাম	নোয়াখালী
৮।	তানোর	রাজশাহী
৯।	ঈশ্বরদী	পাবনা

১০।	মেলান্দহ	জামালপুর
১১।	নান্দাইল	ময়মনসিংহ
১২।	সাদুল্লাপুর	গাইবান্ধা
১৩।	সারসা	যশোর
১৪।	ফুলতলা	খুলনা

বর্তমানে গণশিক্ষা কার্যক্রমে ফলপ্রসু অবদানের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) গণশিক্ষা কাজের দায়িত্ব গ্রহন করেছে। সরকারী উদ্যোগে এখন বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সমন্বিত করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষুদ্র সংস্থার গণশিক্ষার কাজ " মেটগ্রো কর্মসূচী " নামে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। সরকারী অনুদান নিয়ে গণশিক্ষার কাজে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থাগুলি হল :

১।	স্বনির্ভর বাংলাদেশ	১০৯, ছিদ্দিক বাজার, ঢাকা
২।	বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি	২৮ এইচ সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৩।	জাগরণী চক্র	রেইল রোড, যশোর
৪।	ঢাকা আহসানিয়া মিশন	সড়ক নং-৩৩, বাড়ী নং-১১, ধানমন্ডি, ঢাকা
৫।	সোসিও ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সিডো)	৩/এফ, শ্যামলী ষ্ট্রীট-১, ঢাকা
৬।	মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ	৬/২৩-ই লালমাটিয়া, ঢাকা
৭।	গণ উন্নয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	সাদুল্লাপুর সড়ক, গাইবান্ধা
৮।	লিভ এন্ড লার্ন	মৌসুমী ভিলা, তানোর, রাজশাহী
৯।	বাংলাদেশ বেকারপুনর্বাসন সংস্থা (ব্যুরো).	৩/১০ ডি, আই, টি, এক্সটেনশন রোড, ঢাকা
১০।	শ্রমজীবী সমাজ কল্যাণ সংসদ	১৭, উত্তর শাহাজাহানপুর, ঢাকা
১১।	ছিন্নমুল মহিলা সমিতি	বিষ্ণুপুর, গাইবান্ধা
১২।	কোনার পাড়া উন্নয়ন সমিতি	পোঃ ভবানীগঞ্জ, গাইবান্ধা
১৩।	কোরানিক স্কুল সোসাইটি	১৮০, গ্রীন রোড, ঢাকা
১৪।	ব্র্যাক	৬৬, মহাখালী আ/এ, ঢাকা
১৫।	পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র	আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা.

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা দানের যে উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে তা প্রথম বারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনার যোগ্য। এতে গণ-শিক্ষার জন্য একটা সরকারী অবকাঠামো গড়ে উঠছে। আবার বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগকেও সম্মিলিত করে দেশের এই অমানিশা অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা চলছে। এ দিক থেকে বর্তমান প্রকল্পটি ব্যতিক্রমধর্মী, সুপরিকল্পিত, বাস্তবানুগ ও সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হতে

নিরক্ষর জনগনকে কর্মমুখী সাক্ষরতা দান এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সাক্ষরতার সংজ্ঞা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারীতে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ছিল "স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন ভাষায় বাক্য পঠনের ক্ষমতা"। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ছিল" যে বুঝে পড়তে পারে সেই সাক্ষর"। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারীতে যে সংজ্ঞা গৃহীত হয়েছিল তাতে বাংলা, ইংরেজী, আরবী বা উর্দু এ চার ভাষার যে কোনোটিতে লেখা সহজ চিঠি পঠন ও লিখনে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর বলা হয়েছে। ইউনিসেফের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত সহজ বিবরণ পড়ে বুঝতে পারে ও লিখতে পারে সেই সাক্ষর(A person is literate who can with understanding both read and write a short simple statement on his everyday life)

74182

সাম্প্রতিক কালে সাক্ষরতার ধ্যান ধারনা আরো পরিবর্তিত হয়েছে। বাস্তব জীবনের উপযোগী কর্মমুখী সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইউনেস্কো Functional literacy সম্পর্কে সংজ্ঞা দিয়েছে Functional literacy work should be taken to mean any literacy operation conceived as a component of economics and social development projects সাক্ষরতার এই যুগোপযোগী সংজ্ঞার যথার্থ বাস্তবায়ন জাতীয় জীবনে যথেষ্ট অর্থবহ হয়ে উঠবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। নিরক্ষরদের জন্য উৎপাদনশীল জীবন গঠনের মাধ্যম হবে সাক্ষরতা। আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও কৃষির আধুনিকায়নের প্রেক্ষিতে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর অনুভূত হয়েছে। বর্তমান গণশিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা কর্মসূচী ও ধারাবাহিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইউনেস্কো APPEAL (ASIA PACIFIC PROGRAMME OF EDUCATION FOR ALL) নামে যে কর্মসূচী গ্রহন করেছে তাতে গণশিক্ষা কর্মসূচীর বিশেষ

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre

গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ।

সাক্ষরতার এই বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতেই বর্তমান প্রকল্পের যাত্রা শুরু । এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ঃ

ক. দেশের সাক্ষরতার হার বর্তমান শতকরা ৩০ ভাগ (১১ – ৪৫ বছর বয়সীদের) থেকে বৃদ্ধি করে ২০০০ সাল নাগাদ ক্রমান্বয়ে শতকরা ৬০ ভাগে উন্নীত করা ।

খ. বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিকল্পনায় গণশিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য একটি সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা ।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পাইলট আকারে বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে যে ১৪টি উপজেলায় কাজ চলছে তার প্রতিটি উপজেলায় ৬০টি কেন্দ্রে প্রতিটিতে ৪০ জন করে ২৪০০ জন শিক্ষার্থী সাক্ষরতা পাঠ নিচ্ছে । উপজেলা পরিষদের দায়িত্বে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্পটি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ।

তবে কেবল সরকারী উদ্যোগে এই বিরাট সমস্যার মোকাবিলা করা সহজ নয় বলে সরকারী ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে । ১৫টি বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) ইতিমধ্যে সরকারের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে গণশিক্ষার কাজ শুরু করেছে । এই বেসরকারী সংস্থা সমূহের শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ৬৬ হাজারের বেশি । সেই সাথে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি মেটশ্রো কর্মসূচীর MASS EDUCATION THROUGH SMALL LOCAL ORGANISATION. অধীনে গণশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহন করেছে । বর্তমানে ৪৮টি ক্ষুদ্র সংস্থা দেশের ৪৩টি উপজেলায় ৫০ হাজার সাক্ষরতার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করেছে । ইতিমধ্যে আরো অনেকগুলি বেসরকারী সংস্থা গণশিক্ষার কাজ শুরু করার জন্য গণশিক্ষা প্রকল্পে অনুদান লাভের [illegible] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন পেশ করেছে ।

বর্তমান গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি

মাধ্যম	গণশিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	মোট শিক্ষকের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা
সরকারী কার্যক্রম	৮৪০	৮৪০	৩৩,৬০০
বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও)	১৭৫৭	১৭৫৭	৬৬,২২৫
মেটশ্রো কর্মসূচী	২০০০	২০০০	৫০,০০০
সর্বমোট	৪৫৯৭	৪৫৯৭	১,৪৯,৮২৫

বর্তমান গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে এর একটি স্বতন্ত্র চারিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন উপজেলা পর্যায়ে সাধিত হওয়ায় বর্তমান সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের সুফল এর মাধ্যমে লাভ করা যাবে। এতে উপজেলা কর্মকান্ডের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে জনগনের সাক্ষরতা, তেমনি উপজেলার কর্মকান্ড থেকে সাক্ষরতা প্রচেষ্টাও সাহায্য পাবে।

বেসরকারী সংস্থাগুলি বিচ্ছিন্ন ও স্বকীয় সামর্থ্যে গণশিক্ষার যে সব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করছিল এবার তা সমন্বিত হবে এবং সরকারের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় তারা ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে পারবে। সরকারী-বেসরকারী ব্যবস্থা এখন গণশিক্ষা কর্মসূচীকে একটি নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান অবস্থা :

গণশিক্ষার কাজে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই মহতী উদ্যোগকে সাম্প্রতিক কালে আরো সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ১৪টি উপজেলার সীমানা ছাড়িয়ে আরো ১৩টি উপজেলায় সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে দেশের সাবেক ২১টি জেলায় সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। সেই সাথে যে ১৫টি বেসরকারী সংস্থা তাদের গণশিক্ষা কর্মসূচী সম্প্রসারণ করার জন্য ইউনিসেফ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান গ্রহন করে কাজ শুরু করেছিল তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে তাদের আরো সমর্থন দানের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আরো অনেক বেসরকারী সংস্থা গণশিক্ষার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরকারের অনুদান লাভের প্রত্যাশায় এগিয়ে আসছে। তাদের কর্মসূচী বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। অচিরেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে। বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘের তত্বাবধানে মেটপ্রো কর্মসূচীর (মাস এডুকেশন থ্রু স্মল লোকাল অর্গানাইজেশন) মাধ্যমে সাক্ষরতা কর্মসূচী রুপায়নের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাও যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলে বিবেচনার যোগ্য।

১৪টি উপজেলায় যে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তার কোনো কোনোটিতে প্রথম বছরের কোর্স শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বছরের কোর্স শুরু হয়েছে। এই পর্যায়ে আমরা অচিরেই এই অগ্রগতির মূল্যায়ণ করতে যাব-যাতে গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপযোগিতা পরিমাপ করা সম্ভব হতে পারে।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষ থেকে একটি প্রাইমার তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একটি যুগোপযোগী প্রাইমারের আবশ্যকতা এই মুহূর্তে বেশি এ কারণে যে এখন সাক্ষরতার সংজ্ঞার

পরিবর্তন ঘটছে এবং ব্যবহারিক সাক্ষরতার নিরীখে প্রাইমার তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা যে সব প্রাইমার ব্যবহার করছে তারও একটা ঐক্য থাকা দরকার। সম্প্রতি ৫ই মার্চ'৮৯ তারিখে "গণশিক্ষা কার্যক্রম কারিকুলাম কর্মশিবিরে" আপনারা একত্রিত হয়েছিলেন। তা থেকে আমরা কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছি।

সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রমের সার্থক বাস্তবায়ন নির্ভর করে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান, মনিটরিং ও মূল্যায়ণের উপর। আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যাপক ভাবে পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত। গণশিক্ষা কেন্দ্র সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার আলোকে আমাদের বাস্তবায়ন কৌশল সমন্বয় করতে হচ্ছে।

উপজেলা পরিষদ সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের প্রেক্ষিতে উপজেলায় যে উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়েছে তাতে গণশিক্ষার উপযোগিতা সর্বাধিক। অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিভাগের সহায়তা পেলে ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রসারে সাফল্য আসবে।

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিত করা আবশ্যক এবং এর জন্য কার্যকর পন্থা বের করতে হবে।

পরিসর ঃ

দেশের নিরক্ষরতার সমস্যাটির ব্যাপকতা ও জটিলতার কারনে তাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষিতে নিরক্ষরতা সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সরকারের সর্বদিক দিয়ে উদ্যোগ গ্রহন করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান পাইলট আকারে বাস্তবায়নরত গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সারা দেশ জুড়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্প্রসারণ করা যায়। দেশের সর্বত্র যাতে একই ব্যবস্থাপনায় গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ঘটতে পারে সেজন্য আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গণশিক্ষা কার্যক্রমের এমন একটা অবকাঠামো গঠন করতে হবে যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্বভার বহনের ক্ষমতা অর্জিত হয়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের পাশাপাশি গণশিক্ষা প্রকল্পকে শক্তিশালী করা না হলে দেশে শিক্ষিতের ঈপ্সিত হার অর্জন করা যাবেনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি করছে তাতে গণশিক্ষার সমস্যাও জটিল হয়ে থাকবে। জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করলে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

দেশে যে সব বেসরকারী সংস্থা গণশিক্ষা কাজে সরকারী অনুদানের সহযোগিতা পাচ্ছে সে সব সংস্থা ছাড়া আরো অনেক সংস্থা গণশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহন করেছে । যাদের এই ধরনের কর্মসূচী নেই অথচ সমাজসেবামূলক কর্মসূচী রয়েছে তাদের পক্ষে গণশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহন করা বাঞ্ছনীয় । সরকার সকল গণশিক্ষা কর্মসূচীতে সমর্থন দিতে পারে । এদের সমন্বয়ের প্রশ্নের সাথে গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাংগঠনিক অবকাঠামো সুগঠিত করার ব্যাপারটি জড়িত ।

এ সব বেসরকারী সংস্থার সাথে সাথে যুব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সাথে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সমন্বিত করতে হবে । যুব সংগঠন, স্কাউটিং, গাইডিং, যুব রেডক্রস ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মসূচী হিসাবে গণশিক্ষাকে অনুর্ভুক্ত করতে হবে ।

একটি আদর্শ কারিকুলাম গণশিক্ষার পরিসর বৃদ্ধিতে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস । একটি যুগোপযোগী কারিকুলাম অবলম্বনে ব্যবহারিক সাক্ষরতা দানের উপযোগী প্রাইমার উদ্ভাবনে আমাদের তৎপর হতে হবে । সেই সাথে ফলো-আপ বই প্রকাশ করা দরকার । গণশিক্ষা কেন্দ্রভিত্তিক ছোট গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে ।

গণশিক্ষা পরিসর বৃদ্ধি তথা শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত শিক্ষার্থীদের কাজে লাগাতে হবে । পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটের সাথে গণশিক্ষা সম্পৃক্ত করা বাঞ্ছনীয় । ছাত্রছাত্রীদের কর্ম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে গণশিক্ষাকে অন্যতম বিষয় হিসাবে সংযোজন করা আবশ্যক ।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় গণশিক্ষা গবেষণা সেল গঠন করা দরকার । সেই সাথে প্রতিবেশী দেশসমূহে গণশিক্ষার ব্যাপারে যে সাফল্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে তা থেকেও আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক ।

জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে দেশের সরকারী ও বেসরকারী সাক্ষরতা কার্যক্রম সমন্বিত ও শক্তিশালী করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে । এই প্রেক্ষিতে আমাদের সুপারিশ ঃ

১. সরকারী কার্যক্রমকে সারাদেশ ব্যাপী সম্প্রসারণ করা দরকার ।

২. বেসরকারী সংস্থাকে গণশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক ।

৩. যুব সংগঠনকে গণশিক্ষা কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে ।

৪. ছাত্রছাত্রীদের কর্ম অভিজ্ঞতা হিসাবে গণশিক্ষা সম্পৃক্ত করতে হবে ।

৫. যুগোপযোগী প্রাইমার তৈরি করতে হবে ।

৬. সহজলভ্য উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৭. গণশিক্ষার সাফল্য কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

গণশিক্ষা কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়ন নির্ভর করছে সকল বেসরকারী সংস্থার উদার সহযোগিতার উপর । তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কার্যকর পদ্ধতি, নিরলস উদ্যোগ থেকে অর্জন করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে । জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উদারভাবে সবাই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন । এই আমাদের প্রত্যাশা ।

/ রাজ্জাক /

গণশিক্ষা শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের রূপরেখা

মোঃ আলী আজম

ক) ভূমিকা ঃ

সরকার কর্তৃক গৃহীত সাক্ষরতা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশ থেকে ধীরে ধীরে নিরক্ষরতার হার কমিয়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক ধারায় ব্যাপক ভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রমের আয়োজন করা প্রয়োজন। তবে এরূপ কার্যক্রমের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র সাক্ষরতার জন্য সাক্ষরতা দেওয়া হলে তা আমাদের বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। এজন্য সাক্ষরতা কার্যক্রমের পাঠ্যসূচীকে অবশ্যই জনগনের জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। সাধারন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষতঃ তাদের পেশাগত উন্নয়নে এই সাক্ষরতা যাতে সহায়ক হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

খ) সাক্ষরতা কার্যক্রমের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। সাক্ষরতা গ্রহনে আগত শিক্ষার্থীদের বয়স(১১ - ৪৫), মানসিক পরিপক্কতা ও গ্রহন ক্ষমতার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা।

২। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে যেন তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োগযোগ্য হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা।

৩। বিভিন্ন জীবন ধারা ও পেশা থেকে আগত শিক্ষার্থীর সাধারন (Common)- চাহিদার আলোকে বিষয়বস্তু চয়ন করা।

৪। সাক্ষরতা কেন্দ্রের সম্ভাব্য বাস্তব সুবিধাদি, শিক্ষকবৃন্দের প্রস্তুতি, ক্লাশ অনুষ্ঠানের সময় ও মেয়াদকাল ইত্যাদি বিবেচনা করা।

৫। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

গ) সাক্ষরতা কার্যক্রমের সাধারন উদ্দেশ্য ঃ

১। ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে নিজের অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট করে তোলা।

২। পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা।

৩। যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

৪। অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষম করে তোলা।

৫। দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে অংশগ্রহন করা, সহজ ভাষায় মুদ্রিত লেখা, বিজ্ঞপ্তি নির্দেশনা ইত্যাদি পড়তে ও বুঝতে পারা এবং চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে ও ফরম পুরণ করতে সমর্থ করে তোলা।

৬। দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক লেনদেন, হিসাব নিকাশ করতে সক্ষম করে তোলা।

৭। স্ব স্ব জীবিকা ও পেশা সম্পর্কিত পুস্তিকা পাঠ করে পেশাগত কর্মকুশলতা / দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৮। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে অভ্যস্ত করা ও অপরকে এগুলো অনুসরণ করাতে তৎপর করা।

৯। জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে তৎপর করে তোলা।

১০। জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয়/ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহনে আগ্রহী করে তোলা।

১১। শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের শিক্ষা গ্রহনে তৎপর ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা।

১২। পরিবারের শিশুদের পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক শিখনে সহায়তা দিতে সমর্থ করে তোলা।

ঘ) সাক্ষরতা কোর্সের মেয়াদকাল :

প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই কোর্সের মেয়াদকাল হবে এক বৎসর এবং তা দুটি পর্বে বিভক্ত থাকবে। উভয় পর্বে সপ্তাহে ৬ দিন ও প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে ক্লাশ অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ) সাক্ষরতা শিক্ষাক্রমের কাঠামো :

সাক্ষরতা শিক্ষাক্রমের উল্লেখিত বিবেচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলোর চাহিদা পুরণের জন্য এই শিক্ষাক্রমের কাঠামোর মধ্যে নিম্নোক্ত প্রধান দু'টি বিষয় অনুর্ভুক্ত করা যায় :

১. মাতৃভাষা - বাংলা

২. গণিত

বিষয় : বাংলা

আচরণিক উদ্দেশ্য : ন্যূনতম অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ :

১। সহজ সরল ভাষায় পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অপরের বক্তব্য শুনে বুঝতে পারবে ।

২। সংকোচ ও জড়তা কাটিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারবে এবং অন্যের কথা শুনে বুঝতে পারবে ।

৩। পাঠের প্রতিপাদ্য বিষয় (Contents) মোটামুটি শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তে এবং পড়ে বুঝতে পারবে ।

৪। নির্দিষ্ট পাঠের অংশ এবং পাঠ নিরপেক্ষ সাধারন বিষয়ে সরল বাক্য লিখতে পারবে ।

৫। সাধারন ভাবে পাঠে আনন্দ লাভ করবে এবং সযত্ন অনুশীলনে আগ্রহান্বিত হবে ।

<u>বিষয় বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রসমূহ ঃ</u>

১। পরিচিত গাছপালা ও ফলমুল

২। পরিচিত জীবজন্তু

৩। পারিবারিক জীবন, পেশা ও কর্মক্ষেত্র

৪। খাদ্যাভাস, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

৫। চাষাবাদ ঃ হাঁস-মুরগী ও পশুপালন এবং মাছের চাষ

৬। সাধারন রোগ বালাই এবং তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার

৭। শিশু পালন ও মাতৃমঙ্গল

৮। পরিবার-পরিকল্পনা

৯। হাতের কাজ ও কুটির শিল্প

১০। সঞ্চয় ও সমবায়

১১। ব্যবসা- বানিজ্য

১২। ধর্ম ও নীতিবোধ

১৩। দেশের কথা ঃ উন্নয়নমুলক কাজ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

১৪। দেশের ভৌগলিক পরিচয়

১৫। উপজেলা ও স্থানীয় সরকার

১৬। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লেখাপড়ার গুরুত্ব

১৭। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রতমুলক কাহিনী, গল্প, ছড়া, কবিতা ।

শিক্ষার্থীদের বয়স (১১ -৪৫), মানসিক পরিপক্কতা, গ্রহন ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশ, সাক্ষরতা কোর্সের মেয়াদকাল (১ বৎসর) প্রতিদিন ক্লাশ অনুষ্ঠানের সময়কাল (দুই ঘন্টা), বার্ষিক সম্ভাব্য সর্বমোট শিক্ষা দিবস (ছুটি, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা, সাংসারিক

কাজে ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ইত্যাদির কারনে শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিতি বাদ দিয়ে ১. প্রভৃতি বিবেচনা করে ন্যূনতম পাঠ্যসূচী রচনা প্রয়োজন ।

একটি পাঠকে শেষ করে নতুন পাঠ গ্রহন যেমন আনন্দদায়ক, একটি পাঠ্যপুস্তক সমাপ্তির পর নতুন পাঠ্যপুস্তকও শিক্ষার্থীর মনে পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করে । সুতরাং বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক দু'খন্ডে বিভক্ত করা যায় । প্রথম খন্ড হবে বর্ণ পরিচয়, সহজ শব্দ ও সরল বাক্য পঠন ও লিখন দক্ষতা অর্জন উদ্দেশ্য ভিত্তিক এবং দ্বিতীয় খন্ড হবে সহজ সরল বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচিত বিষয়ের উপর তথ্য উপস্থাপনা ভিত্তিক । প্রথম খন্ডের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বয়স ও মানসিক পরিপক্কতা অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । ১ম ভাগ হবে ১১ থেকে ২০ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এবং ২য় ভাগ হবে ২১ থেকে ৪৫ বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে । প্রথম ভাগের শিক্ষার্থীগণ বয়সে তরুণ, সুতরাং তাদের জন্য রচিত দ্বিতীয় খন্ডের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু চয়নে সংক্ষিপ্ত গল্প, ছড়া, কবিতা যথেষ্ট প্রাধান্য পাবে । দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু চয়নের সময় এসব চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ।

<u>পাঠ্যপুস্তক রচনার রূপরেখা ঃ প্রথম খন্ড ঃ</u>

১। শব্দ ও বাক্যের সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন । এক্ষেত্রে প্রথমে শব্দ এবং পরে সেসব শব্দ ব্যবহার করে বাক্য গঠন । শিক্ষার্থী যাতে নিজে নিজে পড়তে পারেন সেজন্য যথাযথ ছবির ব্যবহার থাকবে ।

২। প্রথম পাঠে স্বরচিহ্নবিহীন তিন-চারটি শব্দ উপস্থাপন ।

৩। উল্লেখিত শব্দাবলী বিশ্লেষণ করে বর্ণগুলো পৃথকভাবে দেখানো । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শব্দের পাশেই বিশ্লিষ্ট বর্ণগুলো সাজানো ।

৪। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠে শব্দ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ঐসব শব্দে স্বরচিহ্ন থাকবে । শব্দের বর্ণগুলো আগের মতই বিশ্লিষ্ট হবে ।

৫। চতুর্থ পাঠ থেকে শব্দ এবং অধীত শব্দাবলী ভিত্তিক ছোট ছোট বাক্য থাকবে ।

৬। বর্ণসমূহের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনের পর সঠিক অনুক্রম রক্ষা করে বর্ণমালা উপস্থাপিত হবে ।

৭। প্রতিটি পাঠের শেষে যথাসম্ভব পাঠ-নির্ভর অনুশীলনমূলক কাজের ব্যবস্থা থাকবে ।

৮। অনুশীলনীতে বর্ণ ও শব্দ সনাক্তকরণের কাজ থাকবে এবং বাক্য গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ থাকবে ।

দ্বিতীয় খন্ড ঃ

১। এতে ছোট ছোট বাক্য সম্বলিত অনুচ্ছেদ / বড় গল্প / সহজ কথোপকথন / চিঠি / কবিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।

২। একান্ত অপরিহার্য যুক্ত বর্ণ ঘটিত শব্দাবলী অন্তর্ভুক্ত হবে । তবে এ ধরণের শব্দের সংখ্যা দশটির বেশি হওয়া সমীচিন হবেনা ।

৩। যুক্ত অক্ষর ভেঙ্গে দেখাতে হবে যাতে শিক্ষার্থী সহজে বর্ণ সমষ্টি নিয়ে বুঝতে পারে ।

৪। প্রতিটি পাঠের শেষে অনুশীলনী থাকবে ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ শিক্ষিতের কাজ ঃ

পাঠ্য পুস্তক এমন ভাবে রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ নিজে নিজে পড়তে অগ্রহান্বিত হন । শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পড়ার পদ্ধতি শিখাবে যাতে শিক্ষার্থী নিজে নিজে সহজে পড়তে পারে ।

মূল্যায়ণ ঃ

শোনা, বলা, পড়া ও লেখা প্রতিটি দক্ষতা অর্জনে অগ্রগতি যাচাই করা মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য হবে । মূল্যায়ণ সহজ এবং ধারাবাহিক হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের অসুবিধাসমূহ প্রতিটি পাঠের শেষে চিহ্নিত করা যায় এবং শিক্ষক নিরাময় মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন ।

শিক্ষক নির্দেশনা ঃ

শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করে প্রত্যেক শিক্ষককে সরবরাহ করতে হবে ।

বিষয় ঃ গণিত

আচরণিক উদ্দেশ্য ঃ ন্যূনতম অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ ঃ

১। ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবে ।

২। ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীকগুলো চিনতে পারবে ।

৩। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা পড়তে পারবে ।

৪। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা অংকে লিখতে পারবে ।

৫। ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখতে পারবে ।

৬। দুই অংক বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ করতে পারবে । যোগফল অনুর্ধ ১০০ এবং হাতে রেখে ও না রেখে)

শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ

শিক্ষণের কাজ হবে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছবির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে গড়তে আগ্রহান্বিত করে তোলা। মৌখিক অনুশীলনীর সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার প্রতীক পড়তে ও লিখতে এবং অংক কষতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। মুদ্রা, পরিমাপ ও সময় সম্বন্ধে আলোচনা হবে বাস্তব উদাহরনের মাধ্যমে।

মূল্যায়ণ ঃ

বাংলা বিষয়ের মতই গণিতের ক্ষেত্রে মূল্যায়ণ হবে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে। তবে মূল্যায়ণ রিপোর্ট থাকা বাঞ্চনীয়। মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য হবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে তাকে শিক্ষণে সহায়তাকরণ।

পাঠ্যপুস্তক রচনার সাধারণ নির্দেশনা ঃ

১। পুস্তকে চলিত ভাষারীতি ব্যবহার করতে হবে।

২। দুই পর্বের জন্য বাংলা ও গণিত বিষয়ের মোট চারটি পুস্তক রচনা করতে হবে।

৩। প্রতিটি পাঠের শুরুতে শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী থাকবে।

৪। প্রারম্ভে পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য ও এর ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে।

৫। পুস্তক দু'টির আকার হবে ৭" x ৯$\frac{১}{২}$"।

৬। প্রতিটি পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে অনুর্ধ্ব ৩২।

৭। ছাপার হরফ হবে পাইকা বোল্ড।

৮। প্রচ্ছদ ও অংগ সজ্জা উজ্জ্বল রঙের এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষনীয় হবে।

৯। প্রচ্ছদের কাগজ ও বাঁধাই মজবুত হবে।

সাক্ষরতা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এনজিও-গুলোর) প্রচেষ্টা সমন্বিতকরণ ঃ

সরকার কর্তৃক গৃহীত সাক্ষরতা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহও (এনজিও-গুলো) যাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

১। সাক্ষরতার জন্য এনজিও-গুলো কর্তৃক বর্তমানে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকগুলি গৃহীত শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়ণ করে দেখা এবং প্রয়োজনে পরিমার্জন করা।

২। গৃহীত শিক্ষাক্রমের কাঠামোর আলোকে এন জি ও গুলোর পৃথক ভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনায় স্বাধীনতা রাখা।

৩। এন জি ও গুলো কর্তৃক প্রকাশিত সাক্ষরতা পাঠ্যপুস্তকগুলি ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষাক্রম কমিটির অনুমোদন গ্রহনের ব্যবস্থা করা।

" বাংলাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচীতে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ : আদর্শ উপকরণের রূপরেখা "

আবুল কাসেম সন্দীপ

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান তথা এই হিমালয়ান উপমহাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচীর শতাধিক বৎসরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রদেশসহ তখন ভারতের আরও কয়েকটি প্রদেশে অত্যন্ত ছোট কলেবরে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু হয়েছিল ।

বিশিষ্ট লেখক সুহান সিংহের মতে বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রীদের আগমনে – ১৯৩৫-এর দিকে ভারতে বয়স্ক শিক্ষা শুধুমাত্র নতুন প্রবাহই লাভ করেনি, নতুন পথের সন্ধানও পেয়েছিল । গণশিক্ষা আন্দোলন তখন এতই চরমে উঠেছিল যে, বিহারের শিক্ষা মন্ত্রী সাঈদ মোহাম্মদ নিরক্ষরদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাতে একখানা চক এবং এক-খানা ব্লাকবোর্ড নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন । আর নিরক্ষরদের ধরে ধরে অক্ষর ও নাম লেখার নির্দেশ দিতেন । মন্ত্রী নিজেই বয়স্কদের হাত ধরে ব্লাক বোর্ডে নাম লেখা শেখার অনুশীলন করাতেন ।

অন্ধ্র প্রদেশের রাজা ও তাঁর পুত্র শিক্ষার আলো প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়া-তেন । রাজা একবার রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্কুল কয়েক মাসের জন্য বন্ধ করে দিয়ে-ছিলেন । এভাবে তাঁরা প্রায় তিন মাসের মধ্যে তখন বারো হাজার লোককে সাক্ষর করে-ছিলেন । তখন শিক্ষা উপকরণের ছিল দুর্ভিক্ষ । অর্থাৎ বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য কোনো বই পত্র ছিল না + ছিল না কোনো আকর্ষণীয় উপকরণ । এ সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের চাহিদা অনুভূত হয়েছিল দারুণভাবে । তখনকার সেই অভাবের দিনে মাদ্রা-জের প্রধান মন্ত্রী রাজগোপাল আচার্য্য নিজেই তামিলদের বয়স্ক শিক্ষা দানের বই লিখেছিলেন ।

বাংলাদেশ তথা তখনকার বেঙ্গল প্রভিন্স-এ অবিভক্ত বাংলাদেশের পল্লী পুনর্গঠন দপ্তরের পরিচালক হাফিজ মোহাম্মদ ইসহাক গণসাক্ষরতা প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন । তখন ২য় মহাযুদ্ধ চলছিল । তিনি ওয়ারফ্রন্টেরও ছিলেন সংগঠক । তারই প্রচেষ্টায় তখন বয়স্কদের উপযোগী প্রাথমিক পাঠের বই লেখা হয়েছিল । " পড়ার বই " শীর্ষক এক-খানা প্রাথমিক পাঠ লিখেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতি লতিকা মুখোপাধ্যায় এবং তার স্বামী অধ্যাপক বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । আমার জানামতে বয়স্কদের উপযোগী বই হিসাবে লিখিত এটিই প্রথম বই । বিশিষ্ট আমেরিকান ধর্মযাজক ডঃ লাওব্যাক-এর পদ্ধতি

মোতাবেক এই বইখানা লেখা হয়েছিল ।

তারপর বহু যুগ কেটে গেছে । ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে বহু পদ্ধতি— লিখিত হয়েছে অনেক প্রাথমিক পাঠ । তখন বই পত্রই ছিল প্রধান শিক্ষা উপকরণ । আর আজকের দিনে নিরক্ষরের সংখ্যা যেমন শত সহস্র গুণে বর্ধিত তেমনি উপকরণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট । এখন বহু পদ্ধতিতে বই লেখা ও ব্যবহৃত হয় । কত পদ্ধতিতেই না কত শিক্ষা উপকরণ প্রকাশিত ও উৎপাদিত হয়েছে ?

এখানে উল্লেখ্য যে, সাবেক বেঙ্গল প্রভিন্স-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে বয়স্ক স্কুল চালু হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে । মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এবং সরকারের গ্রাম পুনর্গঠন দপ্তরের সাহায্যে স্কুলগুলো পরিচালিত হতো । ১৯৩৯ সালে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১০,০০০ । এ সব কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ । ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এ-সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২,৪০৭ এবং ৫,৩০,১৭৮-এ । এপর এক হিসাবে ১৯৩৭-৪২ পর্যন্ত সময়ে বাংলা প্রদেশে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৩২,৫৪৭টি, পড়ুয়ার সংখ্যা ৬,০০,১৭৮ জন এবং সাক্ষরের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৪০ হাজার ।

১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনষ্টিটিউট গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটির পূর্বে কলেজ শিক্ষার্থীদের বয়স্ক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল । যাতে তারা গ্রামে গিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পড়াতে পারে । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার বয়স্ক শিক্ষার স্থানীয় অফিসার ও কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ৫০টি মহকুমা শিবির পরিচালনা করেছিলেন । তখনকার সরকার বয়স্ক শিক্ষার সপ্তাহ পালন এবং টিপসই বিরোধী অভিযান সংগঠনে সহযোগিতা দিয়েছিলেন । তখন চৌকিদারদের সাক্ষর করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল । এবং এই প্রদেশে ৭১২টি গণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল । তার মধ্যে ২১৭টি ছিল কলকাতায় এবং ৭৫টি ছিল হুগলীতে । তখনকার বেঙ্গল লাইব্রেরী সমিতি, লাইব্রেরী প্রশিক্ষণের জন্য সামার (গ্রীষ্ম কালীন) স্কুল প্রচলন করেছিল । ১৯৪৩ সালে বেঙ্গল প্রদেশে ২২,০০০টি বয়স্ক শিক্ষা স্কুলের সংখ্যা কমে ১১,২৩৩-এ নেমে আসে । এই সব কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজনেই মূলতঃ গণশিক্ষার জন্য চাহিদা-ভিত্তিক উপকরণের আবশ্যক হয়ে পড়েছিল ।

আমাদের এতদাঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে ১৯৩৭ সালের বহু পূর্ব থেকেই (নাইট স্কুল ধরণের) বয়স্ক শিক্ষা বা নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী প্রবর্তিত হয়েছিল । ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব থেকে আসাম ও সিলেট অঞ্চলে গণ সাক্ষরতা কর্মসূচী সক্রিয় ছিল । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পল্লী পুনর্গঠন দপ্তরের পরিচালক ও জাতীয় যুক্তফ্রন্টের

প্রাদেশিক (বেঙ্গল) সংগঠক বিশিষ্ট আই সি এস হাফিজ সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক এর তত্ত্বাবধানে এবং তৎকালীন " কলকাতা কেন্দ্রিয় বেঙ্গল এডাল্ট এডুকেশন এসোসিয়েশন " কর্তৃক প্রকাশিত বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত ৫ খানা শিক্ষা উপকরণ ও পুস্তক পুস্তিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, যুদ্ধকালীন সময়েও এ কর্মসূচী তৎকালীন বাংলা প্রদেশে সক্রিয় ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব থেকেই আসামে গণ সাক্ষরতা কর্মসূচী চালু ছিল। তারও আগে ২য় মহাযুদ্ধ চলাকালে কলকাতা থেকে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে বেশ কিছু পাঠ্যবই ও সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বয়স্ক শিক্ষা সমবায় সমিতি ডঃ এইচ জি বিশ্বাসের পরিচালনায় এ সম্পর্কে প্রায় ৫০ খানা বই প্রকাশ করেন।

১৯৬৪-৬৫ অর্থ বছর থেকে কুমিল্লায় সরকারী জনশিক্ষা বিভাগের অধীনে একটি বয়স্ক শিক্ষা শাখা চালু করার পর সেখান থেকেও প্রায় ৬০ খানা পাঠ্যবই, অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ এবং প্রাসংগিক অনুসরণী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই বয়স্ক শিক্ষা শাখা বেশ কতকগুলো বইয়ের সংশোধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। একই সময়ে বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন বেশ কয়েক খানা পাঠ্য বই প্রকাশ করে। এছাড়া বাংলাদেশ বয়স্ক শিক্ষা সংসদ ও (অধুনালুপ্ত) প্রচারপত্র, পুস্তিকা, পোস্টার ইত্যাদি উপকরণ প্রকাশ করেছিল। নিম্নে বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারী ও অসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও অন্যান্য ধরণের উপকরণের একটি তালিকা দেয়া হল:

<u>বয়স্ক শিক্ষা শাখা জনশিক্ষা দপ্তর:</u>

প্রাথমিক পাঠ:

১। বড়দের অক্ষর শিক্ষা (১ম ভাগ)

২। বড়দের অক্ষর শিক্ষা (২য় ভাগ)

৩। বড়দের ফলা ও যুক্ত অক্ষর পরিচয়

৪। বড়দের হিসাব (১)

৫। বড়দের পাঠ লিপি

অনুসরণী পুস্তক :

১। সৈয়দ আহমদ
২। কাজী নজরুল ইসলাম
৩। আয় বাড়ানোর সহজ পথ (১ - ৪)
৪। ইসলামী গজল
৫। হযরতের একশ হাদিশ
৬। বয়স্ক শিক্ষার পুথি
৭। বীর মুজাহিদ
৮। পিয়ারে নবী
৯। রোকেয়া
১০। গানের আসর
১১। পলাশপুরের মেয়ে
১২। শিশুর যত্ন
১৩। আগুনের গল্প ও ফেরিওয়ালার গল্প
১৪। রিকসা থেকে ট্রাক
১৫। তিনটি গল্প
১৬। শরীরের যত্ন
১৭। মলুয়া
১৮। দেওয়ানা মদিনা
১৯। কোরআনের শতবাণী
২০। নওয়াব ফয়জুন্নেছা
২১। দীনিয়াত শিক্ষা
২২। রান্নাঘর
২৩। চিঠিপত্র লেখা
২৪। মায়ের যত্ন
২৫। নতুন বৌ (নাটিকা)
২৬। দিলজানের কিস্সা
২৭। আমার দেশ (১ - ২)

২৮। মণা ও মাছি

২৯। রামায়নের কথা ও মহাভারতের কথা

৩০। রূপবান

৩১। পরিবর্তনের ডাক এসেছে

৩২। আমরাও মানুষ হবো (নাটিকা)

৩৩। মহুয়া

৩৪। বয়স্ক শিক্ষা পরিচিতি

৩৫। বড়দের লেখা শিক্ষার নিয়ম

৩৬। বড়দের অংক শিক্ষক

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ

১। লেখাপড়া

২। বড়দের পড়ার বই

৩। কাজের কথা

বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ঃ

১। গণশিক্ষার বই ও পাঠ্যসূচী (সিলেবাস)

২। বড়দের পড়ার বই (১ম)

৩। বড়দের পড়ার বই (২য়)

৪। বড়দের হিসাব

বাংলাদেশ পল্লী প্রগতি পরিষদ ঃ

১। ব্যবহারিক শিক্ষার পাঠলিপি ও অনুসরণী (১ -২)

২। শিক্ষা সেবক সহায়িকা

বাংলাদেশ বয়স্ক শিক্ষা সংসদ, চট্টগ্রাম ঃ

১। বয়স্ক শিক্ষার কবিতা

২। সাক্ষরতা অভিযান

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি ঃ

১। সাক্ষরতা

বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি ঃ

১। লেখাপড়া

মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ ঃ

১। বর্ণ পরিচয়
২। বাংলায় বিসমিল্লাহ
৩। গণিতের প্রথম পাঠ
৪। বাংলায় অনুশীলণী
৫। ইসলামী অংক শিক্ষা
৬। গণিতে বিসমিল্লাহ

চট্টগ্রাম টি সি সি এ ফেডারেশন ঃ

১। ইরিধান

পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র ঃ

১। আমাদের পড়ালেখা
২। সংসারের কথা
৩। পড়ি
৪। বাড়তি আয়ের জন্য বাঁশের কাজ
৫। ছন্দে ছন্দে হরফ লিখি
৬। এসো দেশ গড়ি
৭। শুনতে শুনতে গুনতে শেখা
৮। তাক্ ধিনা ধিন
৯। ছোটদের গণনা শেখা
১০। এসো হিসাব শিখি
১১। পুথি
১২। জাগরণের কথা
১৩। নয় আনা থেকে নয় লাখ টাকা
১৪। তালা থেকে বৈদ্যুতিক মেশিন

১৫। কর্মময় তারুণ্য

১৬। পল্লী বাংলার কারিগরী পদ্ধতি

১৭। সালেহার কথা

১৮। বাংলাদেশে পল্লী ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা

গণশিক্ষা প্রকল্প ঃ, ডানিডা ঃ

(এই সংস্থার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শিক্ষা উপকরণ রয়েছে) ।

এফ, আই, ভি, ডি, বি ঃ

১। আমাদের পড়ালেখা

(এই সংস্থার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শিক্ষা উপকরণ আছে) ।

ঢাকা আহসানিয়া মিশন ঃ

১। লিখি পড়ি জীবন গড়ি

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ঃ

১। এসো পড়ি জীবন গড়ি

২। দেশে দেশে ইসলাম

৩। আমাদের মহানবী

৪। মসজিদ

৫। আমি মুসলমান

আশা ঃ

১। বর্ণ ও চেতনা

২। বর্ণ ও বোধ

৩। সচেতনতা বৃদ্ধি ও বয়স্ক শিক্ষা নির্দেশিকা

জাতীয় চার্চ পরিষদ্ ঃ

১। পড়ুন ও ভালভাবে বাঁচতে শিখুন (১ম + ২য়)

২। বয়স্কদের হিসাব শিক্ষা (১ম + ২য় ভাগ)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা :

১। সাক্ষরতা ও সাক্ষরতাদান পদ্ধতি

গণশিক্ষা প্রকল্প :

১। লেখাপড়া

২। লেখাপড়া পাঠদান পদ্ধতি

জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমী :

১। মহিলা প্রশিক্ষণ সহায়িকা

ক) পরিবার পরিকল্পনা

খ) সমবায়

গ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

ঘ) স্বনির্ভর

ঙ) মা ও শিশুর যত্ন

চ) গৃহ পরিচালনা

ছ) বয়স্ক শিক্ষা

২। তাঁত শিল্প

৩। এন্ডি রেশম চাষ

৪। দর্জি বিজ্ঞান

৫। সেলাই ও বুনন

৬। বাঁশ ও বেতশিল্প

৭। হোসিয়ারী শিল্প

৮। ব্যাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং

৯। বেকারী ও কনফেকশনারী

১০। খাদ্য প্রস্তুত ও খাদ্য সংরক্ষণ

১১। হালকা বৈদ্যুতিক কাজ

১২। কাঠ শিল্প

১৩। পাটের তৈরি কার্পেট

১৪। ফ্লিপ চার্ট ঃ

ক) পরিবার পরিকল্পনা

খ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

গ) মা ও শিশুর যত্ন

ঘ) সমবায়

ঙ) গৃহ পরিচালনা

চ) স্বনির্ভর

বাংলাদেশ সাক্ষরতা আকাদমী ঃ

১। স্বাগতম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ

২। গণশিক্ষা কর্মসূচীর রূপরেখা

৩। কার্যকর সাক্ষরতা

৪। সাক্ষরতার শ্লোগান

পত্র-পত্রিকা সাময়িকী ঃ

১। গণশিক্ষা

২। গণকেন্দ্র

৩। স্বাবলম্বী

৪। এডাব সংবাদ

৫। এডাব নিউজ

৬। পানি প্রবাহ

৭। যোগাযোগ

৮। ইন্ টাচ

৯। গ্রাম বান্ধব

১০। সমবায়

১১। আজকের সমবায়

১২। গ্রামের খবর

১৩। বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ

১৪। সাক্ষর

১৫। বিনিময়

উপরোল্লিখিত পত্র-পত্রিকাসমূহ গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে।

উপরোল্লেখিত প্রায় দেড় শত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বহু অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ এবং বহু নবীন-প্রবীণ ব্যক্তি ও সংস্থায় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তন্মধ্যে অধিক ব্যয় বহুল উপকরণ যেমন রয়েছে তেমনি মোটামুটি কমদামী উপকরণও রয়েছে। গণশিক্ষা কর্মসূচীতে ব্যবহৃত এ সব উপকরণের ব্যবহার যোগ্যতা ও মূল্যায়ণ সম্পর্কে স্ব স্ব ব্যক্তি বা স্ব স্ব সংস্থারই সামগ্রিক ধারনা থাকা স্বাভাবিক। সংশ্লিষ্ট সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন বা নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই মূলতঃ এসব প্রিন্ট মিডিয়া উপকরণ তৈরি উৎপাদন প্রকাশ, প্রচার ও ব্যবহার করছেন।

তাছাড়া এত বেশি উপকরণ সম্পর্কে প্রতিটি উপকরণ ভিত্তিক স্বতন্ত্র মন্তব্য করা দুঃসাধ্য। এতে কোনো উপকরণ, ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতি সুবিচার নাও হতে পারে। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে এসব উপকরণের জন্য একটি সুসংগঠিত ও সমন্বিত মূল্যায়ণ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে আমাদের একমত হওয়া একান্ত প্রয়োজন যে, প্রায় ৮-কোটি নিরক্ষর অধ্যুষিত একটি স্বাধীন দেশের উৎপাদন কর্মীদেরকে যথাসম্ভব কম সময়ে কম পরিশ্রমে, কম খরচে, কম উপকরণে সাক্ষর করে তোলার জন্য একটি অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং গণশিক্ষার একটি যথাসম্ভব গনগ্রাহ্য শিক্ষা কাঠামোর রূপরেখা প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারনতঃ বহু ধরণের উপকরণ ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে। নব্য সাক্ষরদের শিক্ষার পর্যায় যেমন ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি) নির্ধারণ পূর্বক তাদের ধারণ ক্ষমতা মোতাবেক নানা উপকরণ নানা পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে আসছে।

উপকরণ তৈরীর এসব মিডিয়াগুলো হচ্ছে :

১। প্রিন্ট মিডিয়া বা ছাপা মাধ্যম :

ক) বুক ফরম

খ) নন-বুক ফরম

গ) পত্র-পত্রিকা

ঘ) চার্ট

২। ইলেট্রনিক মিডিয়া

ক) রেডিও /টিভি

খ) সিনেমা / ভিসিয়ার

গ) ক্যাসেট /টেপ

ঘ) ভিডিও-ফিল্ম

৩। খেলাধুলা মাধ্যম ঃ

ক) শিক্ষা লুডু

খ) পুষ্টি বিষয়ক লুডু

গ) মানচিত্রে বিশ্ব ভ্রমণ

ঘ) মাটির তৈরী অক্ষর

৪। উদ্বুদ্ধকরণমূলক মিডিয়া ঃ

ক) ব্যাজ ও ষ্টিকার

খ) ব্যানার / ফেষ্টুন

গ) পোষ্ট কার্ড/ ভিউকার্ড

ঘ) শ্লোগান

৫। সাংস্কৃতিক মিডিয়া ঃ

ক) জারি/ সারি/কবির লড়াই

খ) লোক সংগীত/ পল্লী কবিতা

গ) যাত্রা/নাটক/ অভিনয়

৬। চিরাচরিত শিক্ষা উপকরণ মিডিয়া ঃ

ক) বই-খাতা-কাঠপেন্সিল

খ) শ্লেট-পেন্সিল

গ) ব্লাক বোর্ড/চকবোর্ড/চক

ঘ) কাগজ -কালি ইত্যাদি

উপরোক্ত ধরণের বিচিত্র উপকরণ আমাদের দেশেও ব্যবহৃত হচ্ছে । এক্ষেত্রে একটি পীড়াদায়ক প্রবণতা হচ্ছে" একটিমাত্রা বইতে এবং প্রাথমিক পাঠের বইতে-সর্বাধিক সংখ্যক বিষয় অনুর্ভুক্ত করা ।

আদর্শ উপকরণের রূপরেখা

কোন নির্ধারিত গণশিক্ষা কর্মসূচীর আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপরই নির্ভর করে আদর্শ উপকরণের রূপরেখা। আবার কি ধরণের উপকরণ তৈরী করা হবে তার উপরও মূলত আদর্শ উপকরণের প্রকৃতি নির্ভর করে।

আদর্শ উপকরণ বলতে আমরা পড়ুয়ার সময়, সুযোগ, চাহিদা আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ, প্রতিবেশ, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদির প্রতি বিবেচনাপূর্বক তৈরী, উৎপাদিত রচিত, প্রকাশিত এবং ব্যবহৃত উপকরণকে বুঝতে চায়। এক্ষেত্রে উপকরণটি যদি প্রিন্ট মিডিয়াভুক্ত হয় তবে তার স্বরূপ হবে নিম্নরূপ ঃ

১। পুস্তিকার (প্রথম পাঠ বই) বিষয়বস্তু হবে সহজ, সরল, দরকারী এবং ব্যবহার উপযোগী।

২। পাঠ্য বিষয়বস্তুর সংখ্যা যথাসম্ভব কম হতে হবে।

৩। বিষয়বস্তুর পরিবেশনা হবে সহজ, সরল, হৃদয়গ্রাহী এবং গ্রহনযোগ্য।

৪। পুস্তিকার সাইজ অর্থাৎ আকার আয়তন যথাসম্ভব সর্বসম্মত উপায়ে নির্ধারণ করতে হবে।

৫। পুস্তিকা যথাসম্ভব কম বর্ণ ও সংখ্যা শেখানোর মাধ্যমে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য শেখার সুযোগ থাকতে হবে।

৬। পুস্তিকায় অনুশীলনের (হাতের লেখা) ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। পুস্তিকায় বিভিন্ন ধরণের বড় টাইপ সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করতে হবে।

৮। বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন শব্দ ও বাক্যের সাথে-সঙ্গতিপূর্ণ চিত্র ব্যবহার করতে হবে।

৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২-৪০ এর মধ্যে সীমিত থাকা বাঞ্চনীয়।

১০। প্রাথমিক প্রাইমারে আদর্শ, মতবাদ, ধর্ম, রাজনীতি, কৃষ্টি ইত্যাদির উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রবনতা পরিহার করে কেবলমাত্র সহজ সরল বাক্য রচনা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১১। প্রাথমিক পাঠের বইতে কেবলমাত্র পরিচিত ও জানার বিষয়াদি সংযোজন করতে হবে।

১২। প্রাথমিক পাঠের বইতে কেবলমাত্র বহুল প্রচলিত ও ব্যবহারিক শব্দসমূহ পড়া ও লেখার কৌশল আয়ত্ব করার উপযোগী বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নগুলো শেখাতে হবে।

ধর্ম,পেশা, আয় বৃদ্ধি মূলক প্রকল্প ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রথম পাঠের বইতে না দিয়ে পরবর্তী পাঠের অনুসরণী পুস্তকগুলোতে সংযোজন করা বাঞ্ছনীয় ।

১৩। প্রাথমিক পাঠের বই রচনায় এক ঘন্টার পাঠ, দুই ঘন্টার পাঠ, এক সপ্তাহের পাঠ / দুই সপ্তাহের পাঠ,এক মাসের পাঠ এভাবে পুস্তিকাটি বিভাজিত হতে হবে ।

১৪। পড়ুয়া যাতে নতুন নতুন পাঠ শেষ করে আনন্দ পায় এবং আরও নতুনতর পাঠ গ্রহন করে উৎসাহ লাভ করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রাইমারটি ২০-৪০টি পাঠে বিভাজিত করতে হবে ।

১৫। প্রাথমিক প্রাইমারের কলেবর এত ছোট অথবা পাঠ্য বিষয় এত কম হবে যাতে পড়ুয়া প্রতি তিন মাস বা ছয় মাস পর পর নতুন নতুন বই পেতে আগ্রহ পায় ।

১৬। পুস্তিকার বডি ও কভারের কাগজ শক্ত, মজবুত ও উন্নতমানের হতে হবে ।

১৭। বডি ও কভারের ছাপা যথাক্রমে দুই রঙা বা বহু রঙা হতে হবে ।

১৮। বাধাই শক্ত ও উন্নত মানের হতে হবে ।

সর্বোপরি পুস্তিকা উৎপাদনে অভিজ্ঞ মহলের অংশগ্রহন, পরামর্শ ও উপদেশ নিয়ে রচিত পুস্তিকা নব্য পড়ুয়া ও সংশ্লিষ্ট গণশিক্ষা কর্মীদের দ্বারা যাচাই করে চূড়ান্তভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে । এখানে আরও উল্লেখ্য যে প্রাইমার রচনায় গণশিক্ষা কর্মসূচীর নির্ধারিত রূপরেখাকে প্রাধান্য এবং শিক্ষাক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে রচিত ও যাচাইকৃত বই-ই একমাত্র ব্যাপক উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহনযোগ্য ।

শিক্ষা একটি সাংবিধানিক অধিকার। আমাদের অংগীকার দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা। এ অংগীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী। এর পাশাপাশি সরকারী ও বে-সরকারী যৌথ উদ্যোগে এগিয়ে চলছে গণশিক্ষা কর্মসূচী। শিক্ষা সম্প্রসারণের সাথে সাথে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের প্রয়াসও অব্যাহত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।

—হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

planning A MASS EDUCATION PROGRAMME

Jhon P. Hastings

CLEAR OBJECTIVES the first prerequisite

QUANTITATIVE

stopping the increase in numbers of adult illiterate people(about 15 lakhs(1.5m) per year) is not enough: even if UPE were achieved soon,achieving this amount per year would take 50 years to eradicate illiteracy. It would reduce adult illiteracy rate by only 10% in ten years,which is not nearly fast enough to reduce population groth significantly.

similarly,a target of 60% national literacy rate is not enough:it leaves 40% discriminated against keeping them weak and their production low,deprivingthem of this basic human right to literacy and educational opportunity.

The MAXIMUM is the only morally acceptable objective- in Bangladesh,say 90%,i,e. 98% of those aged 11 to 24, 97% aged 25 - 39, 90% of 40-49, 70% of 50-59 and 40% Of those over 59.

from this goal can be calculated the levels and numbers to be aimed for. The population aged 11-plus in the year 2001 have already been born: according to the Bangladesh bureau of statistics they will numbers 104 millions, 10.4 crores. Of these,31.63 millions can be expected to have become literate through formal education if much improved,as we hope,in the primary sector. By other means 62 millions will need to become literate,48% of those who will then be aged 11 to 14,58% of the 15-19s,68% of the 20-24s,73% of the 25639s,66% of the 40-49s,46% of the 50-59s,and 16% of those over 59.

This calculation shows where priority effort has to be directed. The group requiring the largest percentage uplift(25-39)are Now aged 14-28.(see chart below)

* It happens that this is the precise age-group having to plan the size of their families-on which quantitative assessments for the 21st Century will have to be based.

B: QUALITATIVE

* Not just alphabet, numbers, and signing name : on that we are all agreed already.
* Not just '' functional '' or merely economic.
* Not just leaving people to their own devices after the " end " of the " literacy programme ".

But also -

* Cultural, with human values, philosophy, ethies, spirituality. All Bangladeshis are legatees of rich literature, and have the right of access, through learning other languages and through translations to the wealth of external cultures, because they are also world-citizens.
* Creative literacy : not to be passive as if they were the tools of books and teachers, but to be active and dynamic creators of new literature and culture, Controllers of the tools of literacy and numeracy.
* Liberative literacy : Formal education in reality does very little to liberate at present, because it beneficiaries are usually already privileged and educational systems are not to any great extent directed towards liberating them from the constraints which are upon them.

The objectives will then dictate(2) STYLE and(3) COMPONENTS AND METHOD.

2. STYLE

* Co-operative between -

GOVERNMENT-because its primarily Government's duty and reponsibility- and

NON-GOVERNMENT BODIES-because a few successful steps have been made and importent experience gained.

Nither can achieve the ststed objectives without the other.

but this also need a Third party in Co-operation, who are too often quite wrongly regarded as objects of a development activity, even as " targets"(ugh!) :-

THE PEOPLE. The people must be drawn into total cooperative action as subjects of self-development; not just "participating" but planning and excuting. The poor and illiterate have a role <u>from the start.</u> The rich and privileged can come in an play their role too. So we do not need a "project" (something cast or thrown towards another party) nor merely a "programme" (a euphemism for project"?) but a <u>movement.</u>

<u>Non-Formal</u>

- for ceonomic reasons: institutional solutions prohibitive.
- to universalise opportunity: formal education is inevitably limited in a developing country; only NFE can embrace <u>all.</u>
- because formal education <u>needs</u> a parallal or even rival system to provide critique and to uplift standards.
- Claims of NFE have now to be established. (we have all been educated formally and can not imagine NFE to be " proper education" at all) Its authenticity and potential status have to be proved(cf. Thailand). Equivalencies recognised. etc.
- NFE should even [illegible] at superiority to FE, because NFE is the <u>only</u> way out for a financially constrained or dependent state. Financially speaking, cheaper IS better it <u>could</u> also be better educationally speaking, if it is thoroughly worked on .
- But links with formal essential: especially over drop-out children, some now ad[illegible]t who are technically literate but educationally, it must spell out a second chance for the excluded and the cast-offs.
- NFE challenges teaching attitudes and modes. At first, very dificult to adapt to. Teaching hasto become "Co-learning" non-directive, notcoercive, not exam-bound or book-dependent. Thus it can be creative.

3. COMPONENTS AND METHOD

- On a small but significant scale much field experience has been gathered. But one suspects they are not seriously investigated. Why ? IR rice development is treated seriously .
- Large areas of agreement up to point of "functional leteracy"
- But not all have yet incorporated essential deliberate inputs of family planning advocacy,savings groups and credit unions.
- Too many literacy programmes stop,Continuing education essential,and arrangements must be made-study groups, libraries,correspondence courses,radio promotion,appropriate newspapers and journals,etc/(again of Thailand open university by mail and TV in several countries).
- Appropriate study books foe self-learners in my view the Top priority for those with itching pens:with a market in thousands of village and para libraries,if so planned. Unesco's expertise with matrix-planning can be well directsd here.
- New literates to be encouraged to write; and to have good writing published. Stimulate Creativity- and control of oness own destinity under the will of God.
- Materials: there is a glut of primers,some are scientific,some are macaulayan,some are puerile. Yet if the teacher has git hte right idea even the week one's can be made of work. The learner has the right to the best materials that can be produced,but should not be deprived by any more delay,as we have enough to work with effectively.
- Primers: see paper on " prerequisites for a good literacy primer " which are effectiveness relevance and attractiveness, speed,low cost,logical and scientific composition,scope for learners ' Creativety, avoidance of meaningless syllabales,Brevity,Reference to importent economic and social issues, pictures for stimulating awareness,Broad interest-direction(not just forming),Dissimilarity from children's books, straight -

forward teaching tecnique,Early introduction of numbers, Total alphabet and signs,clear printing and preferably small size.

SELF TEACHING methods and materials the reality urgent need; The famine lies in the area of POST LITERACY reading and study materials.

Training: must be succinot and through-for teachers; for supervisors; for village mass education committees; for trainers; for management; for cooperating bodies; for Government stuff. Maximum use should be made of models and exemplars being produced by Unesco.

Structure for management and supervision: sub division into regions to enhance management and control effeciency: and stream-lining to produce structures acceptable to both Government and non- Government bodies.

Base line data and on going monitoring: adequate tools.

Verification and certification: Adequate inspectorate staff

Evaluation:built in, with a system facilitating external checks.

Cost effectiveness pf materials and methods:The budget can not be calculated until the materials and methods have been costed; If you are paying Tk. 7/- instead of Tk. 6/- for a primer for each reader, the difference in the total budget is about Tk. 6 crores, if teachers numbering 200.000 are paid an extra Tk. 10/- per month for 6 month over ten years, the deference will be Tk. 12 crores, Later negotiability is therefore contra-indicated.

TIME SCALE

2000 is a very useful year-but the sun and the rivers will not behave differently,Spur to action is importent:it shiuld be seized because it affects popular movement and cooperation.

Even so. people are more importent then time, and they should not be offered shoddy service for the sake of artificial dates.

FEASIBILITY

A:GENERAL

Logistics,delivery capacity: no point planning the impossible.

Likely requirements for literacy extension and maintanance agency (LEMA plan) spelled out in appendix III :

Requirements for	First year	Middle(maximum yrs
Regional Controllers	50	272
Upazila/Union level organisers	1,361	8,125
Teachers	47,150	2,79,500

Total employment: full time - 1,16,029 person-year
part time 25,99,200 person-years

- Are such personel available ? Yes- they can be trained.
- Training requirements ? - Local / cadre.

B: A FEASIBLE MODEL

- which is effective, replicable, realistic.
- How to overcome constraints of small programmes made huge. Some regional autonomy? with competitiveness?
- Is there a model now?-Yes, METSLO pilot programme, i.e. Mass Education Through Small Local Organisation. Features:

* Large enough size: 509 villages, 62,414 learners to lead to 50,000 new adoult functional literates with study systems based on 500 village libraries under 500 village committees.
* Built in cooperation with Government ME programme.
* Field study of several primers/methods simultaneously.
* Maximization of human resources-ready dedicated personnel local commitment of [illegible]cial workers and sympathatic doners.
* People's movement-clamouring to read (for the first time).
* Village Mass education committees, linked with public educational system thruogh Upazila education offieers.
* Reward promoters and sevok-teachers according to production. (as fermers are rewarded)
* Sevok-teachers chosen by the learners ideally.
* Test weakness and prove capabilities of each organisation
* Test cost-effectiveness of levels of rewards and cost of materials.
* Libraries and study systems? Experiment and develop.
* Production of 5 or 6 new appropriate library books.
* Experimental night-schools for illiterate and drop-out children aged 8-10.

* Development of monitoring tools, financial system and training modules,
* Emphasis on family planning and savings group/credit union inputs.
* Study of rural impacts
* Self evaluation and external evaluation.
* Amendment of main programme out of evaluated experience. (Main programme for 3.7 million new literates scheduled for 1989-1992)
* Financed by UNDP/Unesco at Tk. *.24 crores. Main programme if given go ahead by Bangladesh Government to be internationally financed.

C. COSTING FEASIBILITY

* Current estimated cost of LIMA is Tk.2,292.46 crores or say US$.764.15m. over 11 years for both primary literacy and continuing education facilities and systems 275 new publications impetus for family planning programme and economic life development and cultural and creative enrichment, and major support for universal primary education and other linkages with formal education. 56.5 millions would be be made literate and libraries established everywhere.

6. FINALLY the PLAN HAS TO BE SOLD

* This is a human right for every citizen. Nothing less is moral. Offering it to some and not others is immoral. Is that argument refutable ?
* It contribution towards the containment of population grouth has been estimated as 20 millions births prevented by the year 2001. Literacy per se spurs planning capacity thought processes and cooperation for national building. With spacific advocacy built into each and every class of learners, this certainty is increased. (See LIMA plan appendex VI.)
* A national literacy programme is an economic investment. See LIMA plan appendex VII where it is shown that the nation would get back under various heads of production, saved costs and avoided wastages, improveed industries etc.

The ~~total value of the output of~~ $ 764m. before the agency completed its work and ~~once completed~~ would reap aruond thr̶e̶e times the total output every year from productio̶n and savings which would not be possible without Mass functional literacy. The nation can in fact make a great deal of profit out of literacy AND enjoy a stabilisation of population grouth.

CHART OF GOALS FOR POPULATION OF YEAR 2001 (see page 1)

age group	population in millions in year2001	literacy rate to be achieved %	literacy rate to be achieved nos(m)	Literacy resulting from formal schooling %	Literacy resulting from formal schooling nos(m)	Goal for non-formal sector achievement nos(m)	Goal for non-formal sector achievement %
11-14	12.92	98%	12.66	50%	6.46	6.20	48%
15-19	15.36	98%	15.05	40%	6.14	8.91	58%
20-24	14.27	98%	13.98	30%	4.28	9.70	68%
25-39	33.06	97%	32.07	24%	7.93	24.14	73%
40-49	12.10	90%	10.89	24%	2.90	7.99	66%
50-59	8.23	70%	5.76	24%	1.98	3.78	46%
_) +	8.06	40%	3.22	24%	1.94	1.28	16%
11 +	104.00	90%	93.63	30.4%	31.63	62.00	59.6%

(Footnote :
The presenter of this paper from 1983-85 planned and directed an extensive literacy programme with an N G O which has made about 75,000 adults literate and set up several hundred libraries giving villagers opportunity for Continuing education; in many 1985 by request of the then additional jt-sec(development) of the ministry of education designed and submitted an initial national literacy programme covering 1 crore(10

million) adults with an estimated cost of tK. 290 crores (see news paper reportss at that time).

In october 1985 with a group of prominent educationists proposed a total national programme of Mass education for 6.2 crores(62 million)adults by the year 2001 submitting this in detail in January 1986- this is the LIMA plan, literacy extension and maintainance agency,which could combine resources of Government NGOs and doner bodies in a sort of joint company.

In may 1986,with the colleagueship of the newly formed standing committee on Mass education(now renamed Bangladesh council for Mass education,or BCoME) prepared and submitted the METSLO(Mass Education Through Small Local Organisation)programme as an NGO combined contribution to the national programme,developing Government and NGO cooperation-this was incorporated(in the shape of an initial pilot programme) in the Government's Third Five Year Plan Mass Education Programme in august 1987 by the education Ministry and Planning Commission

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের সন্ধান করো

– আল হাদিস

বিদ্বান ব্যক্তির নিদ্রা মূর্খের এবাদতের চেয়ে শ্রেয়

– আল হাদিস

গণশিক্ষা প্রসারে বেসরকারী সংস্থার অভিজ্ঞতা

কানিজ ফাতেমা

স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় পুনর্গঠনে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা এন,জি,ও, সমূহ সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে কাজ করে আসছে। ক্ষুদ্র এলাকার নমনীয় প্রসাশনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে তারা উন্নয়নের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে, যা জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। বিগত প্রলয়ংকরী বন্যায় পানিবন্দী মানুষের জীবন রক্ষা করে এন,জি,ওসমূহ দেশে বিদেশে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

এন,জি,ও দের আবির্ভাব : ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের একক প্রচেষ্টায় এতবড় ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠা দুঃসাধ্য ছিল। সেই সময় দেশ গড়ার কাজে এন,জি,ও সমূহ সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তখন অবশ্য এন,জি,ওদের তৎপরতা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সীমাবদ্ধ ছিল।

পরবর্তী সময়ে দেখা গেল জনগন যে চেতনা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল ঠিক সেই ভাবে তারা সরকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশ নিচ্ছেনা। শাষক গোষ্ঠী ও বিশাল জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান ৭১-এর পূর্বে ছিল তা ৭১-এর পরেও রয়ে গেছে। ফলে দরিদ্র, ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা, জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। স্বাধীনতা দিবস, বা বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মফস্বল শহরে আলোকসজ্জিত কোন সরকারী ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া সাধারণ মানুষের কথাবার্তা কান পেতে শুনলে রাষ্ট্র ও জনগনের মধ্যে দূরত্ব যে কত, আপনি তা আবিস্কার করতে পারবেন।

সমাজের আধুনিকায়নে শিক্ষার গুরুত্ব :

সাধ্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার প্রভৃতি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক রাষ্ট্রে জনগনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের। পুরনো অর্থনীতিবিদ-রা কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে যন্ত্র, জমি, বীজ, কাঁচামাল ইত্যাদির উপর বিনি-য়োগের কথা বলতেন। কিন্তু যে মানষ হাল ধরবে বা কারখানায় চাকা ঘোরাবে, তার উপর বিনিয়োগের যে দরকার আছে, সে কথা তারা বেমালুম ভুলে যেতেন। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকরাও একই মত পোষণ করতেন। পশ্চিমে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে বেশী সময়

লাগেনি। তারা শিগগীর বুঝতে পারলেন যন্ত্র, কাঁচামাল এবং জমির উপর বিনিয়োগের চাইতে, যে মানুষ যন্ত্র চালাবে বা মানুষ গড়বে, তার উপর বিনিয়োগ বেশী জরুরী। এই উপলব্ধি থেকে সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলো দেখলো উৎপাদন বাড়াতে হলে আগে গোটা দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা চাই। তাই এই দেশগুলো প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করে আইন পাশ করে। Physical-investment -এর আগে মানব সম্পদ উন্নয়নে investment আবশ্যক এই পরিক্ষিত সত্যটা মনে হয় দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলো গ্রহন করতে অনিচ্ছুক। তাই এ-দেশগুলোর জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের চাইতে অন্যান্য অনুৎপাদনমূলক খাতে ব্যয় বেশী দেখা যায়।

বাংলাদেশে আপনি যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে চান, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার চান, শিল্পায়ন চান, গনতন্ত্র চান, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতে চান, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চান তাহলে আপনাকে সর্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বাদ দিলেও মানুষের মধ্যে জাতীয় সংহতির চেতনা জাগাতে হলে শিক্ষা চাই। এই চেতনা টুকু যতদিন মানুষের অন্তরে স্থান না পাচ্ছে, ততদিন দেশবাসী নিজ দেশে পরবাসী হয়েই বাস করবে। নির্বাচন এলে সে যন্ত্রচালিত মানবের ভূমিকা পালন করবে। স্বাধীনতা দিবসে আলোকসজ্জা দেখলে বিয়ের অনুষ্ঠান বলে ভাববে, রাষ্ট্রীয় নীতি কি হলো না হলো তাতে তার কোনো মাথা ব্যথা থাকবেনা এবং চোরাচালানে বা দুর্নীতিতে দেশের কি ক্ষতি হলো না হলো, তা সে বুঝতেও চাইবে না।

ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা ঃ

১৯৭২ সনে ব্র্যাক ত্রাণকার্যের মাধ্যমে তার কর্মতৎপরতা শুরু করে। ১৯৭৩ সনে ব্র্যাক লক্ষ্য করে যে রিলিফ জনগনের দীর্ঘ স্থায়ী কোন উপকারে আসে না। এই উপলব্ধি থেকে জনগনের অংশগ্রহনমূলক বহুমুখী উন্নয়ন তৎপরতায় হাত দেয়া হয়। বয়স্ক শিক্ষা সে প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ।

ক) সনাতন পদ্ধতিতে বয়স্ক শিক্ষা ঃ মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল নিরক্ষরতা ও সামাজিক সচেতনতার অভাবে জনগনের পক্ষে কার্যকর অংশগ্রহন সম্ভব হচ্ছেনা।

এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ব্র্যাক প্রকল্প এলাকায় অক্ষরজ্ঞান শেখানোর জন্য ২২০টি গ্রামে ২২৫টি কেন্দ্র খোলা হলো । কুমিল্লা পদ্ধতিতে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ নেয়া হয় । এই কাজে শিক্ষক শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল স্থানীয় তরুণ-তরুণীদেরকে । প্রথম দিকে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল প্রচুর । কিন্তু শিগগিরই সুপ্ত মিলিয়ে যেতে থাকে । উক্ত শিক্ষা কেন্দ্র গুলোতে ৫০০০ পুরুষ-মহিলা ভর্তি হয়েছিলেন । কিন্তু তাদের মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন মাত্র পাঁচ শতাংশ । ফলে ১৯৭৪ সনে গণশিক্ষার এই প্রচেষ্টা বাতিল করে দেয়া হয় ।

কেন বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী বাতিল করা হল তার বিশ্লেষণ ব্র্যাক কর্মীরা করেছেন । যে সব কারনে এই কর্মসূচী চলেনি, সেগুলো হলো :

- শুধু লেখা ও পড়া বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে কাজে আসে না ।
- অক্ষর জ্ঞান শেখানোর ক্ষেত্রে বাল্য শিক্ষা দান পদ্ধতি বয়স্ক মানুষের বেলায় গ্রহন যোগ্য হয় নি ।
- অক্ষর ও সংখ্যা শিখতে যে পরিমান সময় দরকার ততটা সময় শ্রমজীবী মানুষ দিতে পারেন না ।

(খ) বয়স্ক শিক্ষার নতুন ধারণা, উপকরণ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন :

সনাতন পদ্ধতির ব্যর্থতার পর, বিখ্যাত ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরীর চিন্তাধারা অনুসরণে ব্র্যাক নতুন করে বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা করতে থাকে । পাওলো ফ্রেইরীর আবিস্কৃত পদ্ধতির নাম Conscientization চেতনাদায়ী শিক্ষা ।

নতুন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করে তাদেরকে অংশগ্রহনমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত করা । সাথে সাথে কাজ চালাবার মতো অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান দান । ১৯৭৪ সনে ব্র্যাকে নতুন উপকরণ তৈরি হয়, বয়স্কদের উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয় এবং শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

ব্র্যাক বয়স্ক শিক্ষার এই পদ্ধতির নাম দিয়েছে ব্যবহারিক শিক্ষা । এর ফল ভালোই মিলেছে । সনাতন পদ্ধতিতে যেখানে ৯৫ % শিক্ষার্থী কোর্স সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হতেন, সেখানে ব্যবহারিক শিক্ষায় ব্যর্থতার হার ৪০ - ৪৫ শতাংশ । অবশ্য কোর্স সম্পন্নকারী ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে ধরে রাখতে প্রকল্প এলাকায় ব্র্যাক কর্মীরা

অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েছেন, যা বৃহত্তর পরিসরে সম্ভব হয় নি। অবশ্য ৪০ – ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী কোর্স সম্পন্ন করতে পারছেন না – এ ব্যর্থতাও একেবারে কম নয়। যারা দরিদ্র তারাই নিরক্ষর। তারা সাধারনতঃ কায়িক শ্রম বিক্রি করে নতুবা স্ব-কর্ম-স্থলে অমানুষিক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। সারাদিনের খাটুনির পর সন্ধ্যায় বা রাতে হ্যারিকেনের নিবু নিবু আলোতে অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান অর্জনের জন্য বাড়তি শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এদেশের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষের নেই।

তাছাড়া শিক্ষা দানের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। সূর্যাস্তের পর পরিশ্রান্ত বয়স্কদের জন্য এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা দুঃসাধ্য। এ কারনেই বয়স্ক শিক্ষায় অপচয় রয়েছে এবং সকলকে এর আওতায় আনা যাবেনা।

ব্র্যাক নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে বয়স্কদের সামাজিক চেতনা সন্তোষজনক ভাবে অর্জিত হলেও সে তুলনায় অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে রয়েছে।

১৯৭৪ থেকে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সাহায্যে ব্র্যাক নিজে ও আরও ৪০টি সংস্থা বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শুধু সাক্ষরই করেনি, উপরন্তু স্বাস্থ্য, কৃষি, পুষ্টি, জনসংখ্যা, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন সামাজিক অনাচার সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করেছে। এই প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো ১৯৮৫ সনে ব্র্যাককে, নোমা পুরস্কার প্রদান করে।

ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সংশোধন ঃ

আমার আগেই বলেছি ব্যবহারিক শিক্ষায় অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞানের অগ্রগতি সামাজিক চেতনার তুলনায় কিছুটা মন্থর গতিতে এগিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে পুরনো পাঠ্যক্রমে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এছাড়া পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিছু নতুন বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৮৬ সনে পাঠ্যক্রম সংশোধনের কাজ-এ হাত দেয়া হয় এবং ১৯৮৭ সনের জানুয়ারীতে সংশোধিত পাঠ্যক্রমের বই প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সংশোধিত পাঠ্যক্রমের সাহায্যে বয়স্ক শিক্ষা চালানো হচ্ছে। ব্র্যাকের প্রকল্প এলাকায় জনগনের সুপ্ত ক্ষমতার জাগরণ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষার সমাজসচেতনতা পাঠ্যক্রম অত্যাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী :

দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্র্যাকের কর্মসূচী রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র জনসাধারণের সাথে কাজ করার সময় আমার লক্ষ্য করেছি তাদের সন্তানেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। স্বল্প সংখ্যক বালক বালিকা ভর্তি হলেও তারা অচিরেই পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসে। ব্র্যাক দরিদ্র গ্রামবাসীগণের ঋণ, স্বাস্থ্য, বয়স্কশিক্ষা প্রভৃতি সেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর তাগিদ দিতে থাকে। কিন্তু তাগিদে ফল পাওয়া যাচ্ছিল না।

ব্র্যাক এর কারন অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে দারিদ্র এর একটি প্রধান কারন। এ ছাড়াও আরো কারণ আছে। সেগুলো হল :

- বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম জীবনঘনিষ্ট নয়। পাঠ্যক্রমের বেশির ভাগ শহুরে সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের জীবন ধারা নিয়ে রচিত।
- বিদ্যালয়ে দরিদ্র পিতামাতার সন্তানেরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সমান মনোযোগ পায় না।
- দরিদ্র পিতামাত তার সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না.
- পরীক্ষায় ফেল করার ভয়ে ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যেতে চায়না বা পড়াশোনা ছেড়ে চলে আসে।
- স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় নয়

আমাদের দৃষ্টিতে উপরিউক্ত কারণে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ৪০ শতাংশ বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়না। আবার যারা ভর্তি হয় তাদের ৮০ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এছাড়া অন্য আরও কারন থাকতে পারে, তারজন্য ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকল্প এলাকায় শ্রমজীবী জনগণের সন্তানেরা যদি নিরক্ষর থেকে যায় তাহলে ব্র্যাকের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুফল পরবর্তী পুরুষের কাছে পৌছাবেনা। এ কথা বিবেচনা করে ব্র্যাক দেশের বিদ্যালয় বহির্ভূত (অর্থাৎ যারা হয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি অথবা বিদ্যালয় ছেড়ে এসেছে) ছেলেমেয়েদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভাবতে শুরু করে। ১৯৮৪ সনে ব্র্যাক গ্রামের বিদ্যালয় বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল উদ্ভাবনের কাজ হাতে নেয়। তারপর ১৯৮৫ সনে নিজস্ব উদ্ভাবিত উপকরণ ও পদ্ধতির সাহায্যে ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত বালকবালিকাদের জন্য

৩ বছর মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করে। প্রথমে পাইলট পর্যায়ে ২০টি বিদ্যালয় খোলা হয় এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩০ জন করে বালকবালিকা ভর্তি করা হয়। প্রথম বছরে দেখা গেল বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ৯৭% ড্রপ-আউট ১% এবং লেখাপড়ার অগ্রগতি বেশ ভাল। তাই আমরা তিন বছর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৮৬ সনে ১৪৯টি এবং ১৯৮৭ সনে আরও ৩৯৯টি বিদ্যালয় খুলেছি। বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো হলেও গুনগত মান অটুট রাখা হয়েছে।

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সনে ১৭৩টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র ৩ বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছে। এই শিক্ষা কেন্দ্র সমূহে ৫,১৯০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৫,০৮৬ জন। এদের মধ্য থেকে ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিশোর কিশোরী বিদ্যালয় ঃ

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ৮-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত বালকবালিকাদের জন্য হাতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়াও ১১-১৫ বছর বয়সী বিপুল সংখ্যক কিশোরকিশোরী নিরক্ষর রয়েছে। এরা দেশের মোট জনসংখ্যার ১১.৭৪ শতাংশ। এদের অনেকেই ইতিমধ্যে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে এরা প্রাথমিক বা বয়স্ক শিক্ষা কোনটার আওতায় পড়েনা। অথচ এদের সাক্ষরতা বয়স্কদের চেয়েও জরুরী। মোট জনসংখ্যায় এদের গুরুত্ব বিবেচনা করে ব্র্যাক ১৯৮৮ সনে সরকার ও ইউনিসেফের যৌথ সহযোগে ২০০টি ও ব্র্যাকের নিজস্ব তহবিলের সাহায্যে ২৪টি মোট ২২৪টি কিশোরকিশোরী বিদ্যালয় চালু করে। দু'বছর মেয়াদী এই কোর্সে ৬,৭২০ জন কিশোরকিশোরী ভর্তি হয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত লেখাপড়ায় অগ্রগতি, উপস্থিতির হার উৎসাহব্যঞ্জক।

এদের অগ্রগতির অন্যতম কারন হলো এরা বয়স্কদের মতো সার্বক্ষণিক কাজে ব্যস্ত থাকে না। ফলে তারা বিদ্যালয়ে দৈনিক আড়াই ঘন্টা সময় দিতে পারে। সজাগ ইন্দ্রিয়, উন্মুখ কৌতুহল এবং সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে এরা খুব দ্রুত শিক্ষণীয় বিষয়কে আয়ত্ব করে ফেলে।

ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক ও কিশোর কিশোরী শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(ক) এই শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠ্যক্রমের অনুর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো বাংলা, গণিত ও পরিবেশ

পরিচিতি। তৃতীয় বর্ষে টেক্সট বুক বোর্ডের তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী বই পড়ানো হয়।

(খ) একটি বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এতে শিক্ষক শিক্ষিকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন। নীতিগতভাবে ৭০% বালিকা ভর্তি করা হয়।

(গ) একটি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকেন। শিক্ষিত তরুন তরুণী যারা কমপক্ষে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, তাদের মধ্য থেকে শিক্ষক বাছাই করা হয়। শিক্ষক বাছাইয়ে মহিলা প্রার্থী অগ্রাধিকার পান। নির্বাচিত শিক্ষক শিক্ষিকা ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১২ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করে পদ্ধতিগত নৈপুণ্য অর্জন করেন।

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোর্স ৩ বছর মেয়াদী ও কিশোর-কিশোরী কোর্স ২ বছর মেয়াদী।

(ঙ) এমনিতে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার অত্যন্ত নিচু, তার মধ্যে নারী সাক্ষরতার হার আরো নিচু। যদিও শিশু মৃত্যু রোধ, জনস্বাস্থ্য ও জন্ম শাসনে সাফল্য নারী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল, তবু নারী সাক্ষরতার বিষয়টি পুরোপুরি অবহেলিত থেকে গেছে। এ কথাটি মনে রেখেই ব্র্যাকের প্রাথমিক ও কিশোর-কিশোরী উভয় বিদ্যালয়ে শতকরা ৭০ জন বালিকা কিংবা কিশোরী ভর্তি করা হয়েছে।

(চ) ছুটি: ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘ ছুটি নেই। কারন দীর্ঘ ছুটি পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটায়। বিদ্যালয়গুলিতে বছরে ২৮০ দিন পড়াশোনা চলে।

(ছ) সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম: শিক্ষার্থীদের আড়াইঘন্টা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে হয়। এর মধ্যে ৪০ মিনিট খেলাধুলা, সংগীত, অংকন, গল্পের বই পড়া, ছড়া ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। এটা একদিকে যেমন বালক বালিকাদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে অপর দিকে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। ফলতঃ ড্রপ-আউটের হার অত্যন্ত নগণ্য।

(জ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সেতুবন্ধন: ৩ বছর মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স শেষ করলে শিক্ষার্থীরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে দু'টি ব্যাচে ৫ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী ৩ বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছে। এদের মধ্যে ৯৫% সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম হয়েছে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka.

(ঝ) জনগনের অংশগ্রহন : উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনগনের অংশগ্রহন । এছাড়া কর্মসূচীর সাফল্য সম্ভব হতো না । শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ বিশেষ করে মায়েরা প্রতি মাসে একবার অভিভাবক সভায় মিলিত হন । সেই সভায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকও উপস্থিত থাকেন । অভিভাবকরা সভায় মিলিত হয়ে সন্তানের লেখাপড়ায় অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন, কোন সমস্যা থাকলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন । এছাড়া বিদ্যালয়ের সার্বিক দেখাশোনার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রয়েছে ।

(ঞ) তদারকী : প্রতি ২০টি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রাজুয়েট বা পোস্ট-গ্রাজুয়েট কর্মী থাকেন । তিনি প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পরিদর্শনে যান । পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে তদারকী করেন ।

(ট) প্রশিক্ষণ : প্রাথমিক বাছাইয়ের পর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১২-দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । ২য় বছরে শিক্ষকদের মাঠ পর্যায়ে ৬ দিনের রিফ্রেসার্স কোর্সে অংশগ্রহন করতে হয় ।

(ঠ) পরীক্ষা পদ্ধতি নেই : আমরা আগেই বলেছি পরীক্ষা-ভীতির কারনে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়না ও ভর্তিকৃতরা বিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসে । ব্র্যাক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নেই । চলমান মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নিরূপণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় ।

১৯৭৩ সন থেকে ১৯৮৯ সন- এই দীর্ঘ সময় ধরে ব্র্যাক ব্যবহারিক, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক এবং কিশোরকিশোরী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে । এই কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি । সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা গণশিক্ষার প্রসারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মতামতসমূহ প্রস্তাবনা আকারে পেশ করছি ।

সাক্ষরতা বিস্তারে ব্র্যাকের প্রস্তাবনা

এদেশে গণশিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাস দীর্ঘদিনের । সে ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে আয়োজনের কমতি নেই, উপকরণের অভাব নেই, অঙ্গীকারের অভাব নেই হয়তো ঘাটতি নেই সদিচ্ছারও । তবুও ফলাফল কি আসছে তা সকলেরই জানা ।

বাস্তব সত্য হচ্ছে, একটি দেশ দ্বিতীয় বার স্বাধীনতা অর্জনের পরও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর

তার বহন করে প্রায় দু'টি দশক পার হয়ে এসেছে। গণশিক্ষার অসংখ্য কার্যক্রম শেষাবধি বিফলতার আবর্তে হারিয়ে গেছে। আসলে আমাদের প্রধান সীমাবদ্ধতা তথা মৌলিক ভ্রান্তিটা এইখানে যে আমরা গণশিক্ষা কার্যক্রমকে বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি। আমরা এই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি যে, নিরক্ষর অবস্থায় যে লোকটি তার তারুণ্যের বয়স পার হয়ে এসেছে , তাকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। সব চাইতে বড় কথা হলো গণশিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্ক যে একেবারে অবিচ্ছেদ্য–এ বিষয়টি গুরুত্ব পাই নি। অথচ অবধারিত সত্য হচ্ছে এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক মনোযোগই গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রকৃত সাফল্যের মুখ দেখাতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে গণশিক্ষা এগিয়ে যেতে পারে না। বরং বিপুল সংখ্যক নবাগত নিরক্ষর পুরোনো নিরক্ষরদের দলে গিয়ে সামিল হবে। সুতরাং আমাদের ঠিক করতে হবে, এদেরকে কি আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে আগেভাগেই সাক্ষর করে তুলবো, না নিরক্ষরতার বোঝা বয়ে এদের বয়স্ক হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব? শেষের কাজটি আমরা নিশ্চয়ই করব না।

কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বব্যাপী মনোযোগ চাই। এজন্য সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার জন্যে সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যদি আমরা সু-নির্দিষ্ট পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে এমনিতেই গণশিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে।

এমনকি বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম বন্ধ করেও যদি আমরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে আগামী প্রজন্মে বাংলাদেশে নিরক্ষর মানুষ থাকবেনা। পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমও চালু রাখা দরকার। তবে আমাদের কথা হলো নিরক্ষর বয়স্কদের দলে নতুন মুখ যাতে ভিড় না করে।

প্রাথমিক শিক্ষায় সব চাইতে বড় সমস্যা বিপুলসংখ্যক বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। আবার যারা ভর্তি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবার সময় তাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক ড্রপ-আউট হয়। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, উপযুক্ত পাঠ্যক্রম, নিবেদিত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে পারলে লেখাপড়ার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং ড্রপ-আউটের সংখ্যা অনিবার্য কারন ব্যতীত প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে আসে।

তাই আমরা প্রস্তাব করি, ২ বা ৩ বছর মেয়াদী ফিডার স্কুল চালু করা হোক। এখান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-এ ৩য় বা চতুর্থ শ্রেণী-তে ভর্তি হবে।

গণশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণ আমাদের কাছে খুবই জরুরী বলে মনে হয়। আমরা দু'টি age group --------এ একে বিন্যস্ত করতে চাই। প্রথম age group হচ্ছে ১১ থেকে ১৫। দ্বিতীয় age group হচ্ছে ১৬ থেকে ২৫। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যিনি ২৫ থেকে ৩৫ বছরের কোঠায় অবস্থান করছেন, তিনি জীবন সংগ্রামে এতই ব্যস্ত যে, জীবিকা আহরণেই তার নাভিশ্বাস উঠছে। আর যিনি চল্লিশের কোঠায় পা রেখেছেন তার জীবন সমুদ্র পাড়ি দেওয়া প্রায় সম্পন্ন। জীবনের রঙিন স্বপ্ন তার কাছে ফিকে হয়ে এসেছে, দৃষ্টিশক্তি এসেছে ক্ষীণ হয়ে। তাকে অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান দিলে বিশেষ কোনো প্রতিদান পাবার আশা নেই। কিন্তু উক্ত দুই age group এর জনগোষ্ঠী কৈশোর এবং তারুণ্যের সীমানায় অবস্থান করছে। এদের জীবনাকাঙ্খা, উদ্যম এবং গ্রহন ক্ষমতা শিক্ষা লাভের জন্য খুবই অনুকূল। এই দুই age group এর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় আনা হলে চমকপ্রদ ফল লাভ সম্ভব হবে। গণশিক্ষার পরিপূরক হিসাবে ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ২ বছর মেয়াদী কিশোর-কিশোরী উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় থাকতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না গিয়েই যারা সেই বয়স পার হয়ে এসেছে আবার যাদেরকে ব্যবহারিক শিক্ষার কোর্সেও অনুর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না, এমন ছেলেমেয়েদের জন্য এ রকম বিদ্যালয় চালু করে গণশিক্ষার পরিপূরক কর্মসূচী হিসাবে একে দাড় করাতে হবে। গণশিক্ষার সামগ্রিক কার্যক্রমে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মহিলাদের অনুর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা যেন ভুলে না যাই, নিরক্ষর মা গণশিক্ষার পথে প্রধান বাধা। এজন্যে বালিকা এবং কিশোরীদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। গণশিক্ষা কার্যক্রমের মেয়াদ ২ বছর হওয়া উচিৎ। তবে এই মেয়াদ ১ বছরের নিচে নামিয়ে আনা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

গণশিক্ষা পাঠ্যক্রম সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট চিন্তা রয়েছে বলে মনে হয় না। একটি ভাষা ভাষা ধারণা আছে এ রকম যে সাক্ষরতা উত্তর কিছু শিক্ষা সামগ্রী তাদের হাতে পৌছে দিতে হবে। কিন্তু এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। গণশিক্ষার পাঠ্যক্রম শেষ হলে ফলো-

আপ কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ফলো-আপ কর্মসূচী শুধু শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের আওতায় একে পরিচালনা করতে হবে।

- গ্রামীণ পাঠাগার গড়ে তুলে তাকে কেন্দ্র করে ফলো-আপ কর্মসূচী পরিচালনা করা যেতে পারে। গণশিক্ষা পাঠ্যক্রম সমাপ্তকারীরা শিক্ষার্থীরা এই পাঠাগারে সপ্তাহে কমপক্ষে দু-দিন বই, পত্রপত্রিকা পুস্তিকা ইত্যাদি দেয়ানেয়া করতে আসবেন। তবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর আকারে এই ফলো-আপ কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারলে এ থেকে ফল - লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।
- গণশিক্ষা পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে কয়েক মাসের মধ্যে সব ভুলে যাওয়াটাই আমাদের দেশে স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান দেয়ার পর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সাক্ষর মানুষ পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যাচ্ছে- এই বিষবৃত্ত-কে ভাঙা দরকার। এজন্যে অনুসরণী শিক্ষা উপকরণ চাই। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পড়ার মতো কিছু নেই বললেই চলে। রাজধানীর সঙ্গে যে সব অঞ্চলের ভাল সড়ক ও রেল যোগাযোগ রয়েছে, সে সব অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক সচ্ছল শিক্ষিত মানুষের জন্য দু'একটি দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক পত্রিকা যায়। এগুলোরও বেশির ভাগ চায়ের দোকান ও ডাক্তারখানায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রাখা হয়। লেখাপড়া জানা লোকজন ও ছাত্রছাত্রীরা পত্রপত্রিকা পড়ার সুযোগ পান খুব কম। এ অবস্থায় নব্য সাক্ষরদের পড়ার সামগ্রী পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অতএব নব্য সাক্ষরদের জন্য ফলো-আপ উপকরণ তথা অনুসরণী শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে তা পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে। অনুসরণী শিক্ষা উপকরণ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমরা লক্ষ্য করেছি অনুসরণী শিক্ষা উপকরণে সব সময় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি, প্রভৃতি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো পড়ে নব্য সাক্ষররা কোন আনন্দ পান না। তাদের মনের খোরাক এতে মেটে না। আসলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের কিছু অবাস্তব ধারণা আছে। আমরা ধরেই নিয়েছি তাদেরকে জ্ঞানদান করবো। ফলে শিক্ষা উপকরণগুলো এমন রসকষহীন গদ্যময় বিষয়ে পরিণত হচ্ছে যে নব্য সাক্ষররা এগুলো ছুঁয়েও দেখে না। আমরা নিজেরা কি করবো? কাজের কথা ভর্তি বেশ ক'টি বই আর একটি নিরেট গল্পের বই বা উপন্যাস যদি আমাদের হাতের কাছে থাকে, কোনটাকে আমরা টেনে নেবো? নিশ্চয় গল্পের বইটি কিংবা উপন্যাসটি; তাহলে কেন আমরা

নব্যসাক্ষরদের বেলায় ভাবছি, কৃষি, স্বাস্থ্য কিংবা পুষ্টি বিষয়ক কিছু তথ্য তারা পরমানন্দে অনুশীলণ করবেন এবং তাদের অর্জিত সাক্ষরতাকে তারই মাধ্যমে ধরে রাখবেন ? তাই আমরা মনে করি, নব্যসাক্ষরদের হাতে চিত্তাকর্ষক, আনন্দদায়ক, হাল্কা স্বাদের অনুসরণী উপকরণ দিতে হবে । দেশিবিদেশি রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, লোকগাথা এবং সহজ গল্প ও উপন্যাস হবে অনুসরণী শিক্ষা পুস্তক । এগুলো নব্য সাক্ষরদের জন্য সহজ সরল ভাষায় রূপান্তরিত করে নেয়া যেতে পারে । এতে নব্য সাক্ষরদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ বাড়বে এবং অর্জিত সাক্ষরতা অনুশীলণের মাধ্যমে স্থায়িত্ব পাবে ।

এ প্রসঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য একটা কথা বলা ভাল, আমরা কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিষয়ে অনুসরণী উপকরণ তৈরি করার বিরুদ্ধে নই । শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কর্মজীবনের সাথে মিল রেখে ঐসব বিষয়ে অবশ্যই শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে হবে । কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে সাক্ষরতা উত্তর কালে সাক্ষরতা ধরে রাখাটাই আমাদের কাছে জরুরী ব্যাপার । তাই পাঠ্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পরে তার শিক্ষা উপকরণকে হতে হবে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য ।

নব্বই সন আর বেশি দূরে নয় । সরকার এ বছরটিকে শিক্ষা বর্ষ হিসাবে ঘোষনা করেছেন । ইতিমধ্যেই চতুর্দিকে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে । বর্ষটি উদ্‌যাপনের জন্য বেশ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে । কিন্তু আমাদের আশংকা আমরা যদি এখনো সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে ভুল করি, তাহলে সত্যিই তা হবে দুর্ভাগ্যজনক । অন্যান্য আরো অনেক বছরের মতো এ বছরটি শুধু উদ্‌যাপিত হবে, কাজের কাজ কিছুই হবেনা । সুতরাং প্রথাবদ্ধ নিয়মে সেমিনার সিম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ করেই আমার যেন আমাদের দায়িত্ব শেষ না করি । সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে । সাড়া জাগানো ব্যাপক কার্যক্রম নিয়ে যাতে পূর্বের মতোই ব্যর্থতাবরণ না করতে হয় সেদিকে সচেতন থাকতে হবে । " দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা"- এই কথাটি আজ সব মহল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে । আমরা চাই নব্বই সনটা ব্যয়িত হোক হোক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে, সারাদেশ জুড়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে ছোট বড় যে অসংখ্য উদ্যোগ রয়েছে, সেগুলোর সমন্বয়সাধনে । এরপর পুরো নব্বই-এর দশক জুড়ে আমরা যদি উক্ত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে নিজেদের আন্তরিক প্রয়াসকে নিয়োজিত করতে পারি তাহলে সীমিত সম্পদ নিয়েও আমরা সাফল্য অর্জন করবো, অন্যথায় সবকিছুই হবে যথা পূর্বম্‌ তথা পরম্‌ ।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের গণশিক্ষা কার্যক্রম : অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ

আবু আহমেদ আরিফ

সিস্টেমের একটি অংগ হিসাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তদারকীর একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দের রুটিন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি; মাধ্যমিকস্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের কলেজ শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরিদর্শন যন্ত্র, ডিগ্রী কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কলেজ পরিদর্শকের ক্রিয়া কলাপ ইত্যাদি। কিন্তু কি সরকারী কি বেসরকারী, দীর্ঘদিন হতে বিভিন্ন আকার অবয়বে পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কোন নিয়মিত বা আইনগত তদারকী বা পরিদর্শন ব্যবস্থা সংগঠিত হয়নি। হালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়মিত সফরসূচী পরিচালিত করছেন। তবে এই প্রকল্পের লোকবলের আয়তন এতই ছোট যে বর্তমানে মাত্র ১৪টি উপজেলায় কার্যরত (১৪ X ৬০)= ৮৪০টি সরকারী গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে এই সফর অনুষ্ঠিত করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি কেন্দ্রে দুই একবার পরিদর্শন অনুষ্ঠান করাই যথেষ্ট নয়। তদুপরি অনুমোদিত কর্মসূচী অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে প্রকল্পটি যখন পূর্ণ অবয়ব ধারণ করবে, অর্থাৎ সারা দেশের ৪৬০টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে সরকারী গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু হবে, তখন এই গুলির সব কয়টির নিয়মিতভাবে পরিদর্শন বর্তমানের গণশিক্ষা প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক-এর দপ্তর কিংবা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আই,এম,ই,ডি এর পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

তবে এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে রুটিন তদারকী সফর এবং এগুলির উপর ভিত্তি করে প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়তন সমূহের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণের একটি মোটামুটি স্বীকৃত পন্থা হতে পারে। কারন, ছাত্র শিক্ষক উপস্থিতি, উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের লভ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী এবং উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়াদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আয়তনের সাফল্য ও ব্যর্থতার নিয়ামক বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য এই ধরণের পরিমানগত বা quantitative - মানদন্ডই যথেষ্ট নয়। এখানে যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে গুণগত দিক

থেকে শিক্ষার সাফল্যজনক বিস্তৃতি এবং প্রাপ্ত এই শিক্ষাকে বিস্মৃতির গহবরে নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে সেটাকে সতেজ ও সক্রিয় রাখা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বিরাট সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারী এবং সীমিত সংখ্যক বৃহৎ আকারের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কর্মসূচীগুলির জন্য একটি কার্যকরী অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কিভাবে সংগঠিত করা যায়। এই প্রসংগে আমার বিনীত অভি. মত এই যে অনানুষ্ঠানিক গণশিক্ষার ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পৃথক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে গণশিক্ষা বিস্তারে একটি অনাকাঙ্খিত দ্বৈততার জন্ম নিতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী স্কুল ও কলেজ যদি একই শিক্ষা পরিসর এবং একই শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, তবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় হওয়ার কোন কারন নেই। এতে গণশিক্ষার অনানুষ্ঠানিক চরিত্র বজিয়ে রেখেও কালক্রমে একটি ফলপ্রসু জাতীয় সিস্টেমের ক্রমবিকাশ ঘটবে।

অর্থবহ অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন অনানুষ্ঠানিক গণশিক্ষার সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস। আজকের বাংলাদেশে এটা খুব সম্ভব অনুপস্থিত। আমি কোন শিক্ষাবিদ নই। আমার কাজ investment planning করা। আদমশুমারীর কর্মকর্তা/ গণনাকারী থেকে শুরু করে অনেক প্রোথিতযশা জ্ঞানীগুনীকে জিজ্ঞাসা করেও একক ধর্মী জাতীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য কোন একটি সংজ্ঞা আমি পাইনি (হয়তো বা আছে যা আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারেনি)। এদেশে সর্বনিম্ন শিক্ষার প্রথম সংজ্ঞা প্রচলিত হয় এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে। সেনা বাহিনীতে ভর্তির জন্য নিজের নাম দস্তখত করতে পারা এবং (যেহেতু এদেশে surname সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত নয় এবং প্রায় যে কোন সমাবেশে একই নাম বিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হত, সেই কারনে) পিতার নাম লেখার ক্ষমতাকে তখন 'সাক্ষরতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। লজ্জাস্কর হলেও সত্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারন আজও এই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নন, যদিও তাদেরই অর্থব্যয়ে শ্বেত শুভ্র কলারের শিক্ষিত শ্রেণী বেড়ে উঠছে। এদেশে 'সাক্ষরতা' বা 'লিটারেসী' প্রতিশব্দের সংজ্ঞার এটাই genesis বা সূত্রপাত।

যুগের পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশের মত কায়েমী স্বার্থবাদী শিক্ষিত সমাজ সম্বলিত কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই অশিক্ষার অচলায়ন ভেংগে উন্নততর স্তরে

পৌঁছেছে । ফলে শিক্ষাগত ভাবে এই সকল পশ্চাদপদ দেশের বাস্তবতাকে অনেকখানি উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক মহল এখন গণশিক্ষায় তিনটি স্তর চিহ্নিত করেছেন । এগুলো হচ্ছে :i) Funtional Literacy,(ii) Work oriented funtional Literacy (iii) Mass Level Science /Literacy .দৈশিকভাবে চাকুরীর বাজারকে সামনে রেখেই এই শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে ।

Funtional Literacy বলতে বোঝানো হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে পরিমান শিক্ষা দান করে, সেটির সমপরিমান । নিজের মাতৃভাষায় পত্রিকা পাঠ, পত্র লিখন এবং সহজ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করার ক্ষমতাই হচ্ছে এই স্তরের শিক্ষার মানদন্ড । উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একজন Funtional literate যেন semi-skilled worker বা আধা দক্ষ শ্রমিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে ।

নিম্ন মাধ্যমিক অর্থাৎ আট বৎসরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে পরিমান জ্ঞান দান করে, সেটার সমপরিমান শিক্ষাকে বলা হচ্ছে work oriented funtional literacy এর উদ্দেশ্য হচ্ছে skilled worker বা দক্ষ শ্রমিক (টেকনিশিয়ান অপেক্ষা কনিষ্ঠ পর্যায়ের) তৈরীর আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স কিংবা in plant industrial /apprenticeship কোর্সে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা যাতে কালক্রমে এই পর্যায়ের শিক্ষিত ব্যক্তি Master Craftman বা Tecnician এ উন্নীত হতে পারে ।

ইদানিং মনে করা হচ্ছে যে অল্প শিক্ষিত, মধ্যম শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত জনসাধারন সমবায়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ভূ-মন্ডলের প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বিকিরণ সম্পর্কীয় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান দান না করলে গণ-স্বাস্থ্য ও জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে । এই উদ্দেশ্যে পত্র পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণ মাধ্যম ব্যবহার করে বিজ্ঞান ও প্রকৃতি সম্পর্কে গণ সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে । (সত্তরের দশকে Ecology এর উপর নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন এই দৃষ্টিভঙ্গিরই ফলশ্রুতি ।) একে বলা হচ্ছে Mass Level Science Literacy .

Funtional Literacy এর উপরোল্লেখিত সংজ্ঞা নির্ধারণের অন্তর্নিহিত স্বতসিদ্ধ এই এই যে নিজের দৈনন্দিন পেশার চর্চা এবং / অথবা খবরের কাগজ পাঠের

মাধ্যমেই অর্জিত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সজীব ও সক্রিয় থাকতে পারে। যদি চর্চা না থাকে, প্রাপ্ত প্রাথমিক পর্যায়ের মৌলিক শিক্ষা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে স্বল্প শিক্ষিত কোন ব্যক্তি পুনরায় অশিক্ষা/মূর্খতায় নিমজ্জিত হবেন।

গণশিক্ষার সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাসের এই সামগ্রিক ধারণাগত প্রেক্ষাপটের আলোকে বাংলাদেশকে গণশিক্ষার একটি বাস্তব সংজ্ঞা এবং একটি কার্যকরী অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া যে কোন প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য একটি রুটিন ব্যাপার। তবে এতদবিষয়ে আজকের কর্মশালার দায়িত্ব একটু ভিন্ন ধর্মী। গণশিক্ষা কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও নীতি সহায়ক সমীক্ষা এখন দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টতা সম্পন্ন একটি প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। কারণ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যকরী কমিটি (একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত গণশিক্ষা কর্মসূচী শীর্ষক প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক" জাতীয় লিটারেসী কাউন্সিল " গঠিত হওয়ার কথা। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এই কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং মাননীয় শিক্ষা সচিব এই কাউন্সিলের সদস্য-সচিব। এই কাউন্সিলের সেক্রেটারীয়েট হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা প্রকল্প দফতর। অর্থাৎ গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালককে জাতীয় লিটারেসী কাউন্সিল সমীপে নিয়মিত অনুবীক্ষণ ও সমীক্ষা ভিত্তিক মূল্যায়ণ পেশ করতে হবে এবং এই মূল্যায়ণ সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে দেশে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নরত সকল প্রকার অনানুষ্ঠানিক গণশিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কিত হতে হবে যাতে গণমানুষ পর্যায়ে সাক্ষরতা প্রয়াসের ফলাফল অনুধাবন করা যায় (প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সম্মতি সাপেক্ষে জাতীয় লিটারেসী কাউন্সিলের পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠনের কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিন্তা করছেন। এতে পরীবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি প্রদত্ত গুরুত্ব একটুও কমবেনা, বরং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অংগ হিসাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম কার্যতঃ স্বীকৃত ও পর্যায়ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক আকারে সংগঠিত হবে)।

গণশিক্ষা ক্রিয়াকান্ডের অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য পরিমানগত এবং গুণগত উভয় দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যাবধি বাংলাদেশে গণশিক্ষা ক্রিয়াকলাপের সুসংজ্ঞায়িত টার্মস অব রেফারেন্স ভিত্তিক কোন জাতীয় ভিত্তিক সমীক্ষা সংগঠিত হয় নি। আদমশুমারীতে এতদবিষয়ে বাস্তব গুরুত্ব এতই কম থাকে যে গণনাকারীকে তেমন সজাগ ও সক্রিয় মনে হয় না। তিনি প্রায়শই একান্ত মনগড়া মানদন্ড দেন এবং অস্পষ্ট তথ্য রেকর্ড করেন। কাজেই গণ-

শিক্ষার অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংগে এতদবিষয়ে একটি কার্যপরিকল্পনার ব্যাপারে সমঝোতায় আসা এবং একটি সুস্পষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীতে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাতের জন্য এখনই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগকে নীতি নির্ধারণী আলোচনা শুরু করতে হবে। তবে আদমশুমারীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য যথাযথভাবে সংগঠিত হওয়ার স্বার্থে গণশিক্ষা প্রকল্পকে কতগুলো পরীক্ষামূলক এবং অপরিহার্য "বেসলাইন" ও বেঞ্চমার্ক" জরিপ সংগঠিত করতে হবে।

আদমশুমারীর রিপোর্টের মত একটি মৌলিক জাতীয় সংখ্যাতাত্ত্বিক দলিলে গণশিক্ষার তথ্য সন্নিবেশ একান্ত জরুরী। তবে দশ বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয় বলে আদমশুমারী এতদবিষয়ে একমাত্র মূল্যায়ণ অনুশীলন হিসাবে গ্রহনযোগ্য নয়। বাৎসরিক ভিত্তিতে শুধু নথি ভিত্তিক অনুবীক্ষণ নয়, পুরাদস্তর নিয়মিত মূল্যায়ণও অত্যাবশ্যক।

"বেসলাইন" ও "বেঞ্চমার্ক" তথ্যাভিযান শুরু করার পূর্বে জরিপের পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ণ থাকতে হবে। কতগুলো ছোট এলাকাকে "ল্যাবরেটরী জোন" হিসেবে নির্ধারিত করা প্রয়োজন যেখানে শতকরা একশত ভাগ কভারেজসহ পূর্ণ গণনা ভিত্তিক খতিয়ান সংগঠিত করা হবে। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য ছোট অঞ্চলে ল্যাবরেটরী জোন বহির্ভূত এলাকায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের নমুনা জরিপ পরিচালিত করতে হবে। বেসলাইন ও বেঞ্চমার্ক সমীক্ষাগুলির সফল সম্পাদনের পর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ল্যাবরেটরী জোন সমূহে পুরা আদমশুমারী চরিত্রের সমীক্ষা এবং অন্যান্য এলাকায় নমুনাভিত্তিক জরিপ পরিচালিত না করলে গণশিক্ষা কর্মসূচীর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ অসম্পূর্ণ ও দুর্বল থেকে যাবে।

আদমশুমারী, বেসলাইন জরিপ, বেঞ্চমার্ক সমীক্ষা ইত্যাদি মূল্যায়ণধর্মী খতিয়ান প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জনগোষ্ঠীকে নারী ও পুরুষ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা। নারী এবং পুরুষকে আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুর-সম বয়স অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা আবশ্যক। তারপর নর এবং নারীদের জন্য পৃথকভাবে এই বয়স গ্রুপের মধ্যে (ক) আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহনকারী এবং সমাপনকারী (খ) আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহনকারী কিন্তু পাঠমধ্যবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা ত্যাগী এবং (গ) আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় আদৌ অংশগ্রহন থেকে বিরত - এই তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। গণশিক্ষার সম্ভাব্য অংশগ্রহনকারী বা clientele এর সংখ্যা/

পরিধি নির্ধারণের জন্য এই মৌলিক নিকায একান্ত প্রয়োজন ।

উপরোল্লিখিত প্রস্তাবিত শ্রেণী বিন্যাসে 'খ' এবং 'গ' হবে গণশিক্ষা কর্মসূচীর সম্ভাব্য শিক্ষার্থী বা clienteleএই শিক্ষার্থী জনসংখ্যাকে ছয়ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ।

১। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী বালক যাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে এবং সাফল্য-ভাবে সম্পন্ন করারা কথা ছিল, কিন্তু হয় তারা আদৌ প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই বিদ্যা-লয় ত্যাগ করছে ।

২। উপরোল্লিখিত একই শিক্ষাগতযোগ্যতার অধিকারী ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী বাং আদর্শপরিস্থিতিতে যাদের মাধ্যমিক স্কুলে পাঠরত থাকার কথা ছিল ।

৩। উপরোল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী ১৬ এবং তদূর্ধ বয়সধারী পুরুষ ।
উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাস পৃথকভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে ।

পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত ছয় শ্রেণীকে আরো বিভক্ত করা যেতে পারে । একজন শিক্ষার্থী (ক) ভূমিহীন, (খ) বেকার/ অর্ধবেকার, (গ) ভূমিহীন বা কর্মহীন না হলেও চরমভাবে দারিদ্র্য প্রপিড়িত কিংবা (ঘ) স্বচ্ছল কিনা-এই শ্রেণী বিভাগও মূল্যায়ণ অনুশীলনে বিশেষ প্রয়োজন । তা না হলে শিক্ষার উপর গণদারিদ্র দারিদ্র্য-এর উপর শিক্ষার পারস্পরিক প্রভাব বোঝা যায় না ।

সিস্টেম হিসেবে মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ায় যেটা অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করতে হবে সেগুলো বিম্নরূপ হতে পারে ঃ

ক. কত জন খবরের কাগজ পাঠ, পত্র লিখন এবং অন্যূন সাধারন যোগ বিয়োগ করতে সক্ষম,

খ. কত জন উপরোক্ত (ক) অপেক্ষা নিম্নমানের, কিন্তু সরকারী আধা-সরকারী এক্সটেনশন বিভাগ (যেমন কৃষি, বন, মৎস, পশু সম্পদ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সমবায় ইত্যাদি)সমূহের পোষ্টারগুলো বুঝে পড়তে পারে ।

গ. কত জনের সাক্ষরতা স্তর উপরোল্লিখিত (খ) অপেক্ষা নিম্নতর,

ঘ. নিয়মিত পাঠাভ্যাস বা চর্চার অভাবে কতজনের স্বাক্ষরতার মান হ্রাস পেয়েছে বা পাচ্ছে ।

পরিশেষে একটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া দরকার । সেটা হচ্ছে ঃ ব্যষ্টিক মূল্যায়ণ বা মাএলা ইভালুয়েশন কখনই কর্মসূচী পরিবীক্ষণ বা প্রজেক্ট মনিটরিং এর বিকল্প নয়, যদিও প্রথমটি নীতি পর্যালোচনার জন্য আবশ্যক । ব্যষ্টিক মূল্যায়নের সংগে পরি-

কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আই.এম.ই.ডি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা অফিসকে নিয়মিতভাবে নির্বাচিত সরকারী গণশিক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করতঃ এই গুলির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে। গণশিক্ষা অফিসকে উপজেলা পরিষদ সমূহ থেকে নিয়মিতভাবে উক্ত উপজেলায় অবস্থিত সব কয়টি সরকারী গণশিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে আরো একটি শূণ্যতা বিরাজ করছে। নির্বাহী পরিদর্শকের দপ্তর কিংবা উপজেলা পরিষদসমূহ বর্তমানে এন,জি,ও সমূহ কর্তৃক পরিচালিত গণশিক্ষা ক্রিয়াকলাপ পরিদর্শন কিংবা তাদের সংগে এই জাতীয় কোন যোগাযোগ স্থাপন করেন না।

এই বিষয়েও গণশিক্ষা পরিদপ্তর এবং উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্টতা থাকা দরকার। মাঠ পর্যায়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষা অফিসারের বোঝা আর না বাড়িয়ে উপজেলা পর্যায়ে একটি গণশিক্ষা অফিস্ স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। উপজেলা পর্যায়ের প্রস্তাবিত গণশিক্ষা অফিস ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত মনিটরিং এবং গণশিক্ষা দপ্তরের বাৎসরিক ব্যক্তিক মূল্যায়ণ সমবায়ে গণশিক্ষার জন্য একটি কার্যকরী এম,আই,এস পদ্ধতি গড়ে উঠবে। এরফলে গণশিক্ষার ব্যাপারে সম্ভাব্য রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অংগীকার বদ্ধতা কৈফিয়ত বন্দীতা-সৃষ্টির এক কাঠামো রচিত হবে এবং এটা গণমানুষকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে জীবনের আলোতে প্রবেশের সুযোগ দেবে।

কয়েকটি দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ও হার

(১৫ + বয়সী : ১৯৮৫)

	দেশ	নিরক্ষরতার হার ('৮৫)		নিরক্ষরের সংখ্যা মিলিয়ন		বিশ্বে মোট-এর আনুপাতিক % হার
১।	ভারত	৫৬·৫		২৬৪		২৯·৭
২।	চীন.	৩০·৭		২২৯		২৫·৮
৩।	পাকিস্তান	৭০·৪		২৯		৪·৪
৪।	বাংলাদেশ	৬৬·৯		৩৫		৪·২
৫।	নাইজেরিয়া	৫৭·৬		২৭		৩·০
৬।	ইন্দোনেশিয়া	২৫·৯		২৬		২·৯
৭।	ব্রাজিল	২২·৩		১৯		২·১
৮।	ঈজিপ্ট (মিশর)	৫৫·৫		১৬		১·৮
৯।	ইরান	৪৯·২		১২		১·৩
১।	মোট (৯ দেশ)		১।	৬৬৬৯	১।	৭৫·২
২।	অন্যান্য দেশসমূহ		২।	২২০	২।	২৪·৮
৩।	বিশ্বে মোট		৩।	৮৮৯	৩।	১০০·০

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপন

ডঃ আবু হামিদ লতিফ

শিক্ষা একটি সাংবিধানিক অধিকার, মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে বিগত বছর গুলোতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিন্তু এতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে আমাদের প্রধান দু'টি সমস্যা ঃ (ক) স্কুলে পড়ুয়া বয়সের উল্লেখযোগ্য অংশ স্কুলে ভর্তি করা হয় না। (খ) যারা স্কুলে ভর্তি হয় তাদের একটি বড় অংশ স্কুলের কার্যক্রম সম্পূর্ণ না করেই স্কুল ত্যাগ করে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। সমাধানের পথেও বাধা অনেক। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া বয়সের বালক বালিকার সংখ্যা দাড়াবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ। প্রতি ২৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে বিদ্যালয় ধরলে তখন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে ৭০ হাজার। বর্তমানের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাদদিলে প্রায় ২৩ হাজার নতুন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন থেকে যাবে। সেই সাথে প্রয়োজন দেখা দিবে শিক্ষক, বইপত্র, উপকরণ আসবাবপত্র এবং বিদ্যালয় গৃহ। এ সবের যোগান দেয়া অসাধ্য না হলেও সহজসাধ্য নয়। সবার জন্য শিক্ষা লাভের লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হলেও নানাবিধ কারনে সবার পক্ষে এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কতিপয় অঞ্চলে আই-ডি-এ প্রকল্পের অধীনে এ ধরনের সুযোগ অনেকটা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এসব-অঞ্চলেও শিক্ষা সার্বজনীন করা হয়নি। পড়ুয়া বয়সের উল্লেখযোগ্য অংশ ভর্তি হয়নি, ভর্তি হয়েও অনেক ঝরে পড়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে সার্বজনীন করার প্রচেষ্টা সুদুর পরাহত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স অতিক্রম করেছে এমন অর্থাৎ যাদের বয়স ১১ বা তদোর্ধ তাদের দিকে তাকাই তা হলে দেখবো এ দেশে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক প্রায় সাড়ে চার কোটি নিরক্ষর লোক আছে। তাদের প্রায় সকলেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ছোয়া পাইনি। তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, আর সম্ভব হলেও তাদের পক্ষে এ ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহন করা সম্ভব হবেনা। এই বিপুল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক-

শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হলেও এই দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ বড় এবং তা গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দানের একটি অবকাঠামো এপর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করছে। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে এ-পর্যন্ত পরিকল্পিত ও ব্যাপকভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা কার্যক্রম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় পরে কিন্তু এটি একটি প্রকল্প হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কি ধরণের কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে গ্রহন করা প্রয়োজন তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু বিবেচনায় আসা উচিত। বর্তমান অবস্থায় আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যোগ-সূত্র স্থাপনের পথ সন্ধান সে জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা জানি গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে বেসরকারী সংস্থা-সমূহকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কাজটি এতই বিশাল যে, বিভিন্ন পথে অগ্রসর না হলে এবং বিপুল প্রচেষ্টা না চালালে কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। সেজন্য আনু-ষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে গণশিক্ষা কর্মসূচীর যোগসূত্র স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই যোগসূত্র স্থাপন হবে প্রধানতঃ শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠান ভিত্তিক অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহায়তায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সু-বিধাদি ব্যবহার করে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃত অবকাঠামো ও বিরাট জনশক্তি পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে পারলে সারা-দেশে গণশিক্ষার কর্মপ্রবাহ ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারীভাবে প্রায় ২০০ প্রাথমিক স্কুলকে সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করে প্রাথমিক স্কুল গমোনপযোগী ছেলেমেয়ে স্কুলে আনা, তাদের ধরে রাখা এবং পিতামাতাদের সাক্ষরতা প্রদান এই কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য। এই কর্মসূচী সম্প্র-সারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক স্কুলের বৃহত্তর এলাকায় এলা-কাবাসীর সহায়তায় প্রায় একই উদ্দেশ্যে "সেটেলাইট" স্কুল স্থাপনের সারথি প্রকল্প

হাতে নেওয়া হয়েছে । এই ভাবে প্রাথমি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপনের কাজ ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছে । যে সব এলাকায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র কিংবা সেটেলাইট স্কুলের মত কর্মসূচী নাই সে সব এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলোর সাথে গণশিক্ষা কর্মসূচীর গণশিক্ষা কর্মসূচীর যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর যোগসূত্র নাই । সুতরাং গণশিক্ষা প্রসারে এটি একটি বিরাট সম্ভাবনাময় সহায়ক ক্ষেত্র । এই পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে গণশিক্ষা কর্মসূচীকে সম্পৃক্ত করতে পারলে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথার্থ যোগসূত্র স্থাপিত হবে । উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমাজ নিরক্ষরতা দূরীকরণের মত একটি জাতীয় সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে । এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন, শিক্ষক সমিতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করে কর্মসূচী গ্রহন করা যায় ।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন :

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতি ১.৫টি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে । গড়ে প্রতি ৩/৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে হাই স্কুল আছে । প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় ৩/৪টি গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে । পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা গণশিক্ষা কেন্দ্র থাকবে । উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন উৎসাহী গ্রামবাসী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা অথবা নবম বা একাদশ শ্রেণীর উৎসাহী স্থানীয় শিক্ষার্থীর মধ্য হতে গণশিক্ষার জন্য শিক্ষক নির্বাচন করা যেতে পারে ।

স্থানীয় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ঐ এলাকার গণবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন । জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক তত্ত্বাবধায়কগনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কগণ নিজ নিজ এলাকার শিক্ষকদের কর্মপর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন । কার্যক্রম চলাকালেও প্রতি চার মাসে একবার তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক শিক্ষকদের সমস্যা কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে পারে । তত্ত্বাবধায়ক সপ্তাহে কমপক্ষে একবার করে প্রতিটি গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন । শিক্ষকদেরকে পরামর্শ দেয়া ছাড়াও বিশেষ বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান

করার পথ নির্দেশ দেবেন ।

এই ভাবে স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং উৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় গণ-বিদ্যালয় কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিকল্পনানুসারে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে । এ কাজে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ-ইত্যাদি গণবিদ্যালয়ের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । এইসব প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুযোগ সুবিধাও গণবিদ্যালয়ের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

গণবিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠু পরিচালনায় স্থানীয় মানব ও অন্যান্য সম্পদ ব্যব-হার কের ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব । কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কোনরূপ ব্যয় ছাড়া এ কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয় । এ কাজে শিক্ষা সামগ্রীর খরচ ছাড়াও শিক্ষক ও তত্ত্বা-বধায়কদের জন্য কিছুটা সম্মানীর ব্যবস্থা রাখা দরকার ।

উপসংহার ঃ

আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচী বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও লাভবান হয় । শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও শিক্ষা ভিন্ন পর্যায়ে ও পেক্ষিতে প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা তাদেরকে সমৃদ্ধ করে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কর্মস্পৃহা বাড়ে, নতুন কিছু করার আনন্দে তারা উজ্জীবিত হয় । স্কুল কলেজের শিখন শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এর শুভ প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী । ফলে এই যোগসূত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে ।

গণশিক্ষার মত একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে গিয়ে শিক্ষালয়গুলো সেবাদানের মাধ্যমে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবে । এলাকায় একটি শিক্ষার আবহ সৃষ্টি হবে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী ।

কর্মশিবিরের সুপারিশমালা

কর্মশিবিরের সুপারিশমালা

১. ভবিষ্যত গণশিক্ষা কর্মসূচীর রূপরেখা ও সাংগঠনিক কাঠামো

ক. উদ্দিষ্ট দল নির্বাচন :

গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য উদ্দিষ্ট দল নির্বাচন করা হবে নিম্নরূপ ১১ - ৪৫ বছরের শিক্ষার্থী। প্রয়োজনে তাদের ২টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন : ১১ - ১৫ বছর ও ১৬ - ৪৫ বছর।
শিক্ষার্থী নির্বাচনে মহিলাদের প্রাধান্য দেয়া হবে এবং পুরুষ ও মহিলাদের কেন্দ্র আলাদা করা হবে।

খ. কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতি :

গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ কাজে নিম্নলিখিত কর্মকৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১. গ্রাম নির্বাচন : সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক বেস লাইন সার্ভের মাধ্যমে যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গৃহ পাওয়া যাবে সে গ্রাম।

২. কেন্দ্র নির্বাচন : নির্বাচিত গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত হতে হবে।

৩. গৃহ নির্বাচন : অনায়াসে ৪০ জন বসার উপযোগী।

৪. শিক্ষার্থী নির্বাচন : ১১ - ৪৫ বছরের, তারমধ্যে ৭০ % মহিলা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. শিক্ষক নির্বাচন : (১) স্থানীয় অধিবাসী হতে হবে এবং একজন প্যানেলে থাকতে হবে।
(২) কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাস এবং বয়স্ক হতে হবে।
(৩) মহিলা কেন্দ্রের জন্য মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।

৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণ : (ক) মৌলিক প্রশিক্ষণ কমপক্ষে ১৫ দিন এবং তা মডুলের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।
(খ) ৬ দিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
(গ) এলাকা ভিত্তিক প্রতিমাসে ১ দিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৭. শিক্ষক সম্মানী : ন্যূনতম মাসিক ৫০০/- টাকা।

৮. কোর্সের মেয়াদ : ন্যূনতম ১ বছর হবে।

৯. দৈনিক সময় ঃ সপ্তাহে ৫ দিন, দৈনিক ২ - ২ $\frac{১}{২}$ ঘন্টা এবং তা শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী সময়ে হতে হবে ।

১০. শিক্ষা উপকরণ ঃ গণশিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ভিত্তিক প্রণীত এবং তা সংস্থা কর্তৃক মনোনীত বই ।

১১. অন্যান্য উপকরণ ঃ বোর্ড, চক, ডাষ্টার, বসার আসন, শ্লেট, পেন্সিল, খাতা, কাঠপেন্সিল, রাবার, ছাত্র হাজিরা খাতা, পরিদর্শন খাতা, ষ্টাফ বই, খেলার-সরঞ্জাম, বিভিন্ন চার্ট ইত্যাদি ।

১২. জনগণের অংশগ্রহন ঃ প্রতিমাসে একটি অভিভাবক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে ।

১৩. কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ প্রতি কেন্দ্রে ৪০ জন ।

১৪. তত্ত্বাবধান ঃ ১৫টি কেন্দ্রের জন্য ১ জন সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন ।
ঃ ৫ জন তত্ত্বাবধায়কের জন্য একজন উর্ধতন তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন ।
ঃ তাঁদের বেতন যোগ্যতা অনুসারে নির্ধারিত হবে ।

১৫. মনিটরিং ঃ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো এবং গুনগত মান বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত মনিটরিং ও মূল্যায়ণের ব্যবস্থা থাকবে ।

গ. <u>সাংগঠনিক কাঠামো ঃ</u>

দেশের বিপুল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের বিষয়টি জাতীয় জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন । কারন উন্নয়ন কর্মকান্ড সাক্ষরতা সমর্থনেই সফল ও অর্থবহ হতে পারে । সেজন্য এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট জাতীয় নীতি থাকা বাঞ্চনীয় এবং জাতীয় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এর প্রতি সক্রিয় সমর্থন থাকতে হবে । বিভিন্ন পর্যায়ে জনগনের ঘনিষ্ট সম্পৃক্ত থাকা দরকার । এই লক্ষ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

সভাপতি ঃ মহামান্য প্রেসিডেন্ট সহ-সভাপতি ঃ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী	১	জাতীয় গণশিক্ষা পরিষদ	নীতি নির্ধারণ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবেন এবং বছরে কমপক্ষে ৩ বার অধিবেশনে মিলিত হবেন।
সভাপতি ঃ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সহ-সভাপতি ঃ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য-সচিব ঃ নির্বাহী পরিচালক, গণশিক্ষা কার্যক্রম	২	ষ্টিয়ারিং কমিটি	সমন্বয়, মনিটরিং ও মূল্যায়ণ
নির্বাহী পরিচালক	৩	গণশিক্ষা অধিদপ্তর	ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন খ) কর্মসূচী তৈরি গ) বাস্তবায়ন ঘ) তত্ত্বাবধান ঙ) মনিটরিং চ) মূল্যায়ণ
	৪	জেলা গণশিক্ষা কমিটি	প্রতিমাসে ১ বার করে সভা অনুষ্ঠিত হবে
	৫	উপজেলা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি	
	৬	ইউনিয়ন গণশিক্ষা কমিটি	
	৭	গ্রাম গণশিক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটি	

ঘ. বেসরকারী সংস্থাসমূহের জন্য সাহায্য :

গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাকে বিভিন্ন খাতের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাসাধ্য অনুদান দিবে ।

ব্যয়ের খাত : বেস লাইন সার্ভে, গৃহ নির্বাচন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বসার জায়গা, কেন্দ্রে উপকরণ পৌছানোর খরচ, মনিটরিং , আভ্যন্তরিন মূল্যায়ণ, প্রশাসনিক ব্যয়, সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের বেতন, উপকরণ খরচ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয়িত হবে ।

ঙ. বেসরকারী সংস্থাসমূহকে সাহায্যের পূর্বশর্ত :

১. বেসরকারী সংস্থাকে সরকারের যে কোন দপ্তর বা অধিদপ্তরের নিকট নিবন্ধীকৃত হতে হবে ।

২. সংস্থার সুসংহত সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে ।

৩. সংস্থাকে কার্যক্রম পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমান দিতে হবে ।

৪. সংস্থাকে কমপক্ষে ২ বছরের গণশিক্ষা কার্যক্রমে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে । তবে কোন নতুন সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে তার বিশ্বস্থতার প্রমান দিতে পারলে তাও বিবেচনা যোগ্য হবে ।

৫. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যৌথ কার্যক্রম ও নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন ও কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া গ্রহনের প্রয়াসে অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচিত হতে পারে ।

৬. সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে সাহায্য দেয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে ।

৭. শিক্ষা কার্যক্রমে কমপক্ষে ২০টি কেন্দ্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।

চ. গণশিক্ষা কার্যক্রমে বেসরকারী সংস্থাদের সমন্বয়ের রূপরেখা :

১. জাতীয় কাউন্সিলে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক ।

২. ষ্টিয়ারিং কমিটিতে বেসরকারী সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব থাকা বাঞ্চনীয় ।

৩. গণশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থার সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার ।

৪. জেলা গণশিক্ষা কমিটিতে বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি নিয়োগ করা ।

৫. উপজেলা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিতে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মীবৃন্দকে সমন্বয় করা প্রয়োজন ।

৬. ইউনিয়ন গণশিক্ষা কমিটিতে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারী সংস্থার কর্মী বৃন্দকে সংযোগ করা আবশ্যক।

৭. ইউনিয়ন গণশিক্ষা কমিটিতে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে সমপরিমান ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে।

৮. গ্রাম গণশিক্ষা বাস্তবায়ন কমিটিতে বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৯. পাঠক্রম প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে বেসরকারী সংস্থার অংশগ্রহন আবশ্যক।

১০. উপকরণাদি পরীক্ষণ, নিরীক্ষণের জন্য সরকারের সাথে বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি-দের নিয়ে একটি সেল গঠন করা যেতে পারে।

১১. সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান মূল্যায়ণের জন্য একটি অভিন্ন মনিটরিং প্রথা উদ্ভাবন করা দরকার।

১২. সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক।

ছ. আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক এবং সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের সংযোগসাধন :

১. গণজাগরণ সৃষ্টি কল্পে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে জুলাই ১৯৮৯-র মধ্যে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ ১৯৯০ সালের জাতীয় কমিটি ও টাস্ক ফোর্স গঠন এবং আগামী ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের কর্মসূচী প্রণয়ন, গ্রহন ও বাস্তবায়ন এবং রূপরেখা চূড়ান্তকরণ আবশ্যক।

২. বেসরকারী ক্ষুদ্র সংস্থাসমূহকে বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘের মাধ্যমে অধিকতর সুসংহত ও কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গণশিক্ষা কাজে ব্যবহার করতে হবে।

৪. সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপজেলা অনুসারে নির্দিষ্ট কর্ম এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া আবশ্যক।

৫. সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষকদের এই কর্মসূচীতে অংশ-গ্রহনের জন্য সরকারী পর্যায়ে নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তু-বায়ন করতে হবে।

৬. উপানুষ্ঠানিক ভাবে পরিচালিত সর্ব পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করা এবং তাদের অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করা দরকার।

৭. সরকারের পক্ষ থেকে বছরে ১ বার জাতীয় গণশিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে।

৮. প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং দক্ষ জনবল ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।

৯. বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ কর্তৃক পরিচালিত মেৎস্লো নিরীক্ষামূলক কর্মসূচীর সমাপ্তির পর প্রধান মেৎস্লো (স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে গণশিক্ষা) কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।

১০. গণশিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত বিভিন্ন কমিটির ধরণ হবে নিম্নরূপ এবং বিভিন্ন কমিটিতে স্থানীয় প্রতিনিধি, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বিত করতে হবে।

ক. গ্রাম গণশিক্ষা বাস্তবায়ন কমিটি : ওয়ার্ড সদস্য, স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সরকারী প্রাথমিক স্কুল, মক্তব, স্থানীয় সমাজ হিতৈষী।

খ. ইউনিয়ন গণশিক্ষা কমিটি : ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ও মাদ্রাসার প্রতিনিধি, স্থানীয় সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি।

গ. উপজেলা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি : সরকারী গণশিক্ষার প্রতিনিধি, উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, কলেজ শিক্ষক প্রতিনিধি, ছাত্র প্রতিনিধি, স্থানীয় সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি।

ঘ. জেলা গণশিক্ষা কমিটি : সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, জেলা গণশিক্ষার সরকারী প্রতিনিধি, বেসরকারী প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রতিনিধি, ছাত্র প্রতিনিধি।

প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সুপারিশ :

১. সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থা দূরীভূত করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকতর গতিশীল করতে হবে।

২. রেডিও, টেলিভিশন, পত্র পত্রিকা ইত্যাদি গণমাধ্যমের সাহায্যে গণজোয়ারের সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সর্ব স্তরের ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী, শ্রমিক ও সমাজসেবীদের এগিয়ে আসতে হবে।

৩ বাংলাদেশের সংবিধানে সবার জন্য শিক্ষা এই কথাটি সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। সবার জন্য শিক্ষা এই জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী আইন করতে হবে।

৪ গণশিক্ষার কাজে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থাকে জাতীয় স্বীকৃতি দিতে হবে।

৫ বেসরকারী সংস্থাকে জাতীয় স্বার্থে কর্মসূচী প্রতিপালনে যথার্থ আন্তরিক হতে হবে।

৬ প্রত্যেক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোককে অন্তত একজন নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দিতে হবে।

গণশিক্ষার কাজে সকল দেশসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এ দেশের অভিজ্ঞতার সংগে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২. গণশিক্ষার পাঠক্রম, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা পদ্ধতি

ক. পাঠক্রম

১। ১১ - ৪৫ বছর বয়ঃসীমার শিক্ষার্থীদের মনমানসিকতা ও গ্রহন ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে একটি চলমান কারিকুলাম প্রণয়ন করা প্রয়োজন । কারিকুলাম প্রণয়নের পূর্বে জাতীয় ভাবে সাক্ষরতার একটি আদর্শ সংজ্ঞা নির্ণয় ও প্রচারের উদ্যোগ নেয়ার কথাও বিবেচ্য । সংজ্ঞাটি এমন হতে পারে : "মাতৃভাষায় কথাশুনে বুঝতে পারা, পড়তে পারা, সঠিকভাবে ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করা ও লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা লাভ" ।

২ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে এবং নতুন নিরক্ষর শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ কল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক ।

৩। গণশিক্ষা কারিকুলাম সময় সাপেক্ষে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা যেতে পারে ।

৪। কারিকুলাম প্রণয়নের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শিক্ষাদান কাল (১ বছর), পাঠের মেয়াদ (সপ্তাহে ৫ দিন, প্রতিদিন ২ ঘন্টা), শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আচরণিক ব্যবহার, শিক্ষকের কাজ, পাঠ বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন ।

৫। গণশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য একটি বিশেষ "শিক্ষাক্রম সেল" থাকলে কারিকুলাম প্রণয়নের কাজ দ্রুত ত্বরান্বিত হতে পারে ।

৬। সাংগঠনিক কাঠামো হিসাবে প্রস্তাবিত গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে একটি জাতীয় গণশিক্ষা ইনসটিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন ।

ধারাবাহিকতা, নিয়মরক্ষা, সময়োচিত প্রতিবেদন আনয়ন ও সঠিক মূল্যায়ণের জন্য শিক্ষাদান কালের সময়কাল এক বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বর্ষাকাল, শষ্য উৎপাদন, শিক্ষা দানের মাঠ পর্যায়ের প্রস্তুতির ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে ৮০ ঘন্টা অর্থাৎ ২ মাস বাদ দিয়ে শিক্ষাদানকালে বছরে ৪০০ ঘন্টা ধরা যেতে পারে এবং এই কার্যকাল নির্দিষ্ট একটি মাস (অক্টোবর) থেকে সারা দেশে একই সাথে আরাম্ভ করা যায় । এই ৪০০ ঘন্টাকে তিনভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে :

১ম পর্ব ঃ ১২০ ঘন্টা অর্থাৎ তিনমাস
২য় পর্ব ঃ ১৬০ ঘন্টা অর্থাৎ চারমাস
৩য় পর্ব ঃ ১২০ ঘন্টা অর্থাৎ তিনমাস
৪০০ ঘন্টা দশমাস

৮। গণশিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্র নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক/তত্ত্বাবধায়ক/প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণকাল বিবেচনা করে সারা বছরের জন্য একটা ছক দেওয়া হলো ঃ

অক্টোবর – ডিসেম্বর – প্রথম পর্বের কাজ
জানুয়ারী – এপ্রিল – দ্বিতীয় পর্বের কাজ
মে – জুলাই – তৃতীয় পর্বের কাজ

৯। একটি আদর্শ পাঠক্রম প্রণয়ন করা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত পাঠক্রমের স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত রাখা বাঞ্চনীয় ।

১০। বেসরকারী সংস্থার সকলকে প্রণীত পাঠক্রম সম্পর্কে অবগতি করানোর পর ধীরে ধীরে বেসরকারী সংস্থাদের ব্যবহৃত বইসমূহ আদর্শ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন সাপেক্ষে ব্যবহার করার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ।

১১। নব্য সাক্ষরদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখার জন্য অনুসরণী বই মিনি লাইব্রেরীর মাধ্যমে অবিরাম পড়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।

১২। তৃতীয় পর্বের শিক্ষাদান কাল থেকে শিক্ষার্থীদের সংঘবদ্ধভাবে বাড়তি আয়ের জন্য সমিতির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞানদানের বিষয়টি কারিকুলামে অনুর্ভুক্ত করা দরকার ।

১৩। গণশিক্ষা কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রাইমারের রূপরেখা ঃ

প্রাইমারের প্রকৃতি	পাঠের সংখ্যা	পাতার সংখ্যা	বিষয়বস্তু
প্রথম পর্ব তিনমাস ১২০ ঘন্টা	৩০	৩২ – ৪০	– বর্ণ পরিচিতি আকর্ষণীয়, জনপ্রিয় জীবন ও পেশাভিত্তিক সহজ সরল ভাষায় (দু থেকে তিন অক্ষরের শব্দে গঠিত) বাক্য বুঝে পড়তে ও লিখতে পারা । · নিজের বক্তব্য স্পষ্ট, শুদ্ধ ভাষায় বলতে পারা । · ১ – ৫০ সংখ্যা পর্যন্ত পড়তে ও লিখতে পারা ।

গ) দেশ : দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ, জেলা / উপজেলা / স্থানীয় সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় দিবসসমূহ ।

ঘ) সমাজ : প্রতিবেশি / সম্প্রীতি, মানবজাতি, সমাজ কাঠামো, নারীর অধিকার/মর্যদা/ যৌতুক ।

ঙ) নীতিবোধ : সত্য, ন্যায় বিচার, আত্মত্যাগ / অহিংসা ।

চ) অর্থনীতি : অভাব, টাকা পয়সা, হিসাব লেনদেন, ঋণ, সঞ্চয়, সমবায় ।

ছ) কাজকর্ম : দিন মজুরী, ব্যবসা / বানিজ্য, চাষাবাদ-মৌসুমী শষ্য ও ফল, হাঁস মুরগী পালন, পশুপালন, মাছের চাষ ।

জ) স্বাস্থ্য : প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশু ও বৃদ্ধের যত্ন, ব্যায়াম, সাধারন রোগ ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ।

ঝ) খাদ্য ও পুষ্টি : খাদ্যাভাস, শাকসবজি, ফলমুল, দুধ, পুষ্টিহীনতা ও নানা রোগ ।

ঞ) সংস্কৃতি : ঐতিহ্য, সাহিত্য, পাঠাগার ।

১৪। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য ও স্বল্প ব্যয়ে লভ্য সম্পদাদির বর্ণনা ও তার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্য তৃতীয় পর্বের শেষ পর্যায়ে অনুসরণী বই ব্যবহার করা প্রয়োজন । এ ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়াদির উপর পুস্তক রচনা করা যেতে পারে :

১) দেশপ্রেম / জাতীয়তাবোধ, ২) আয় বাড়ানোর নানান পথ, ৩) দেশপ্রেমিক বীরের গল্প, ৪) মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস, ৫) বীর নারীদের কাহিনী, ৬) ধর্মীয় কাহিনী, ৭) ধর্ম মনীষিদের কাহিনী, ৮) মহাপুরুষদের জীবনী, ৯) জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, ১০) লোক সংস্কৃতির কথা ।

খ) <u>শিক্ষা উপকরণ :</u>

১। নব্য সাক্ষরদের অর্জিত দক্ষতা অর্জনও অক্ষুন্ন রাখার জন্য অব্যাহতভাবে উপকরণ উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ।

২। উপকরণ উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে একটি সেল এবং পর্যাপ্ত লোকবল থাকতে হবে ।

৩। জাতীয় পর্যায়ে উপকরণ উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং এ বিষয়ে গবেষনা ও মূল্যা-য়নের ব্যবস্থা সহ যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। বর্তমানে প্রচলিত উপকরণগুলির মূল্যায়ণ কের তাদের উপযোগিতা যাচাই করে দেখতে হবে।

৫। কোনো নতুন উপকরণ যাচাই না করে প্রচলিত হতে দেয়া ঠিক হবেনা।

৬। বিভিন্ন গণমাধ্যমে গণশিক্ষা এবং গণশিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। নব্য পড়ুয়াদের বিভিন্ন গণমাধ্যমের উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। যেমন : মূদ্রন, ইলেকট্রোনিক, বুক ফরম, নন-বুক ফরম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক উদ্বুদ্ধকরণমূলক ও বিনোদনমূলক উপকরণ।

৮। উপকরণের বিষয়বস্তু হবে সহজ সরল ও ব্যবহার উপযোগী। তার পরিবেশনা হবে আকর্ষণীয় ও গ্রহনযোগ্য।

৯। পাঠ্য বইয়ে বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, শব্দ ও বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

১০। পাঠ্য বইয়ে সন্নিবেশিত বিষয়গুলি বিভিন্ন পাঠে বিভক্ত থাকবে এবং প্রত্যেক পাঠ শেষে মূল্যায়ণের জন্য অনুশীলণের ব্যবস্থা থাকবে।

১১। ছাপা মাধ্যমের উপকরণগুলি কাগজ, মুদ্রণ, বাধাই ও পরিবেশনা উন্নত মানের হতে হবে।

১২। ছাপার অক্ষর স্পষ্ট, ঝকঝকে ও একটু বড় হতে হবে।

১৩। গণশিক্ষার সাথে জড়িত সকল বিষয়ের উপর অব্যাহত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। গণশিক্ষার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ণ, শিক্ষাদান, রিপোর্টিং ব্যবস্থা, উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহার, অনুসরণী কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৪। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের শিক্ষক সহায়িকা ও তত্ত্বাবধায়ক সহায়িকা থাকতে হবে।

১৫। নিম্নলিখিত উপকরণগুলির গণশিক্ষা কেন্দ্রে ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

বসার চাটাই, মাদুর, পিড়ি, বেঞ্চ, চকবোর্ড, চক, ছাত্র হাজিরা খাতা, বই, খাতা, পেন্সিল, শ্লেট, শ্লেট পেন্সিল, ডাষ্টার, বাতি, (নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য) পরিদর্শন খাতা, মানচিত্র, চার্ট, বইখাতা রাখার বাক্স, আলমারী, অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী ।

গ. পদ্ধতি ঃ

১। বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস পদ্ধতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র সংযোজন করে বই রচনা করতে হবে ।

২। এ ক্ষেত্রে যতখানি সম্ভব মূল শব্দ পদ্ধতির ব্যবহারকে সুচিন্তিত করতে হবে অর্থাৎ যথাসম্ভব কম সংখ্যক বর্ণ ব্যবহার করে শব্দ ও বাক্য শেখাতে হবে ।

৩। পড়ানোর কৌশল, লেখানোর নিয়মকানুন, সংখ্যা লেখা, পড়া ও ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিনব পদ্ধতি আবিস্কৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে চলতে পারে ।

৩.গণশিক্ষা কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিংয়ের পরিকল্পনা

ক. কর্মপরিকল্পনা :

উদ্দেশ্য :

ক) সাধারণ : চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রস্তাবিত গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ।

খ) নির্দিষ্ট : ১) কর্মপরিকল্পনা
২) প্রায়োগিক কৌশল
৩) প্রায়োগিক সময়
৪) তত্ত্বাবধান
৫) মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া
৬) মূল্যায়ণ অনুসরণীকা
৭) বাজেট প্রণয়ন
৮) প্রশিক্ষণ

লক্ষ্যমাত্রা :

সুনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা, বয়সের স্তর ও শ্রেণী বিভাজন, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে ।

কার্যক্রম :

ড্রপ-আউট ও বয়স্ক ব্যক্তি ।

সাক্ষরতার মান :

সাধারন সাক্ষরতা - ৬ মাসকাল
কার্যকর সাক্ষরতা - ৬ মাসকাল
মোট -১ বৎসর

সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী : চলমান ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সরকারী ও বেসরকারী ।

প্রকল্প মেয়াদকাল : ৫ বছর (চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)

বাস্তবায়নের স্তর : ১১ - ৪৫ বছর - ১ বছর মেয়াদী ।

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ।

ঃ কিশোর ঃ ১১ - ১৫ বৎসর

ঃ বয়স্ক ঃ ১৫ - ৪৫ বৎসর

বিশেষ শ্রেণী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মহিলা ।

এলাকা জরিপ ঃ পূর্ব জরিপ

অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংগঠনিক, শিক্ষাগত, পেশাগত বয়স শিক্ষিতের হার, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুবিধা, নারী শিশু পুরুষ ।

কর্মএলাকা ঃ উপজেলা ভিত্তিক । ৪৬০টি উপজেলা ।

কর্মীবল ঃ ১) কেন্দ্র শিক্ষক/ শিক্ষিকা - ১ জন, শিক্ষার্থী - ৪০ জন ।

২) একজন সুপারভাইজার - ১৫টি কেন্দ্রের জন্য ।

৩) উপজেলা এরিয়া কো-অর্ডিনেটর - ৫ জন সুপারভাইজারের জন্য ।

৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্প পরিচালক ।

শিক্ষা সরঞ্জাম ঃ শিক্ষা কেন্দ্র আসন ব্যবস্থা ।

শিক্ষা উপকরণ -প্রাইমার, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল, কলম, চকবোর্ড, হ্যারিকেন, হাজিরা খাতা, ডাস্টার, চক, চলতি মূল্যায়ণ ছক ।

শিক্ষার্থী প্রতি বাজেট ঃ

বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় ৩২৬/-টাকা এবং বাৎসরিক ১০ % হারে বৃদ্ধি পাবে ।

খ. বাস্তবায়ন ঃ ক) জনগনের অংশের মাধ্যমে কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি(৫ সদস্য বিশিষ্ট)

খ) গণশিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণ- ব্যক্তিগত, দলীয় ভিত্তিতে ।

গ) গণ প্রচার মাধ্যম, পোস্টার, পত্র পত্রিকা, সভা সমিতি ইত্যাদি ।

ঘ) দলগঠন ঃ কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সখ্যতা ভিত্তিক দল গঠন ।

ঙ) গ্রাম সংগঠন ঃ নেতৃস্থানীয় লোকদের অংশগ্রহন পূর্বক কমিটি গঠন ।

শিক্ষক / শিক্ষিকা নির্বাচন ঃ

স্থানীয় ও কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পাস / এস এস সি বা সমপর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ।

- সুপারভাইজার ঃ সংশ্লিষ্ট এলাকার ন্যুনতম এইচ এস সি পাস ।
- প্রশিক্ষণ ঃ ২ সপ্তাহ ।
- উপকরণ সরবরাহ ঃ কেন্দ্র চালু করার আগে প্রশিক্ষণের সময় সরবরাহ করা হবে ।
- তত্ত্বাবধান ঃ প্রতিমাসে ১ বার সুপারভাইজার কর্তৃক ।
- কো-অর্ডিনেটর ঃ মাসে ১ বার সুপারভাইজারদের সাথে বৈঠক ।

অনুসরণ কার্যক্রম ঃ ৬ মাস ।

প্রতিবেদন ঃ মাসিক, ত্রৈমাসিক, সমাপণী ।

মূল্যায়ণ ঃ আভ্যন্তরিন ঃ

১) শিক্ষকের সাহায্যে - প্রতিটি শিক্ষার্থীর দক্ষতা ।

সুপারভাইজার- পদ্ধতিগত, শিক্ষকের কার্যক্রম, মূল্যায়ণ ফরম ।

কো-অর্ডিনেটর-তারঅধস্তন কর্মীর দক্ষতা এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ।

বিকল্প সংস্থা ঃ এক সংস্থা কর্তৃক অন্য সংস্থার মূল্যায়ণ ।

বহিরাগত ঃ পেশাদার সংস্থা কর্তৃক পূর্ণ মূল্যায়ণ ।

গ. বাজেট ঃ বাজেটের উৎস ঃ

১) সরকারী / বেসরকারী / নিজস্ব

২) দাতা সংস্থা

৩) স্থানীয় উৎস

বিনিয়োগ ব্যয় ঃ

১) অফিস

২) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

৩) ভৌত সুবিধাদি

৪) অন্যান্য বিনিয়োগ

শিক্ষক বেতন ঃ মাসিক ৫০০/-টাকা

সুপারভাইজার- ২০০০/-টাকা (নির্ধারিত)

কো-অর্ডিনেটর- ৩০০০/-টাকা, মটর সাইকেল, মেইনটেন্যান্স-১০০০/-টাকা
প্রকল্প পরিচালক - ৫০০০/-টাকা ও অন্যান্য সুবিধাদি ।

ঘ. প্রশিক্ষণ ঃ

শিক্ষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ও দেশীয় বিষয় । প্রাইমার পাঠদান পদ্ধতি । সুপারভাইজার-অর্পিত দায়িত্বের সার্বিক পরিচালনা, প্রশাসনিক, রিপোর্টিং, মনিটরিং, সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি ।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণ ঃ

প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নির্ধারণ ।

MASS EDUCATION PROGRAMME
MINISTRY OF EDUCATION
Gono Bhaban, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207.

NGO - Mass Education Programme Review Workshop
Venue : Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla
Date : 13 - 15 March 1989

A workshop was organized jointly by the Mass Education Project, the Ministry of Education and UNICEF at BARD, Comilla from 13-15 March 1989, to review the implementation of Mass Education Programme by the NGOs. Participants of the workshop included executives of the fifteen NGOs receiving subvention from both UNICEF and the Ministry of Education, selected NGOs implementing Mass Education activities, and officials of the Mass Education Project. Resource persons were drawn from the Ministry of Education, Planning Commission, Implementation, Monitoring & Evaluation Division, NCTB, University, BARD and selected NGOs.

The resource persons were asked to present keynote papers on the following subjects during the first two days:

1) Governments' Mass Education Programme -- its introduction and scope;

2) Mass Education Programme -- its curriculum, syllabus, & primer;

3) Teaching/learning materials used in Bangladesh for Mass Education Programme (MEP);

4) Teaching methods used for MEP in Bangladesh;

5) Outline of MEP -- experience of NGOs;

6) Monitoring & Evaluation of MEP;

7) Linkage between formal & non-formal education.

The following presentations of these keynote papers, on day-3 the participants were divided into three groups and were assigned with the following tasks:

1) Preparation of a framework of future MEP and its suggested organizational structure.

2) Development of outlines for curriculum, teaching/learning materials and teaching methods of MEP.

3) Formulation of a plan of action for planning, implementation, supervision and monitoring of MEP.

In the context of seven keynote papers and based on their own experiences, the participants recommended the following for the three assigned tasks:

RECOMMENDATIONS

I) Framework of future MEP and its suggested organizational structure

a) Selection of Target Group:

Learners should be of 11-45 years age group and could be divided into two groups:

11-15 years, and 16-45 years.

Priority should be given to selecting female learners. Separate learning centres should be established for male & female learners.

b) Strategies:

(i) Section of villages concerned through organizations should select villages through baseline surveys and where learners, teachers and required accommodation are available.

(ii) Selection of centres - centres should be located in the middle of the villages and should provide accommodation for at least forty learners.

(iii) Selection of learners -- 70% of learners should be female.

(iv) Selection of teachers -- Teachers should come from the same localities and should have passed at least grade VIII. Female teachers must be recruited for female centres.

(v) Teachers training -- Two-week basic training, six-day orientation, one-day refreshers training every month at the respective locality.

(vi) Teachers honoraria -- Minimum Tk.500.00 per month (1990 and beyond).

(vii) Duration of the MEP course -- Minimum one year, 5 days in a week, 2-2½ hours per day.

(viii) Teaching aids -- Primer should be produced based on curriculum framework approved by the Ministry of Education.

(ix) Other teaching aids -- blackboard, chalk, duster, seats, slate, pencil, exercise book, wooden pencil eraser, attendance register, inspection register, staff attendance register, sports materials and various charts/posters.

(x) Community participation -- monthly meeting c parents/guardians, monthly meeting of five member Centre Management Committee.

(xi) No. of learners per centre -- 40 learners.

(xii) Supervision -- one full-time supervisor for 15 learning centres; one senior supervisor for five supervisors; salary should be commensurate to experience.

(xiii) Monitoring -- continuous monitoring both quantitative and qualitative based on agreed format.

c) <u>Organizational Structure:</u>

In recognization of the importance of MEP in achieving the national development goals, there must be political commitment for MEP from the highest authority of the country. Participation of people from all walks of like is a pre-condition for successful implementation of MEP. In th context of the above the following organizational structure has been suggested:

National Mass Education Council	Chairman: Hon'ble President Vice Chairman: Minister of Edu. Policy formulation & implementation review at least thrice a year.
National Steering Committee	Chairman: Ministry of Edu. Vice Chairman: Secretary of Edu. Coordination, programme monitoring & evaluation
Mass Education Directorate	Headed by Executive Director/ Director General. Planning, programming, implementation, supervision, monitoring & evaluation.
District Mass Education Committee	Review implementation progress every month.
Upazila Implementation & Monitoring Committee	Headed by Upazila Chairman
Union Mass Education Committee	
Village MEP Management Committee	

d) <u>Assistance to NGO'S:</u>

Keeping conformity with the sectoral priority and based on availability of resources, the Government will provide subvention to NGOs for implementation of Mass Education Programme for the following activities: baseline survey, selection of learning centres, provision of seats for learners & teachers, teaching aids, project administration, training of trainers & teachers and monitoring & evaluation.

e) Pre-Condition for Subvention to NGOs

(i) The NGO must be registered with the concerned authorities.

(ii) It must have a viable organizational structure and management system.

(iii) It must have capability and skill to implement a MEP.

(iv) It must have a minimum of two years experience in the implementation of MEP. Exceptions may be made for th NGOs with proven success in other development activities.

(v) Linkage of MEP with integrated development programmes and income generating activities will be considered a additional qualities.

(vi) Subvention should be provided based on physical verification.

(vii) NGOs will qualify for subvention having experience of running at least twenty learning centres.

f) Outline of Coordination on MEP

(i) NGO representatives should be included in the National Mass Education Council and in the steering committee.

(ii) Maintain regular contacts with NGOs through Mass Education Project.

(iii) NGO representatives should be included in the District Upazila, Union and Village level committees. However, equal role should be given to both Govt. and Non-Govt organizations at Union level.

(iv) NGOs should be involved in the development and formulation of curriculum and teaching/learning materials.

(v) A cell should be established including Govt. and NG representatives for development and testing teaching/learning materials.

(vi) Uniform monitoring system should be established for both Govt. and NGO, MEP activities keeping the quantitative and qualitative aspects in view.

g) <u>Linkage between Formal & Non-Formal Education and between Govt. and NGOs:</u>

(i) Establishment of a National Committee and taskforce by July 1989 for the observance of International Literacy year 1990; and formulation of a plan of action for achieving education for all by 2000 AD.

(ii) The activities of small NGOs may be consolidated through organization such as Bangladesh Gono Shikha Sangha.

iii) Use of formal educational institutions for Mass Education Programme.

(iv) Separate geographical locations should be allocated to Govt. and Non-Govt. organizations.

(v) Clear govt. policy should be formulated for using students, teachers and all educational facilities for the implementation of Mass Education Programme.

(vi) Involvement and participation of all non-formal educational institutions should be ensured in the implementation of MEP.

vii) National Convention on MEP should be organized annually.

iii) All Govt. and Non-Govt. training institutes and trainers should be used for the implementation of MEP.

(ix) National METSLO programme should be implemented based on current experience.

h) <u>Composition of Various Committees:</u>

(i) <u>Village Mass Education Management Committee</u>
ward members, representatives of local NGOs, officials from govt. and autonomous bodies, govt. primary school teachers, maktab teachers and local social workers.

(ii) <u>Union Mass Education Committee</u>
representatives of union parishad, local govt. and non-govt. organizations, secondary schools, madrasha and local social workers.

iii) <u>Upazila Implementation & Monitoring Committee</u>
representatives of Mass Education Project, upazila officials, NGOs, college teachers, students and local social workers.

(iv) <u>District Mass Education Committee</u>
representatives of all types of educational institutions, district Mass Education Office, NGOs, local social workers and students.

<u>Other Relevant Recommendations:</u>

(i) Improve the quality of primary education through removal of existing impediments.

(ii) To generate mass movement for MEP through use of mass media.

(iii) To formulate law for providing education for all.

(iv) NGOs must be given national recognition.

(v) NGOs must be sincere in the implementation of national programme.

(vi) Each literate person should teach at least one illiterate person.

(vii) Exchange of information and experience should be encouraged among the countries involved in the implementation of MEP.

II) <u>Mass Education Curriculum, Teaching Aids and Methods</u>

a) <u>Curriculum</u>

(i) It is essential to formulate a curriculum in conformity with the psychology and learning capability of 11-45 years age group. Prior to curriculum formulation, a national definition of literacy must be evolved and disseminated. Literacy in Bangladesh may be defined as "To read and understand in mother tongue, to express in writing appropriately together with ability to acquire oral and written numberacy for managing needs of every day life.

(ii) Preventive measures should be taken to arrest the growth of new illiterate children and achievement of UPE goals.

(iii) MEP curriculum should be reviewed, modified and improved periodically.

(iv) Characteristics of curriculum should consist of duration of the course, duration of lessons, behavior of teachers and learners, functions of teachers, and subjects to be taught.

(v) A curriculum cell should be established for expediting the process of curriculum formulation and subsequent revision/modification.

(vi) A National Mass Education Institute should be established under the framework of Mass Education Project/Directorate.

(vii) Considering the natural disasters, sowing and harvesting seasons, rainy season and preparation for organizing the MEP, 400 hours has been recommended as the duration of the MEP per year. (1st phase - 120 hours i.e. 3 months; second phase - 160 hours i.e. 4 months; third phase - 120 hours i.e. 3 months).

viii) For proper implementation of MEP, the following workplan has been suggested:

<u>Activities</u>	<u>Timeframe</u>
Appointment and training/orientation of organizers, supervisors, & trainers etc.	: August
Preparation of field activities, establishment of village MEP Committees, motivation of learners and training of centre teachers.	: September
Work for 1st Phase	: Oct-Dec
Work for 2nd Phase	: Jan-April
Work for 3rd Phase	: May-July

(ix) It is essential to formulate a model curriculum which should be approved by MOE for MEP, the copyrights of which should be reserved with the Ministry of Education.

(x) NGOs should gradually modify their primers according to the model curriculum.

(xi) Reading materials for neo-literates should be developed and used through establishment of community libraries.

(xii) Provision of linking income generation activities should be made in curriculum beginning with 3rd phrase of the annual MEP.

(xiii) **Outline of Primer:**

1st Phase :	3 months (120 hrs.) 30 lessons 32 – 40 pages	Ability to read, understand and write subjects related to everyday life and profession in simple sentences consisting of 2-3 words. Ability to speak clearly and correctly. Ability to count and write 1-50 numericals.
2nd phase:	4 months (160 hrs.)	- Familiarize with 10 compound words together with alphabets and ability to read and write those. Ability to read & write in simple language about 40 topics, shown below. Ability to add, subtract, multiply and divide using 51-100 numericals & signs and multiplication tables.
3rd phase:	3 months (120 hrs.) Bengali (60-80 pages)	Learn all compound words & ability to write. Ability to write letters. Ability to learn & write the dates of important events of national, religions and family life. Ability to pronounce correctly. Handwriting & homework.
Arithmetc :	(32-40 pages)	Ability to prepare family budget. Ability to learn the measurements of length, weight and units of measuring land, and use those. Ability to learn unit of measuring time. Ability to learn tables from 1-20 and use them. Ability to do simple addition, substraction, multiplication & division.

Selection of Subjects:

a)	Introduction:	Family life, duties & responsibilities, behavior, customs, planning of family life, trees, fruits & animals.
b)	Environment:	Physical location of Bangladesh, six seasons, house, homeless, refugees, squatter, water, natural calamities and forest.
c)	Country:	Patriotism, nationalism, district/upazila local government, freedomfight, national days.
d)	Community:	Neighbour/harmony, mankind, social structure, rights of women and dowry.
e)	Morality:	Truth/justice/self sacrifice/non-violence.
f)	Economy:	Demand, money, accounts, loan, savings and cooperative.
g)	Occupation:	Daily wage labour, trade/business, cultivation, seasonal crops, fruits, paultry, livestock & fishes.
h)	Health:	First aid, ORS, care of child and aged, physical exercise, simple ailments and their preventive.
i)	Food & Nutrition:	Food habit, vegetables, fruits, milk, malnutrition & various diseases.
j)	Culture:	Tradition, literature & libraries.

(xiv) **Follow-up Material for Neo-literates**

(a) Patriotism/nationalism
(b) Various ways of income generation
(c) Stories of national heroes
(d) History of freedom fight
(e) Stories of nenowned women
(f) Religious stories
(g) Lives of greatmen
(h) Stories from science
(i) Folktales

b) Teaching Aids):

(i) Continuous preparation, supply and use of neo-literat materials should be ensured.

(ii) There should be a separate cell and trained manpower for production of teaching aids.

(iii) Efforts should be made to develop, produce, research and evaluate the teaching aid and preserve those.

(iv) Existing teaching aids should be reviewed and evaluated for future use.

v) All new teaching aid must be pre-tested.

vi) Use of mass media for introduction of Mass Education Programm and dissemination of teaching aids.

vii) Content of teaching-learning materials should be simple, usabl and attractive.

viii) Appropriate illustration should be used in the primer.

ix) Each lession should be followed by evaluation.

x) The quality of paper, printing and binding of primers should b improved. Letters should be distinct and clear.

xi) There should be provision of continuous training for all aspect of MEP.

xii) Teachers manual should be developed covering all phases of MEP.

xiii) Following teaching aids may be considered for the learnin centres.
Mats, stool, bench, chalkboard, chalk, attendance register primer, exercisebook, pencil, slate, slatepencil, duster lantern, inspection register, map, charts, trunk for storag of books, almirah etc.

C. Methodology

(i) Alphabetical system together with appropriate illustratio should be used for preparing books/primers. However, effort should be made to use minimum numbers of alphabets whil teaching words and sentences.

(ii) Conventional teaching methods should be followed until ne methods are evolved.

(iii) Emphasis should be given on writings for neo-literates.

III. Formulation of a plan of action for planning, implementation, supervision & monitoring of MEP

Workplanning

Objectives

(i) General Objectives- Implementation of MEP under the 4th Five Year Plan.

(ii) Specific Objectives
- Workplanning
- Operational strategy
- Time frame
- Supervision
- Process of evaluation
- Evaluation
- Budget
- Training

Target - Definite number, age group specific, target group, specific and essential learning needs.

Programme- Programme should be developed for drop outs, out of school children and adults.

Duration of Literacy course -

General Literacy	=	6 months
Functional Literacy	=	6 months
Total	=	1 year.

Post Literacy - Should be continuous

Implementation agency - Both government & non-government organizations

Project duration- Five years (Forth Five Year Plan)

Target Group - Poorer segment of population should be given priority
- 11-15 years age group
  16-45 years age group
- Women should be given priority

Area Survey - Baseline survey on the economic, social, family organization, education, profession, age, literacy rate facilities of formal education, and number of children, men and women.

Operational area - Upazila basis and in all the 460 upazilas.

Manpower — One teacher for 40 learners
One supervisor for 15 centres
One upazila area coordinator for 5 supervisors
One project director for the project.

Teaching aids- Learning centres & seats will be provided by th communities. Primer, exercise books, slates pencil, pens, chalk boards, lantern, attendanc register, duster, chalk, evaluation form should b provided by the government/non-governmen organizations.

Cost per learners - According to World Bank recommended Tk.326.00 pe learner per year with a provision of 10% annua increase.

Implementation-

i) Centre Managing Committee consisting of fiv members.

ii) Motiviation of people through mass media, poster meetings etc. both individually and collectively.

iii) Savings group should be formed in each centre.

iv) Village Organization should be establishe consisting of local leaders.

Selection of teachers

- Should come from the locality and should have a minimum qualification of upto grade VIII
- Supervisors should be form the same locality and should have a minimum qualification of Highe Secondary Certificate.
- Two weeks training for the teachers.
- Logistics support must be provided immediately after the training of centre teachers.
- Supervisors must visit learning centres twice a month.
- Upazila Coordinators should meet supervisors once a month.

Follow-up activities - The activities will be carried out every six months.

Reporting - Monthly, quarterly and terminal.

Evaluation	Internal. teachers will evaluate the performance of learners, supervisors will evaluate methodology, teachers activities and evaluation format, and coordinator will evaluate the efficiency of his subordinates and achievements of learners. One organization may evaluate the other. External. Professional organization or individual may carry out evaluation of the programme.

Budget

Source of Budget -
- i) Government/Non-Government/Own
- ii) Donor Agency
- iii) Community/Local

Investment Cost
- i) Office
- ii) Equipment and Supplies
- iii) Physical facilities
- iv) Other investments

Salary/Honoraria
- Teacher @ Tk. 500.00 per month
- Supervisor @ Tk.2000.00 per month
- Coordinator @ Tk.3000.00 per month + one motor cycle and maintenance cost of Tk.1000/-
- Proj.Director @ Tk.5,000 per month

Training
- Teachers - Institutional, and primer teaching methodology
- Supervisor - Management of assigned duties, administrative, reporting, monitoring and overall skill development.

Training evaluation

Training aids and training contents and methodology should be evaluated and modified periodically for improvement.

দলগত আলোচনা : অংশগ্রহনকারী ও আলোচ্যবিষয়

প্রথম দল :

১।	ডঃ এস. সি. সরকার	ব্র্যাক
২।	ডঃ এম. সি. বিশ্বাস	মেটপ্রো
৩।	জনাব এ.কে.এম রুহিরুল হক	ঐ
৪।	জনাব আতিয়ার রহমান	বি.বি.সি.টি.পি
৫।	" শরিফুল ইসলাম	ব্যুরো
৬।	" আবদুস সালাম	লিভ এন্ড লার্ন
৭।	ডঃ আ.ক.ম ইসহাক	কুরানিক স্কুল সোসাইটি
৮।	জনাবা ফাউজিয়া বানু	গ্রামীণ ব্যাংক
৯।	জনাব সৈয়দ বখতিয়ার হোসেন	গণশিক্ষা কার্যক্রম
১০।	" শেখ গোলাম মোস্তফা	ঐ

বিষয় : ভবিষ্যত গণশিক্ষা কর্মসূচীর রূপরেখা ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন/

- উদ্দিষ্ট দল নির্ধারণ
- কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতি
- সংগঠন ও সাংগঠনিক কাঠামো
- বেসরকারী সংস্থাসমূহের জন্য সাহায্য
- সাহায্যের ধরণ
- সাহায্যের পূর্বশর্ত সমূহ নির্ধারণ
- সমন্বয়ের রূপরেখা
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের সংযোগ সাধন ।

দ্বিতীয় দল ঃ

১।	জনাব আবুল কাসেম সন্দীপ	ভি ই আর সি
২।	মিঃ জন. পি. হেস্টিংস	মেটপ্রো
৩।	জনাব নূরুল ইসলাম	জাগরণী চক্র
৪।	প্রফেসর এস এম আবুল খায়ের	মেটপ্রো
৫।	জনাব এহছানুর রহমান	ঢাকা আহসানিয়া মিশন
৬।	" খন্দকার মোঃ ইসমাইল	বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি
৭।	" শফিকুল ইসলাম	গণ উন্নয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
৮।	" রশিদুল হক সরদার	ছিন্নমুল মহিলা সমিতি
৯।	মিসেস আঞ্জুমান আরা	সূর্যমুখী মহিলা সংস্থা
১০।	মিস আসফা বানু	গণশিক্ষা কার্যক্রম

বিষয় ঃ গণশিক্ষার পাঠক্রম, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা পদ্ধতি

- চলতি গণশিক্ষা পাঠক্রম, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা পদ্ধতির অবস্থা পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে পাঠক্রম, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা পদ্ধতির সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ প্রণয়ন ।

তৃতীয় দল :

১।	জনাব মোঃ মহসিন	ডানিডা, নোয়াখালী
২।	" শামসুল হক মুন্সী	ভি ই আর সি
৩।	" এস বি বড়ুয়া	স্বনির্ভর বাংলাদেশ
৪।	" এম এ মান্নান	মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ
৫।	" আলী আহমেদ	সিডো
৬।	" এ কিউ এম মাহফুজউল্লা	শ্রমজীবী সমাজ কল্যান সংস্থা
৭।	মিসেস ফাতেমা আখতার	বেস
৮।	জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ	মেটপ্রো
৯।	" আশরাফুল কবীর	উষা
১০।	মিসেস গীতা পাল	গণশিক্ষা কার্যক্রম
১১।	জনাব নূরুল ইসলাম মোল্লা	ঐ

বিষয় : গণশিক্ষা কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিংয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

- কর্মপরিকল্পনা তৈরি
- বাস্তবায়ণ ও মূল্যায়নের রূপরেখা
- তত্ত্বাবধান কৌশল
- বাজেট প্রণয়ন
- প্রশিক্ষণ

ঃ অংশগ্রহনকারীগণের তালিকা ঃ

১। ডঃ সুধীরচন্দ্র সরকার
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ
ব্র্যাক
৬৬ মহাখালী আবাসিক এলাকা. ঢাকা

২। জনাব সামনু ভদ্র বড়ুয়া
পরিচালক
স্বনির্ভর বাংলাদেশ
১০৯ ছিদ্দিক বাজার, ঢাকা

৩। জনাব শামসুল হক মুন্সী
প্রকল্প সমন্বয়কারী
পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র
আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা

৪। জনাব এহসানুর রহমান
সহকারী পরিচালক
ঢাকা আহসানিয়া মিশন
সড়ক নং ৩৩, বাড়ী নং ১১
ধানমন্ডি, ঢাকা

৫। খন্দকার মোঃ ইসমাইল
যুগ্ম মহাসচিব
বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি
২৮/ এইচ সেগুন বাগিচা (২য় তলা)
ঢাকা

৬। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম
প্রজেক্ট কনসালটেন্ট
জাগরণী চক্র
রেইল রোড, যশোর।

৭। জনাব এম এ মান্নান,
পরিচালক, গণশিক্ষা প্রকল্প
মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ
৬/২৩ই লালমাটিয়া, ঢাকা

৮। জনাব শরিফুল ইসলাম
অর্থ-সচিব
বাংলাদেশ বেকার পুনর্বাসন সংস্থা
৩/১০ ডি আই টি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা

৯। জনাব আলী আহমেদ
প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
সোসিও ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
৩ এফ শ্যামলী স্ট্রীট নং -১, ঢাকা-১২০৭

১০। জনাব শফিকুল ইসলাম
সভাপতি
গণ উন্নয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
সাদুল্লাপুর সড়ক, গাইবান্ধা

১১। জনাব এ কিউ এম মাহফুজউল্লাহ
শ্রমজীবী সমাজ কল্যাণ সংসদ
১৭, উত্তর শাহাজাহানপুর, ঢাকা

১২। জনাব আবদুস সালাম
কো-অর্ডিনেটর
লিভ এন্ড লার্ন
মৌসুমী ভিলা, তানোর, রাজশাহী

১৩। জনাব রশিদুল হক সরদার
প্রকল্প পরিচালক
ছিন্নমূল মহিলা সমিতি
বিষ্ণুপুর, গাইবান্ধা

১৪। ডঃ আ. ক. ম ইসহাক
সম্পাদক
কোরানিক স্কুল সোসাইটি
১৮০, গ্রীণ রোড, ঢাকা

১৫। জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ
মেটক্রো কর্মসূচী
২৩২, গ্রীন রোড, ঢাকা

১৬। ডঃ এম. সি বিশ্বাস
মেটক্রো নিরীক্ষামূলক কর্মসূচী
২৩২ গ্রীন রোড, ঢাকা

১৭। অধ্যাপক এস এম আবুল খায়ের
প্রতিনিধি
বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ
২৩২, গ্রীন রোড, ঢাকা

১৮। এ কে এম জহিরুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ
২৩২, গ্রীন রোড, ঢাকা

১৯। বেগম ফাতেমা কবীর
ডাইরেক্টর ট্রেনিং
বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি (বেইস)
১০৪ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

২০। জনাব এস এম আতিয়ার রহমান
বাংলাদেশ বার্থ কন্ট্রোল এন্ড ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন
বাড়ী নং-৮, সড়ক নং-৬
ধানমন্ডি, ঢাকা

২১। জনাবা ফাওজিয়া বানু
সিনিয়র অফিসার
গ্রামীণ ব্যাংক, মীরপুর, ঢাকা

২২। বেগম আঞ্জুমান আরা ভুঁইয়া
সম্পাদিকা
সূর্যমুখী মহিলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নারায়নগঞ্জ

২৩। জনাব আশরাফুল কবীর
সভাপতি
উষা, রংপুর

২৪। জনাব মোঃ মহসিন
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ডানিডা, নোয়াখালী

২৫। জনাব মাহমুদ হাসান
গণ সাহায্য সংস্থা, ঢাকা

২৬। জনাব নুরুল ইসলাম মোল্লা
উপ-পরিচালক, গণশিক্ষা কার্যক্রম
ঢাকা

২৭। জনাব শেখ গোলাম মোস্তফা
উপ-পরিচালক
গণশিক্ষা কার্যক্রম, ঢাকা

২৮। গীতা পাল
সহকারী পরিচালক
গণশিক্ষা কার্যক্রম, ঢাকা

২৯। আসফা বানু
সহকারী পরিচালক
গণশিক্ষা কার্যক্রম, ঢাকা

৩০। জনাব সৈয়দ বখতিয়ার হোসেন
সহকারী পরিচালক
গণশিক্ষা কার্যক্রম, ঢাকা।

অনুষ্ঠান-সূচী

২৯শে ফাল্গুন '৯৫, ১৩ই মার্চ '৮৯

৯.০০	ঃ	রেজিষ্ট্রেশন
৯.৩০	ঃ	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সভাপতি ঃ জনাব সাদাত হোসেইন মহাপরিচালক, বার্ড প্রধান অতিথি ঃ জনাব হেদায়েত আহমেদ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ।
	ঃ	তেলাওয়াতে কোরআন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর বাণী পাঠ ঃ জনাব মাহবুবুল আলম উপ-পরিচালক, গণশিক্ষা কার্যক্রম
	ঃ	স্বাগত ভাষণ জনাব এস এম সাইফউদ্দীন নির্বাহী পরিচালক, গণশিক্ষা কার্যক্রম
	ঃ	ইউনিসেফের প্রতিনিধির ভাষণ মিঃ কুপার ডাউসন
	ঃ	ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞের ভাষণ ডঃ রেক্স মায়্যার
	ঃ	প্রধান অতিথির ভাষণ ও কর্মশিবিরের উদ্বোধন
	ঃ	সভাপতির ভাষণ
	ঃ	ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাব মাহবুবুল আলম উপ-পরিচালক, গণশিক্ষা কার্যক্রম
১০.৪৫		প্রথম অধিবেশন সভাপতি ঃ জনাব নুরুদ্দীন আলমাসুদ অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	ঃ	প্রবন্ধ সরকারী গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচিতি ও পরিসর জনাব এস এম সাইফউদ্দীন নির্বাহী পরিচালক, গণশিক্ষা কার্যক্রম
১১.৪৫		দ্বিতীয় অধিবেশন সভাপতি ঃ জনাব ফেরদাউস খান প্রাক্তন ডি পি আই
	ঃ	এপিল কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণ উপকরণ বিষয়ক আলোচনা ডঃ রেক্স মায়্যার, ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ

: প্রবন্ধ
গণশিক্ষা পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক
: জনাব আলী আজম, সদস্য (শিক্ষাক্রম)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড

১৩.৪৫ খাবার বিরতি

১৪.৪৫ : তৃতীয় অধিবেশন
সভাপতি : ডঃ ফজলুল করিম চৌধুরী
প্রধান, পরিকল্পনা কোষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
: প্রবন্ধ
গণশিক্ষা কর্মসূচীতে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ

: আদর্শ উপকরণের রূপরেখা

: জনাব আবুল কাসেম সন্দীপ

- উপ-পরিচালক, পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র

৩০শে ফাল্গুন, ৯৫ ১৪ই মার্চ

৮.৩০ প্রথম অধিবেশন

সভাপতি : জনাব ফয়েজ হাসান আবেদ

১৪ ·০০	ঃ	তৃতীয় অধিবেশন সভাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) সৈয়দ আহমদ সচিব (ভারপ্রাপ্ত) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ প্রবন্ধ মনিটরিং ও মূল্যায়ণ জনাব আবু আহমেদ আরিফ যুগ্ম-প্রধান (শিক্ষা উইং) পরিকল্পনা কমিশন

১লা চৈত্র ' ৯৫, ১৫ই মার্চ

৮·৩০		প্রথম অধিবেশন সভাপতি ডঃ এ এইচ এম করিম মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রবন্ধ অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন ঃ ডঃ এ এইচ লতিফ পরিচালক আই ই আর ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০·৩০		চা বিরতি
১০·৪৫		দ্বিতীয় অধিবেশন
	ঃ	দলগত আলোচনা
১০·৪৫	ঃ	দলগত কাজ
১৩·৪৫	ঃ	খাবার বিরতি
১৪·৩০		তৃতীয় অধিবেশন
	ঃ	দলীয় প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা প্রণয়ন
১৫·৩০	ঃ	চা বিরতি
১৬·০০	ঃ	সমাপনী অনুষ্ঠান
	ঃ	দলীয় সুপারিশমালা পেশ
	ঃ	সভাপতির বক্তব্য জনাব সাদাত হোসেইন মহাপরিচালক, বার্ড
	ঃ	ধন্যবাদ জ্ঞাপন এস এম সাইফউদ্দীন নির্বাহী পরিচালক. গণশিক্ষা কার্যক্রম

সার্টিফিকেট

গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে
বেসরকারী সংস্থা গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবির
স্থান : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা
তারিখ : ৩০, ৩১শে ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র, ১৩৯৫
১৩, ১৪ ও ১৫ই মার্চ, ১৯৮৯

জনাব ....

প্রতিনিধি ....

গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ১৩ - ১৫ই মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থার গণশিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন।

তাঁর অংশগ্রহণে কর্মশিবির কর্তৃপক্ষ বিশেষ উপকৃত হয়েছে।

১৫.৩.৮৯

(এস এম সাইফউদ্দীন)
নির্বাহী পরিচালক
গণশিক্ষা কার্যক্রম
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গনভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কর্মশিবির ব্যবস্থাপনা

কর্মশিবির পরিচালক	ঃ	জনাব এস এম সাইফউদ্দীন নির্বাহী পরিচালক, গণশিক্ষা কার্যক্রম
অনুষ্ঠান পরিচালনা	ঃ	জনাব মাহবুবুল আলম, উপ-পরিচালক শেখ গোলাম মোস্তফা, উপ-পরিচালক
ব্যবস্থাপনা	ঃ	জনাব মাহবুবুল আলম, উপ-পরিচালক শেখ গোলাম মোস্তফা, উপ-পরিচালক জনাব নুরুল ইসলাম মোল্লা, উপ-পরিচালক সৈয়দ বখতিয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক জনাব নেছারউদ্দিন মিয়া, সহকারী পরিচালক
আপ্যায়ণ	ঃ	সৈয়দ বখতিয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক মিসেস গীতা পাল, সহকারী পরিচালক
নিবন্ধীকরণ ও প্রদর্শণী	ঃ	আসফা বানু, সহকারী পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, ষ্টেনোগ্রাফার
প্রতিবেদক	ঃ	জনাব মাহবুবুল আলম, উপ-পরিচালক আসফা বানু, সহকারী পরিচালক
দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনা	ঃ	জনাব এম শফীউল্লাহ, উপ-পরিচালক আনোয়ার ইলাহী, অফিস সহকারী সেলিনা আকতার, অফিস সহকারী বিউটি বেগম, অফিস সহকারী আমিনুর রহমান, হিসাবরক্ষক নজরুল ইসলাম, ক্যাশিয়ার
প্রতিবেদন মুদ্রাক্ষরিক	ঃ	আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা ষ্টেনোগ্রাফার

74182

LIBRARY
Bangladesh public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka